হিন্দুস্থান বার্ষিক বই

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত

এম্, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ
১৪নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

সূচী

[বর্ণানুক্রমিক]

ব

ভ

ম

র

ল

শ

স

হ

হিন্দুস্থান বার্ষিক বই

ভারতীয় ক্যালেণ্ডার

উজ্জয়িণীর রাজা বিক্রমাদিত্য খৃঃ পূঃ ৫৭ অব্দে শক রাজাদের উপর জয়লাভকে চির-স্মরণীয় করিবার জন্য সম্বৎ সালের প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। সম্বৎ সৌর-চান্দ্র বৎসর।

রাজা শালিবাহন ৭৮ খৃষ্টাব্দে শক রাজাদের জয় করিয়া শকাব্দ প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া কথিত আছে।

হজরত মহম্মদের মক্কা ত্যাগ করিয়া মদিনা গমন স্মরণীয় করিবার জন্য মুসলমান অব্দ হিজরীর সৃষ্টি হয়। মক্কা ত্যাগের সঠিক তারিখ হইতে গণনা না করিয়া ৬২২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই হইতে হিজরীর আরম্ভ ধরা হয়। হিজরী সম্পূর্ণরূপে চান্দ্র বৎসর। ১২ মাসে এক বৎসর এবং পর পর ৩০ ও ২৯ দিনে মাস হয়। ৩৫৪ অথবা ৩৫৫ দিনে বৎসর হয়।

সন—বাংলাদেশে প্রচলিত। ১৫৫৬ (হিজরী ৯৬৩) খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবর নিয়ম করেন যে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য চান্দ্র মাস-যুক্ত হিজরী অব্দকে সৌর মাস-যুক্ত ফসলী অব্দে পরিণত করা হইবে। হিজরী হইতে পরিবর্ত্তিত এই ফসলী অব্দই বাংলাদেশে বৈশাখ হইতে আরম্ভ হইয়া সাল বা সনে পরিণত হইয়াছে। ৩৫৫ দিনে সম্পূর্ণ চান্দ্র মাসের বৎসর, সৌর মাসের ৩৬৫ দিনের বৎসর হইতে দশ দিন কম। সেই জন্য হিজরী বাংলা সন হইতে বৎসরের সপ্তাহের অধিক করিয়া আগাইয়া যাইতেছে।

খৃষ্টান ক্যালেণ্ডার

জুলিয়াস সিজার খৃষ্টান ক্যালেণ্ডারের সৃষ্টি করেন। এই জন্য উহা জুলিয়ান ক্যালেণ্ডার নামে কথিত। ৩৬৫ দিনে বৎসর হয়। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরী কয়েকজন বিশিষ্ট জ্যোতিষীর সহায়তায় উহা সংশোধন করেন। গ্রেগরীর ক্যালেণ্ডার ধীরে ধীরে পশ্চিম ইউরোপে গৃহীত থাকে। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও প্রায় ঐ সময়ই আমেরিকা উহা গ্রহণ করে। পূর্ব্ব ইউরোপে গ্রীক চার্চ্চের প্রাধান্য ছিল বলিয়া সেদিকে জুলিয়ান ক্যালেণ্ডার থাকিয়া যায়। ১৯১৭ সালে তুর্কী ও ১৯১৮তে রুশিয়া গ্রেগরী ক্যালেণ্ডার গ্রহণ করে। ১৯২৩-এ পূর্ব্ব প্রাচীন গির্জ্জা সমূহের এক কংগ্রেস পৃথিবীর বাকি দেশগুলিকেও উহা গ্রহণ করিতে বলে। আজকাল পৃথিবীর প্রায় সব সভ্যদেশেই গ্রেগরী ক্যালেণ্ডার প্রচলিত।

খৃষ্টান পর্ব্বদিন

সব বেকুবের দিন, (All fool's day)—এপ্রিল মাসের প্রথম দিনে খৃষ্টান জগতের সর্ব্বত্র পাড়ার বন্ধু-বান্ধবেরা একে অপরকে বোকা বানাইবার চেষ্টা করে।

বৃক্ষরোপণের দিন (Arbor Day)—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, কানাডার কতকাংশ ও ইংলণ্ডের বার্ষিক বৃক্ষরোপণ উৎসব।

ব্যাঙ্ক হলিডে (Bank Holiday)—ইংলণ্ডে আইনানুসারে পর্ব্বদিনে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকে এবং ঐ দিনে ব্যাঙ্কের মারফৎ পাওনা দেনা বন্ধ থাকে।

(Candlemas Day)—এই উৎসব ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে এবং কুমারী মেরীর পবিত্রীকরণ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। রোমান ক্যাথলিকরা ইহা সযত্নে পালন করেন।

খৃষ্টমাস—২৫ শে ডিসেম্বর যীশুখৃষ্টের জন্মদিন উপলক্ষে এই পর্ব্ব ষ্ঠিত হয়। যীশুখৃষ্টের জন্মের সঠিক তারিখ জানা যায় না। পঞ্চম

শতাব্দী হইতে ২৫ শে ডিসেম্বরকেই ঐ তারিখ বলিয়া সাধারণ ভাবে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

ইষ্টার—খৃষ্টান জগতের সব চেয়ে বড় পর্ব্ব। খৃষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থান স্মরণীয় করিবার জন্য অনুষ্ঠিত হয়।

গুড ফ্রাইডে—ইষ্টারের পূর্ব্বের শুক্রবার। খৃষ্টের ক্রুশবিদ্ধকরণ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

মুসলমান পর্ব্বদিন

বকর ইদ—ইসমাইলকে আব্রাহামের দান স্মরণীয় করিবার জন্য জুল হিজরীর দশ তারিখে অনুষ্ঠিত উৎসব।

মহরম—আলি ও ফাতিমার পুত্র হুসেনের মৃত্যু উপলক্ষে অনুষ্ঠিত শোক উৎসব। ৪৯ হিজরীতে ভাবী রাজা খলিফা ইয়েজিদ বিষপ্রয়োগে আলির জ্যেষ্ঠপুত্র হাসানকে হত্যা করেন। ৬১ হিজরীর ১০ই মহরম (৬৮০ খৃষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর) কারবালার মরুভূমিতে হুসেন নিহত হন।

আখিরী চাহার সম্বা—সফরের শেষ বুধবার। ঐ দিন মহম্মদ তাঁহার শেষ রোগ হইতে একটু ভাল হন ও শেষবার স্নান করেন।

সবেবরাৎ—১৬ই শাবানে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন মানুষের দোষগুণ বিচার করিয়া উপযুক্ত ফলাফল প্রদান করা হয় বলিয়া বিশ্বাস।

রমজান ও ইদলফিতর—মুসলমান বৎসরের নবম মাস। এই সময় কোরাণ প্রচলিত হয়। সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত আল্লার সঙ্গে মানবাত্মার যোগ স্থাপনের জন্য সাধনের উদ্দেশ্যে এই উপবাসের ব্যবস্থা। ঐ মাসের প্রথম চন্দ্রদর্শনের দিন হইতে উপবাস আরম্ভ হয়। প্রতিদিন ভোরের আলোয় যখন কাল ও সাদা সূতার প্রভেদ বোঝা যায় তখন হইতে উপবাস আরম্ভ হয় ও সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত চলে।

এক দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষের উত্তর হইতে দক্ষিণ প্রান্তের দূরত্ব ২০০০ মাইল ও পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম প্রান্তের দূরত্ব ২৫০০ মাইল। ভারতবর্ষের মোট আয়তন ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের বাইশগুণ। বোম্বাই হইতে পেশোয়ারের দূরত্ব প্রায় ১৫০০ মাইল, পেশোয়ার হইতে কলিকাতার দূরত্ব প্রায় তাই; দিল্লী হইতে বোম্বাই ৯০০ মাইল, কলিকাতা ৯০০ মাইল ও পেশোয়ার ৬০০ মাইল দূর। কলিকাতা হইতে বোম্বাই প্রায় ১২০০ মাইল। স্থল পথে ভারতবর্ষের সীমান্ত প্রায় ৬০০০ মাইল ও জল পথে ৫০০০ মাইল। দেশের আকৃতি ত্রিকোণের মত বলিয়া ইহার আয়তন, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের হিসাবে অনেক কম। ইহার আয়তন প্রায় ১৬ লক্ষ ৬৬ হাজার বর্গ মাইল। প্রাকৃতিক অবস্থার দিক দিয়া ভারতবর্ষকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা,—

১। উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ।

২। মধ্যে সিন্ধু-গঙ্গা সমতলভূমি।

৩। দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য।

উত্তরে আফগানিস্থান হইতে সুরু করিয়া ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত ১৫০০ মাইল ধরিয়া হিমালয় পর্ব্বত প্রসারিত। হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী প্রায় ২০০ মাইল চওড়া। হিমালয়ের দক্ষিণ পাদদেশে মূল্যবান জঙ্গল, প্রকাণ্ড খাদ ও নাতিশীতোষ্ণ উপত্যকা আছে, মাঝখানে আছে অতি উচ্চ চিরতুষারাবৃত পর্ব্বতমালা ও উত্তর পাদমূলে আছে উচ্চ উপত্যকা, কিন্তু সেখানে গাছপালা বেশী নাই। পশ্চিমে সিন্ধু ও পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র এই দুইটি নদ যেন দুই বাহু দিয়া হিমালয়কে ঘিরিয়া আছে। হিমালয়ের পশ্চিমে সবচেয়ে উচ্চ পর্ব্বতের নামই নাঙ্গা-পর্ব্বত—২৬,৬২০ ফিট উঁচু। কাশ্মীরের উত্তর পশ্চিম কোণে নাঙ্গা-পর্ব্বত অবস্থিত। পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চ পর্ব্বত মাউণ্ট এভারেষ্ট বা গৌরীশঙ্কর নেপালের কাছে অবস্থিত। উচ্চতায় তার পরই স্থান পায় গডওয়েন-অষ্টেন।

কুমাউনে অবস্থিত নন্দাদেবী ব্রিটিশ ভারতের সবচেয়ে উচ্চ পর্ব্বত। এর উচ্চতা ২৬,৮২৬ ফিট। কাঞ্চনজঙ্ঘাও নেপালের মধ্যেই পড়ে।

সিন্ধু-গঙ্গা সমতলভূমি সাধারণতঃ নীচু, সমুদ্র হইতে ১০০০ ফিট উচ্চ এবং হিমালয় হইতে বিন্ধ্যাচল ও করাচী হইতে বাংলাদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত। বহু উপনদী ও শাখানদী সহ সিন্ধু ও গঙ্গা এই সমভূমিতে প্রাণ-সঞ্চার করে। তৃতীয় বিরাট নদী ব্রহ্মপুত্র হিমালয়ের পূর্ব্বদিক ভেদ করিয়া আসিয়া গঙ্গায় পড়িয়াছে ও প্রকাণ্ড একটি ব-দ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছে। এই নদীগুলির দুই পারের জমিতে প্রচুর পলিমাটি পড়িয়া তার উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে। এই অংশেই ভারতবর্ষের দুই পঞ্চমাংশ লোক বাস করে, এই ভূমির উপরেই গ্রাম সহর ও নগরের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। দেশের প্রায় সমস্ত প্রাচীন ও নবীন প্রসিদ্ধ স্থানই এই অংশে অবস্থিত। পাঞ্জাব, দিল্লী, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও বাঙ্গালা এই সমভূমির অন্তর্গত। তার পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা অর্থাৎ আসাম। ভারতবর্ষের এই অংশটি প্রস্থে ১০০ হইতে ৫০০ মাইল এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় ২০০০ মাইল।

বিন্ধ্য পর্ব্বতের দক্ষিণে ত্রিভুজাকৃতি উত্তর ভারতের দক্ষিণ দিক হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষের বাকি প্রায় সকল স্থান উচ্চ মালভূমির অন্তর্গত দাক্ষিণাত্য। দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম দিক সমুদ্র হইতে ৫০০০ ফিট ও পূর্ব্বদিকে ১০০০ ফিট উচ্চ। নর্ম্মদা ও তাপ্তী ছাড়া দাক্ষিণাত্যের সব নদী বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। এখানকার নদীগুলির ধারে তেমন প্রসিদ্ধ কোন সহর নাই। পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে খাদের মধ্য দিয়াই সাধারণতঃ এই নদীগুলি প্রবাহিত। বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশের খানিকটা, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, হায়দ্রাবাদ ও ও মহীশূর দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত।

জলবায়ু ও বারিপাত—নিম্নভূমি সাধারণতঃ উষ্ণ ও পাহাড়ের উপর ঠাণ্ডা। ইংলণ্ডে গরমের দিনে যে রকম, উত্তর অঞ্চলে শীতের দিনে প্রায় সেই রকম ঠাণ্ডা। বারিপাত মৌসুমী বায়ুর উপর নির্ভর করে।

বৎসরের মোট বৃষ্টিপাতের শতকরা ৯০ ভাগই এই সময় হয়। বর্ষাকালে সাধারণতঃ জুন মাস হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত। ভারতবর্ষে যদিও আমরা ছয় ঋতু মানি, তথাপি প্রকৃতপক্ষে ঋতু তিনটি—গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত। বর্ষাকালে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতশ্রেণী, আসামের পাহাড়, পূর্ব্ব হিমালয় ও গঙ্গানদীর ব-দ্বীপ জলে ভাসিয়া যায়।

পশ্চিম ঘাটের পিছনে দাক্ষিণাত্যে ও উত্তর পশ্চিমের সমভূমিতে বারিপাত কম ও অনিশ্চিত। সিন্ধু নদের আশে পাশে বৃষ্টি হয় না বলা চলে। যে সব স্থানে বর্ষা কম সেখানে গরম পড়ে বেশী।

আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর হইতে জোলো বাতাস মেঘ লইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে আসে। এই বাতাসই ভারতবর্ষে প্রতি বৎসরে বর্ষা আনে। আরবী ভাষায় এই বাতাসের নাম 'মৌসুম'।

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু তিন ভাগ হইয়া বোম্বাই, বাংলা ও ব্রহ্মদেশের উপর দিয়া যায়। বাংলার উপর দিয়া যে ভাগ যায় তাহা শুধু বাংলায় নয়, আসাম, বিহার উড়িষ্যা ও যুক্তপ্রদেশের খানিকটাতে বৃষ্টি আনে। এই তিন অঞ্চলে বৃষ্টি পড়িয়া মেঘ ঝরিয়া যাওয়ার পর বাকি জলকণা সিন্ধু, মধ্যপ্রদেশ, রাজপুতানা ও পশ্চিম পাঞ্জাবের উপর দিয়া গিয়া হিমালয়ের চূড়ায় বরফরূপে জমা হয়। এই জলকণাগুলিকে বৃষ্টিরূপে ঝরাইয়া নেওয়ার জন্য এই অঞ্চলে কোন পাহাড় বা জঙ্গল নাই। বৃষ্টির প্রাচুর্য্য স্থানে স্থানে বিভিন্ন। চেরাপুঞ্জিতে বৎসরে ৪৪০ ইঞ্চি, দার্জ্জিলিংয়ে ১২০ ইঞ্চি কলিকাতায় ৬৫ ইঞ্চি, লাহোরে ২০ ইঞ্চি ও সিন্ধুতে ৬ ইঞ্চি।

জমি—বড় নদীগুলির আশে পাশে জমিতে পলিমাটি বেশী। বাংলা, মাদ্রাজের কয়েকটি জেলা, আসাম, ব্রহ্মদেশ, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজপুতনা, সিন্ধু, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলের জমি এই জন্য উর্ব্বর। দাক্ষিণাত্যের জমি সাধারণতঃ কালো ও তূলা চাষের উপযোগী। ইহার অধিকাংশই কঠিন শিলা (crystalline) দিয়া গঠিত।

সমুদ্রের উপকূল—ভারতবর্ষের তিনদিক ঘিরিয়া সমুদ্রের উপকূল প্রায় ৫০০০ মাইল লম্বা। উপকূলের সমুদ্র বেশী গভীর নয় ও বালুকাময়।

আয়তন—১৮,০৮,৬৭৯ বর্গমাইল। ইংলণ্ডের প্রায় বাইশগুণ ও রুশিয়া ছাড়া সমগ্র ইউরোপের সমান। বৃটিশভারত—১০,৯৬,১৭১ বর্গমাইল, ভারতীয় রাজ্যসমূহ—৭,১২,৫০৮ বর্গমাইল। প্রদেশগুলির মোট আয়তন সমগ্র দেশের আয়তনের শতকরা ৬১ ভাগ ও ভারতীয় রাজ্য বাদ দিয়া প্রদেশগুলির মোট জনসংখ্যা সমগ্র দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৭৭ ভাগ। ভারতের জনসংখ্যা ১৯২১-এ ছিল ৩১¾ কোটি ও ১৯৩১-এ বাড়িয়া হইয়াছে ৩৫ কোটি! ১৯০১-এ জনসংখ্যা ছিল ২৯½ কোটি ও ১৮৭২-এ ছিল ২০½ কোটি। অর্থাৎ ৬০ বৎসরে শতকরা ৭০ জন লোক বাড়িয়াছে। ব্রিটিশ ভারতে প্রতি বর্গমাইলে ১৯৬ জন, ও ভারতীয় রাজ্যে ১১৩ জন বাস করে। শতকরা ৯০ জন গ্রামে ও মাত্র ১০ জন সহরে থাকে।

গিরিপথ—ভারতবর্ষের প্রধান দুইটি গিরিপথের নাম বোলান ও খাইবার গিরিপথ। উত্তর পশ্চিমদিকের খাইবার গিরিপথ পেশোয়ার হইতে কাবুল পর্য্যন্ত গিয়াছে; এই গিরিপথের মধ্যে দিয়া রেলপথ আছে। আর একটির নাম গোমাল। গোমাল গিরিপথের মধ্য দিয়া ডেরা ইসমাইল খাঁ হইতে এবং বোলান গিরিপথের মধ্য দিয়া কোয়েটা হইতে ভারতের বাইরের দিকে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। শ্রীনগর (কাশ্মীর) হইতে হিমালয় মধ্য দিয়া দুইটি দুর্গম পথ আছে—ঝোজিলা ও কারাকোরাম গিরিপথ। পাঞ্জাব হইতে তিব্বত পর্য্যন্ত শিপ কী গিরিপথ। ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে চারিটা গিরিপথ আছে—তুজুপথ, মণিপুরপথ, আন ও তুঙ্গুপ গিরিপথ। এই পথগুলি খুব কম ব্যবহৃত হয়।

নদীমালা—উত্তরের নদীগুলি প্রায় সব কয়টির উৎপত্তি হয় হিমালয়ে নতুবা তার ওপারে। ইহাদের জল আসে হিমালয়ের চুড়ার বরফ গলিয়া। এই নদীগুলির জল সমভূমিতে বর্ষার উপর ততটা নির্ভর করে না যতটা

করে পাহাড়ের উপরের তুষার ও পাহাড়ী বর্ষার উপর। এই জন্য সব সময়ে ইহারা জলে পূর্ণ থাকে এবং এই সকল নদীপথে সকল সময়ে যাতায়াত সম্ভবপর।

ভারতবর্ষের নদীমালার মধ্যে তিনটি প্রধান—(১) পাঁচটি উপনদী সমেত সিন্ধুনদ; (২) অনেকগুলি উপনদী সমেত গঙ্গানদী ও (৩) ব্রহ্মপুত্র নদ।

দাক্ষিণাত্যের নদীগুলি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের। এদের উৎপত্তি পাহাড়ে, কিন্তু বর্ষার উপর এদের জল সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এইজন্য শীত ও গ্রীষ্মকালে প্রায় শুকাইয়া যায়। নদী পথে যাতায়াত এই দেশের পক্ষে তেমন সুবিধা জনক নহে। নদীগুলি পার্ব্বত্য অঞ্চলের উপর দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় সাধারণতঃ ছোট বলিয়া স্রোত খুব বেশী এবং ইহাদের সাহায্যে বিদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী প্রভৃতি প্রায় সব কয়টি নদীরই উৎপত্তি পশ্চিম ঘাটে ও বঙ্গোপসাগরে আসিয়া পড়িয়াছে। কেবল নর্ম্মদা ও তাপ্তী পশ্চিমবাহী, এরা আরব সাগরে পড়িয়াছে।

স্বাধীন রাজ্য—ভারতে মাত্র একটি স্বাধীন রাজ্য আছে—নেপাল পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র স্বাধীন হিন্দুরাজ্য।

ভারতীয় রাজ্য—রাজারা ব্রিটিশ রাজের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া নিজ নিজ রাজ্য শাসন করেন। তাদের মোট আয়তন ৭,১২৫০৮ বর্গমাইল। ভারতীয় রাজ্যের মোট সংখ্যা প্রায় ৬৫০।

ব্রিটিশরাজের সহিত ভারতীয় রাজাদের সম্পর্ক সন্ধিপত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। রাজ্যের ভিতর ঘরোয়া ব্যাপারে তাঁদের কর্ত্তৃত্ব থাকে; তাঁহারা কর আদায় করিতে পারেন, আইন তৈরি করিতে পারেন ও সশস্ত্র সৈন্যদল রাখিতে পারেন। কিন্তু সব কাজেই রাজ্যস্থ ব্রিটিশ এজেণ্টের উপদেশ গ্রহণ করিতে হয়। ভারতীয় রাজারা নিজ দায়িত্বে অর্থাৎ ব্রিটিশ রাজের মারফত ছাড়া কোন বৈদেশিক চুক্তি করিতে পারেন না; আভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য ব্রিটিশ রাজ্যের প্রতিনিধি হিসাবে বড়লাট যে কোন রাজাকে গদীচ্যুত

করিতে পারেন। কোন বৈদেশিক শক্তির আক্রমণ হইতে ইঁহাদের রক্ষা করিবার জন্য ব্রিটিশরাজ চুক্তিবদ্ধ। কু-শাসন, অযোগ্যতা ও রাজভক্তিহীনতার অভিযোগে বড়লাট যে কোন রাজাকে গদিচ্যুত করিতে পারেন।

নিজেদের কার্য্যকলাপ আলোচনা ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য "নরেন্দ্র মণ্ডল" নামে রাজাদের একটি প্রতিষ্ঠান আছে। এই নরেন্দ্র মণ্ডল একজন চ্যান্সেলার ও ছয় জনের একটি সমিতি নির্ব্বাচন করিয়া তাদের হাতে বার্ষিক কার্য্য পরিচালনের ভার দেয়।

ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে হায়দ্রাবাদ সব চেয়ে বড় ও রাজপুতনার অন্তর্গত বিলবারী রাজ্যে (জনসংখ্যা ২৭) সবচেয়ে ছোট। নূতন ভারতীয় রাষ্ট্রবিধি অনুসারে ভারতীয় রাজারা যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় পরিষদে সদস্য পাঠাইতে পারিবেন।

বিদেশী রাজ্য—ভারতে গোয়া, দমন, দিউ—এই তিনটি স্থান পর্তুগীজ রাজ্যের অধীনে। ফরাসী রাজ্যের অধীনে বাংলায় চন্দননগর আর মাদ্রাজে ক্যারীকল, পণ্ডিচেরী, ইয়ানওয়ান ও মাহী।

প্রধান প্রধান ভারতীয় রাজ্য

	আয়তন, বর্গমাইল		আয়তন, বর্গমাইল
কাশ্মীর ও জম্মু	৮৫,৮৮৫	পশ্চিমভারত এজেন্সির	
হায়দ্রাবাদ	৮২,৬৯৮	অন্তর্ভুক্ত	৩৫,৪৪২
যোধপুর	৩৬,০২১	ভুটান	১৮,০০০
মহীশূর	২৯,৪৭৫	জয়পুর	১৫,৫৯০
উড়িষ্যার অন্তর্গত রাজ্য	২৮,৬৪৮	ভাওয়ালপুর	১৬,৪৩৪
গোয়ালিয়র	২৬,৩৬৭	রেওয়া	১৩,০০০
উদয়পুর	১২,৬৯৪	কোলহাপুর	৩,২১৭
ইন্দোর	৯,৯০২	আলোয়ার	৩,১৫৮

	আয়তন, বর্গমাইল		আয়তন, বর্গমাইল
মণিপুর	৮,৬৩৮	কোচিন	১,৪১৮
বরোদা	৮,১৬৪	কুচবিহার	১,৩১৮
ত্রিবাঙ্কুর	৭,৬২৫	পাদুকোটা	১,১৭৯
কচ্ছ	৭,৬১৬	রামপুর	৮৯৩
ভূপাল	৬,৯২৪	কর্পূরতলা	৫৯৯
পাতিয়ালা	৫,৬২৪	বিকানীর	২৩,৩১৭

প্রদেশ বিভাগ

প্রদেশ	রাজধানী	পার্ব্বত্যরাজধানী	আয়তন বর্গমাইল	জনসংখ্যা (১৯৩১)
মাদ্রাজ	মাদ্রাজ	উতকামণ্ড	১৪২,২৭৭	৪,৬৭,৪০,১০৭
বোম্বাই	বোম্বাই	মহাবালেশ্বর, পূনা	১২৩,৬৭৯	২,১৯,৩০,৬০১
বাংলা	কলিকাতা	দার্জ্জিলিং	৭৭,৫২১	৫০,১১৪,০০২
যুক্তপ্রদেশ	লক্ষ্ণৌ ও এলাহাবাদ	নৈনীতাল	১০৬,২৪৮	৪,৮৪,০৮,৭৬৩
পাঞ্জাব	লাহোর	সিমলা	৯৯,২০০	২,৩৫,৮০,৮৫২
বিহার	পাটনা	রাঁচি	৮৩,০৫৪	৩,৭৬,৭৭,৫৭৬
উড়িষ্যা	কটক	পুরী		
মধ্যপ্রদেশ	নাগপুর	পাঁচমারী	৯৯,৯২০	১'৫৫,০৭,৭২৩
আসাম	শিলং	শিলং	৫৫,০১৪	৮৬,২২,২৫১
সীমান্তপ্রদেশ	পেশোয়ার	নাথিয়াগলি	১৩,৫১৮	২৪,২৫,০৭৬
সিন্ধু	করাচি			
বেলুচিস্থান	কোয়েটা	কোয়েটা	৫৪,২২৮	৪৬৩,৫০৮
আজমীর মারোয়াড়	আজমীর	আবু পর্ব্বত	২,৭১১	৫৬০,২৯২

প্রদেশ	রাজধানী	পার্ব্বত্যরাজধানী	আয়তন	জনসংখ্যা
কুর্গ	মর্করা	মর্করা	১,৫৯৩	১৬৩,৩২৭
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ	পোর্টব্লেয়ার	পোর্টব্লেয়ার	৩,১৪৩	২৯,৪৬৩
দিল্লী	দিল্লী	দিল্লী	৫৭৩	৬৩[illegible],২৪৬

ধর্ম্ম ও সভ্যতা হিসাবে জনসংখ্যা, ১৯৩১

		শতকরা			শতকরা
হিন্দু	২৩,৯১,৯৫,০০০	৬৮.২	বৌদ্ধ	১,২৭,৮৭,০০০	৩.৬
মুসলমান	৭,৭৬,৭৮,০০০	২২.১৬	পার্শী	১,১০,০০০	.০৩
শিখ	৪৩,৩৬,০০০	১.২	খৃষ্টান	৬২,৯৭,০০০	১.৮
জৈন	১২,৫২,০০০	.৩৬	আদিম	৮২,৮০,০০০	২.৪

কৃষি

খাদ্যশস্য—(১) ধান—ভারতবর্ষের প্রধান খাদ্য শস্য। বাংলা, ব্রহ্মদেশ, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, সিন্ধুর ব-দ্বীপ, পশ্চিম উপকূল ও দাক্ষিণাত্যের ব-দ্বীপে ধান বেশী হয়। এক বাংলাতে সমগ্র ভারতে যা ধান হয় তার এক তৃতীয়াংশ উৎপন্ন হয়।

(২) গম—যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও মধ্যপ্রদেশের স্থানে স্থানে গম হয়। গম রবিশস্য।

(৩) বার্লি—যুক্তপ্রদেশ, বাংলা ও বিহারের উচ্চ স্থানগুলিতে উৎপন্ন হয়।

(৪) ভুট্টা—উত্তর ভারতে, প্রধানতঃ বিহার ও যুক্তপ্রদেশে ভুট্টা উৎপন্ন হয়।

(৫) ডাল—বাংলা, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশে উৎপন্ন হয়।

(৬) শব্জী—শসা, তরমুজ, বেগুন, কপি, কড়াইশুঁটি ইত্যাদি সর্ব্বত্র উৎপন্ন হয়।

(৭) ফল—আম, কলা, আনারস, পেয়ারা, কাঁঠাল, কমলা, পেঁপে, লেবু, নারিকেল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

(৮) মসলা—হলুদ ও লঙ্কা উৎপন্ন হয়। মালাবার ও ত্রিবাঙ্কুরে দারুচিনি ও আদা হয়।

(৯) কফি—মহীশূর কূর্গ, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন ও নীলগিরিতে কফি হয়।

(১০) চা—বাংলা, আসাম, দেরাদুন, কাংড়া উপত্যকা ও নীলগিরিতে চা হয়। চীনকে বাদ দিলে ভারতবর্ষেই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী চা উৎপন্ন হয়।

(১১) ইক্ষু—যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে সবচেয়ে বেশী আখের চাষ। তবে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও কিছু কিছু আখ হয়।

অন্যান্য শস্য—(১) তূলা—কাথিয়াবাড়, গুজরাট, উত্তর বোম্বাই, মধ্য-প্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, ও উত্তর মাদ্রাজে তুলা উৎপন্ন হয়। দাক্ষিণাত্য ও বেরারের কালো জমি তুলা উৎপাদনের পক্ষে সবচেয়ে ভাল। তুলা উৎপাদনে আমেরিকার পরেই ভারতবর্ষের স্থান। ভারতে উৎপন্ন তুলার শতকরা ৬০ ভাগ বিদেশে রপ্তানী হয়।

(২) পাট—বাংলা, উড়িষ্যা ও আসামে পাট উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর আর কোথাও পাট হয় না। পাট উৎপাদনে বাংলারই একচেটিয়া অধিকার।

(৩) তৈলবীজ—তিসি, তিল, সরিষা, তুলাবীজ, ভেরেণ্ডাবীজ ও চীনা বাদাম হইতে তৈল বাহির করা হয়। খাওয়া, মাখা ও বাতি জ্বালানো এই তিন কাজের জন্যই তেল ব্যবহৃত হয়।

(৪) তামাক—বাংলা, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর, বিহার, উড়িষ্যা পাঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশে উৎপন্ন হয়।

(৫) রবার—মাদ্রাজ, কুর্গ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর ও ব্রহ্মদেশে উৎপন্ন হয়।

বন-জঙ্গল—বৃটিশ ভারতের প্রায় একপঞ্চমাংশ জঙ্গল গভর্ণমেণ্টে বন-বিভাগের অধীনে। ১৮৬৪ তে প্রথম বড় বড় প্রদেশে বন-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৬ তে দেরাদুনে প্রথম বনসম্বন্ধে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। (১) পশ্চিমঘাটে যে সব স্থানে বৃষ্টি বেশী হয়। (২) হিমালয়, (৩) আসাম, (৪) সুন্দরবন ও (৫) তরাই অঞ্চলে জঙ্গল বেশী। পশ্চিমঘাট, আসাম ও ব্রহ্মদেশে সেগুন কাঠ পাওয়া যায়। পূর্ব্ব হিমালয়, মধপ্রদেশের পাহাড় ও পূর্ব্বঘাটে শালকাঠ, মহীশূরে চন্দনকাঠ, ও পশ্চিম ঘাটে আবলুরকাঠ পাওয়া যায়।

সেচব্যবস্থা—নদীছাড়া (১) কূপ, (২) পুকুর ও দীঘি, এবং (৩) খাল হইতে সেচের জন্য জল পাওয়া যায়। খাল তিন প্রকার (১) নদী হইতে সোজা কাটিয়া নেওয়া খাল, (২) নদীর উপর বাঁধ দিয়া জল আটকাইয়া সেই জল বহিয়া নেওয়া জন্য খাল, ও (৩) বৃষ্টির জল বাঁধ দিয়া আটকাইয়া রাখিয়া সেই জল বহিয়া নেওয়ার জন্য খাল। গবর্ণমেণ্ট সেচব্যবস্থাকে তিন ভাগে ভাগ করে—(১) যে সব খাল হইতে পয়সা পাওয়া যায়, (২) যে সব খাল কৃষি রক্ষার জন্য প্রয়োজন ও (৩) ক্ষুদ্র খাল। পাঞ্জাবের সেচ বিভাগ সবচেয়ে বড়, যদিও যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও সিন্ধুর ঐ বিভাগ নেহাৎ ছোট নয়।

ভারতবর্ষে ৪ কোটি একর জমিতে খালের সাহায্যে জল সেচনের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রায় ৫ কোটি লোক ইহাতে উপকৃত হইয়াছে। ২৬,০০০ কোটি গ্যালন জল এই সব খালের মারফৎ প্রতিদিন ব্যবহৃত হয়।

ভারতীয় শিল্প—কাপড়ের কল ভারতের সবচেয়ে বড় শিল্প। তারপরেই পাটের কল। ১৮৫৫তে প্রথম পাটের কল স্থাপিত হয়। পাট ভারতের একচেটিয়া সম্পদ ও সমস্ত পাটকল কলিকাতার কাছে অবস্থিত। লৌহ শিল্পের উন্নতিও যথেষ্ট হইয়াছে। টাটা লৌহ কোম্পানী ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ও ১৯১১ তে কাজ আরম্ভ করে। চামড়াশিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে।

জীবজন্তু—হিমালয় উপত্যকাতেই বেশী জীবজন্তু দেখা যায়। (১) বন্যজন্তু সিংহ আজকাল প্রায় নাই বলিলেই চলে। গুজরাটে দুই একটা এখনও পাওয়া যায়। বাঘ, ভাল্লুক, চিতাবাঘ, নেকড়েবাঘ, হায়না, শৃগাল বনবিড়াল প্রভৃতি যে কোন জঙ্গলে দেখা যায়। হিমালয়, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, উত্তর ব্রহ্মদেশ, ত্রিবাঙ্কুর ও মহীশূরে হাতী পাওয়া যায়। হরিণ সমতলভূমিতে অনেক স্থানে পাওয়া যায়। আসাম, ব্রহ্মদেশ, উত্তরবঙ্গ ও নেপালের জলা জায়গায় গণ্ডার বাস করে। বানর, সজারু, খরগোস, শূকর সর্ব্বত্র দেখা যায়।

(২) গৃহপালিত জন্তু—ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, খচ্চর, গাধা, গরু, মহিষ সর্ব্বত্র দেখা যায়। রাজপুতানা, সিন্ধু ও পাঞ্জাবের মরুভূমিতে উট পাওয়া যায়।

(৩) পাখী—শকুন, চিল, হাঁস, রাজহাঁস, ঘুঘু, পায়রা, টিয়া, সারস, ময়না, ময়ুর সর্ব্বত্র দেখা যায়।

(৪) সরীসৃপ—কুমীর সর্ব্বত্র দেখা যায়। সাপের মধ্যে কেউটে, ভাইপার ও কিরাইৎ সর্ব্বাপেক্ষা বিষাক্ত।

খনি ও খনিজদ্রব্য

সোণা—মহীশূরের কোলার খনিতে সমস্ত ভারতে যা সোণা উৎপন্ন হয় তার শতকরা ৯৫ ভাগ উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর মোট উৎপন্ন সোণার শতকরা তিন ভাগ ভারতে হয়।

কয়লা—বাংলা, বিহার, আসাম, পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশে কয়লার খনি আছে। ইংলণ্ড ছাড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যে কোন দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষ বেশী কয়লা উৎপাদন করে। ভারতের প্রধান কয়লার খনি ঝরিয়ায়, মোট কয়লা উৎপাদনের শতকরা ৪৩'৯ ভাগ ঝরিয়া হইতে আসে। ঝরিয়া কয়লার খনির আয়তন ১৭৫ বর্গ মাইল।

লোহা—বাংলা, বিহার ও মাদ্রাজে লোহার খনি আছে।

লবণ—ভারতের মোট লবণের চাহিদার তিন চতুর্থাংশ দেশেই প্রস্তুত হয়। পাঞ্জাবের লবণের খনি, রাজপুতনার সম্বর হ্রদ ও সমুদ্রের জল হইতে লবণ পাওয়া যায়।

পেট্রল—আসামে ও ব্রহ্মদেশে পেট্রল পাওয়া যায় ও এই দুই স্থান হইতেই মোট উৎপাদনের শতকরা ৯৫ ভাগ আসে। পাঞ্জাবেও কিছুটা পাওয়া যায়।

অভ্র—বাংলা, বিহার ও মাদ্রাজে পাওয়া যায়। পৃথিবীর মোট উৎপন্ন অভ্রের শতকরা ৮৭ ভাগ ভারতবর্ষ হইতে আসে। বিদ্যুৎ শিল্পে অভ্রের প্রয়োজন বেশী হয়।

ম্যাঙ্গানিজ—মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও মহীশূরে পাওয়া যায়। ইস্পাত তৈরীতে ম্যাঙ্গানিজ প্রয়োজন হয়।

সোরা—বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারেই খনিজ সম্পদ বেশী। কয়লা, লৌহ, তামা, চুণা পাথর ও অভ্র সম্পদে বিহার পৃথিবীর যে কোন দেশের চেয়ে বেশী সমৃদ্ধ।

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব

বাংলাদেশের জনসংখ্যা অন্য যে কোন প্রদেশের চেয়ে বেশী—৫,০১,১৪,০০২ এবং সব প্রদেশের মধ্যে বেশী ঘন বসতীর স্থান—প্রতি বর্গ মাইল ৬৬৮। মোটামুটি ভারতবর্ষে ১৪৫ জাত বাস করে এবং ২২৫ রকম ভাষা চলে।

মধ্যপ্রদেশের মৃত্যুহার সব চেয়ে বেশী—হাজার করা ৩৩·৫। আসামের মৃত্যুহার সবচেয়ে কম—হাজার করা ২৩·৮।

মাদ্রাজে স্ত্রীলোকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী—এক হাজার পুরুষপ্রতি ১০২৫ জন। পাঞ্জাবে স্ত্রীলোকের সংখ্যা সবচেয়ে কম, এক হাজার পুরুষপ্রতি ৮৩১।

ভারতবর্ষের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লোক হিন্দু—দশ হাজারে ৬৪২৪

বাংলায় বিধবার সংখ্যা বেশি—হাজার করা ২২৬ জন।

ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে কাশ্মীর ও জম্মু আয়তনে সবচেয়ে বড় ও হায়দ্রাবাদ সবচেয়ে জনবহুল।

বেলুচিস্থানের জনসংখ্যা সবচেয়ে কম।

আহমদাবাদের মিউনিসিপ্যালিটি সবচেয়ে পুরাতন—১৮৩৪-এ প্রতিষ্ঠিত।

জাকোবাবাদে গ্রীষ্মকালে ছায়াশীতল স্থানের উত্তাপ ওঠে ১২৫ ডিগ্রি ও শীতকালে নামে ২৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত।

শতকরা ১০ জন লোক সহরে বাস করে।

ভারতের জন্ম ও মৃত্যুহার পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশি।

ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা একহাজার পুরুষপ্রতি ৯৪০ জন।

বোম্বাইর প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য তুলা, পাঞ্জাবের গম ও বাংলার পাট।

ব্যাঙ্ক-তদন্ত কমিটি ভারতীয় কৃষিঋণ ৯০০ কোটি টাকা বলিয়া ঠিক করিয়াছেন। ডার্লিং তদন্তে জানা গিয়াছে ঐ ঋণ ১৫০০ কোটি টাকা।

পৃথিবীর নিরক্ষর লোকের একতৃতীয়াংশ ভারতবর্ষে।

ভারতবর্ষের ৩৫ কোটি লোকের মধ্যে আড়াইকোটি লিখিতে পড়িতে জানে। ১৯২১ হইতে ১৯৩১ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা একজন মাত্র বাড়িয়াছে।

ভারতবর্ষ বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ (United Kingdom) অপেক্ষা ১৫ গুণের চেয়েও বড়; রাশিয়া ব্যতীত ইউরোপের সমান। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের কুড়ি গুণ।

ভারতবর্ষের সব চেয়ে লম্বা অংশ হচ্ছে কাশ্মিরের দক্ষিণ থেকে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত—প্রায় ২০০০ মাইল। ভারতবর্ষের সবচেয়ে চওড়া অংশে বর্ম্মার খুব পূর্ব্ব কোণ থেকে বেলুচিস্থানের খুব পশ্চিম কোণ পর্য্যন্ত—২৫০০ মাইল।

ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে সকাল ছ'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্য্যন্ত ট্রেণ চললে ভারতের সবচেয়ে লম্বা পথ অতিক্রম করতে লাগবে ৭ দিন।

হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণীতে ৭৫টী চূড়া আছে, যার সবগুলিই ২৪ হাজার ফিটের বেশী উচ্চ। হিমালয়ের এভারেষ্ট শৃঙ্গ পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চ পর্ব্বত (২৯,০০২ ফিট)।

ভারতবর্ষের আবহাওয়ার (Temperature) ও বারিপাতের **(rainfall)** বিভিন্নতা এত বিভিন্ন প্রকার যে, কোন দেশে এরূপ দেখা যায় না।

ভারতবর্ষ সমস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ⅘ অংশ।

কাশ্মীরের Leh পৃথিবীর একটি সবচেয়ে শুষ্কস্থান এবং আসামের চেরা-পুঞ্জিতে বাৎসরিক বারিপাত পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী।

গঙ্গার উভয় তীরে যে বড় বড় সহরের উদ্ভব হয়েছে, পৃথিবীর আর কোন নদীর তীরে তা হয় নাই।

মহীশূরের Garsoppa জলপ্রপাত সৌন্দর্য্য ও উচ্চতা হিসাবে পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ জলপ্রপাত।

ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা পৃথিবীর যে কোন দেশ থেকে বেশী। পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ লোক ভারতবর্ষে থাকে।

ভারতবর্ষের লোকেরা প্রকৃতপক্ষে মাত্র এক প্রকার ব্যবসা করে—কৃষি-কার্য্য। শতকরা ৭৮ জন লোক কৃষিজীবি কিংবা তৎসম্পর্কীয় ব্যবসায়ে লিপ্ত।

ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশী রকম জিনিষের চাষ হয়। একমাত্র ভারতবর্ষেই পৃথিবীর অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বেশী চাল উৎপন্ন হয়।

তূলার চাষে ভারতের স্থান পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয়।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চেয়ে চা ভারতবর্ষে বেশী উৎপন্ন হয়।

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত পাট ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়।

মানুষের জাতি

মানব সমাজকে পাঁচটি জাতিতে ভাগ করা হয়—ককেশিয়ান, মঙ্গোলিয়ান, নিগ্রো, মালয় ও আমেরিকান (রেড ইণ্ডিয়ান)।

ককেশিয়ান অথবা ইন্দো-ইউরোপীয়ান—ইউরোপের অধিবাসী, পারসিক, ইহুদী, আরব, হিন্দু, আফগান ও উত্তর আফ্রিকায় লোক।

মঙ্গোলিয়ান—চীন, জাপান, শ্যাম, ব্রহ্ম, তিব্বত, কোরিয়া ল্যাপল্যাণ্ড, ফিনলাণ্ডের অধিবাসী ও হাঙ্গেরীর ম্যাগিয়ার, তাতার, তুর্কী এবং রুষিয়ার কতক অধিবাসী।

নিগ্রো—সাহারার দক্ষিণে আফ্রিকার অধিবাসী। অষ্ট্রেলিয়া, তাসমেনিয়া ও মালয় দ্বীপের কত অধিবাসী।

আমেরিকান—রেড ইণ্ডিয়ান অর্থাৎ আমেরিকার আদিম অধিবাসী।

মঙ্গোলিয়ান	এসিয়া	জনসংখ্যা	৬৮০,০০০,০০০	কোটি
ককেশিয়ান	ইউরোপ ও এসিয়া	„	৭২৫,০০০,০০০	„
নিগ্রো	আফ্রিকা	„	২১০,০০০,০০০	„
সেমেটিক	আফ্রিকা ও এসিয়া	„	১০০,০০০,০০০	„
মালয়ান	প্রশান্ত সাগর দ্বীপপুঞ্জ	„	১০৪,৫০০,০০০	„
রেড ইণ্ডিয়ান	আমেরিকা	„	৩০,০০০,০০০	„

মানব সভ্যতার ধাপ

প্রস্তর যুগ—হাতিয়ার ও অস্ত্র হিসাবে পাথর ব্যবহৃত হইত। খৃষ্ট জন্মে· ৬ লক্ষ বৎসর পূর্ব্ব পর্যন্ত ইহার ইতিহাস পাওয়া যায়। খৃষ্ঠ জন্মের ১০ হাজা· বৎসর পূর্ব্বে পাথরের সাহায্যে তীর ও বল্লমের ফলা তৈরী হয়। খৃষ্ট জন্মে· ৬০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রথম আগুন ব্যবহৃত হয়।

বসতির যুগ—খৃষ্ট জন্মের দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রথম মানুষকে কৃষ এর পর হইতেই মানুষ দল বাঁধিয়া বসতি সুরু করে। পাশ্চাত্য সভ্যতা

প্রথম জন্ম হয় খৃষ্ঠ জন্মের ৬০০০ বৎসর পূর্ব্বে ইরাকে ও ৫০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রথম ফারাও মেনেসের অধীনে মিশরে।

ব্রোঞ্জের যুগ—মানুষের মধ্যে পরস্পর যাতায়াত স্বুরু হওয়ার পর প্রথম তামার ব্যবহার হয়। ব্রোঞ্জের হাতিয়ারপত্র আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাথর, কাঠ, শিং বা হাড়ের অস্ত্রের ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫০০০ হইতে ২০০০ বৎসরের মধ্যে এশিয়ার নিকট হইতে ইউরোপ ব্রোঞ্জের ব্যবহার শেখে।

লোহার যুগ—খৃষ্টপূর্ব্ব ৪০০০ বৎসর চীন, আসিরিয়া ও মিশরে লোহার অস্ত্র আবিষ্কৃত হয় ও ঢালাই ব্রোঞ্জের অস্ত্রের ব্যবহার কমিয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব্ব ২০০০ বৎসরে এই সব স্থাম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপ এবং ১০০০ হাজার হইতে ১০০ বৎসরের মধ্যে অবশিষ্ট ইউরোপ লোহার ব্যবহার শেখে। অনেকে মনে করেন যে ইউরোপ ব্রোঞ্জের ব্যবহার ভাল করিয়া শিখিবার আগেই এশিয়া লোহার ব্যবহার আরম্ভ করে।

পৃথিবীর আয়তন

	বর্গমাইল		বর্গমাইল
মোট আয়তন	১৯,৬৯,৫০,০০০	মেরু প্রদেশ	৬২,০৫,০০০
জল	১৩,৯৪,৪০,০০০	অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপপুঞ্জ	৪০,০০,০০০
স্থল	৫,৭৫,১০,০০০	ইউরোপ	৩৯,০০,০০০
এসিয়া	১,৭২,০০,০০০	উর্বর ভূমি	৩,৩০,০০,০০০
আফ্রিকা	১,১৫,০০,০০০	স্তেপ ভূমি	১,৯০,০০,০০০
উত্তর আমেরিকা	৮৫,০০,০০০	হ্রদ ও নদী	১০,০০,০০০
দক্ষিণ আমেরিকা	৭৫,০০,০০০	মরুভূমি	৫০,০০,০০০
দ্বীপ	১৯,১০,০০০		

পৃথিবীর রাজ্যসমূহ ও জনসংখ্যা

দেশ	জনসংখ্যা	দেশ	জনসংখ্যা
আবিসিনিয়া	৫৫,০০,০০০	আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশ	৫,৬৮,২১,০০০
মিশর	১,৫২,৮১,০০০	আফগানিস্থান	৬৩,৮০,০০০
আফ্রিকার অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশ	৩,৬৯,৭৪,৫৩৫	আরব	১,০০,০০,০০০
আফ্রিকার ইতালীয় উপনিবেশ	২৪,৫৬,২৫৪	এশিয়ার ব্রিটিশ উপনিবেশ	১,১৪,৬৯,০০০
মরক্কো	৮০.০০.০০০	চীন	৪৫,৩৮,১৫,২৫২
এশিয়ার ফরাসী উপনিবেশ	২,৪৪,৬৭,৬১৪	ইংলণ্ড	
ভারতবর্ষ	৩৫,৩৮,৩৭,৭৭৮	ফ্রান্স	৪,১৮,৩৪,৯২৬
ইরাক	৩০,০০,০০০	জার্মেনী	৬,৫৩,০৬,১৩০
ইরাণ (পারস্য)	১,৫০,৫৫,১১৫	হাঙ্গেরী	৬৬,২০,০০০
জাপান	৯,৭৬,৯৪,৬২৮	আয়র্লণ্ড	৩০,০০,০০০
কোরিয়া, ফর্মোসা	২,৬০,০০,০০০	ইতালী	৪,২৪,২৫,০০০
মাঞ্চুকুও	৩,৪২,৪৪,৯০৮	পোলাণ্ড	৩,৩২,২১,০০০
প্যালেষ্টাইন	১১,০০,০০০	পোর্টুগাল	৬৮,২৫,৮৮৩
রাশিয়া (এশিয়ার অন্তর্গত)	৫,৪০,০০,০০০	রুমানিয়া	১,৮৭,৯১,৬৪৫
শ্যাম	১০,২০,৫৫,০০০	স্পেন	২,৮৮,১৯,১৭৮
তিব্বত	৩০,০০,০০০	সুইজারল্যাণ্ড	৪১,৫২,০০০
তুরস্ক (এশিয়া অন্তর্গত)	১,২০,০০,০০০	তুরস্ক	১,৭৫,০০,০০০
		রাশিয়া	১৬,৮০,০০,০০০
		যুগোশ্লোভিয়া	১,৪২,৮০,০০০
		কানাডা	১,০৬,৮১,০০০

দেশ	জনসংখ্যা	দেশ	জনসংখ্যা
অষ্ট্রিয়া	৬৭,৫০,০৬২	মেক্সিকো	১,১৭,৮৪,০০০
বেলজিয়াম	৮২,৪৭,৯৫০	যুক্তরাষ্ট্র	১২,৬৫,৭৪,০০০
বুলগেরিয়া	৬০,৯০,২১৫	ফিলিপাইন	১,২৫,৯০,৩৬৯
জেকোশ্লোভাকিয়া	১,৪৭,৩০,০০০	আর্জেণ্টাইন	১,২০,৫৫,৪৬৯
ডেনমার্ক	৩৫,৬০,০০০	ব্রেজিল	৪,৫০,০০,০০০

পৃথিবীর প্রধান নগর

নগর	জনসংখ্যা	নগর	জনসংখ্যা
বার্সিলোনা	১১,৫০,০০০	কাইরো	১৩,০৭,০০০
বার্লিন	৪২,৫০,০০০	কলিকাতা	১৪,৮৫,৫৮২
ক্যাণ্টন	১২,২৩,০০০	মস্কো	৪০,০০,০০০
গ্লাসগো	১১,২৪,০০০	নিউইয়র্ক	৬৯,৩০,৪৪৬
লেলিনগ্রাড	৩১,৯১,৩০৪	নানকিং	১,০০,০০০
লণ্ডন	৮২,০৩,৯৪২	প্যারিস	২৭,৯৩,০০০
মাদ্রিদ	১০,০০,০০০	পিপিং	১৫,৬০,০০০
মাঞ্চেষ্টার	৭,৬৬,৬৩১	রোম	১২,০০,০০০
বুয়েনোস এয়ার্স	৩৬,৭০,০০০	সাংহাই	৩৪,১৮০০০
বার্মিংহাম	১২,০০,০০০	সিকাগো	৩৩,৭৬,৪৩৮
বোম্বাই	১১,৬১,৩৮৩	টোকিও	৬৮,৩০,৫২৩
ব্রুসেলস	১৩,০০,০০০	ভিয়ানা	১৯,২৪,২৬৯

সর্বোচ্চ পর্বত চূড়া

পৃথিবীর মধ্যে	এভারেষ্ট (২৯,০০২ ফিট)
ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ	বেন নেভিস (৪৪০৬ ফিট)

ইউরোপ	মণ্ট ব্লাঙ্ক (১৫,৭৮২ ফিট)
এশিয়া	এভারেষ্ট (২৯,০০২ ফিট)
আফ্রিকা	কিলিমাঞ্জারো (১৯,৭০০ ফিট)
উত্তর আমেরিকা	ম্যাককিনলি (২০,৪৬৪ ফিট)
দক্ষিণ আমেরিকা	অ্যাকোন্‌কোয়া (২৩,০৮১ ফিট)
অষ্ট্রেলিয়া	কোসকিওস্কো (৭,৩২৮ ফিট)
ওশেনিয়া	মৌনাকেয়া (১৩,৮২৫ ফিট)

পৃথিবীর ধর্ম

খৃষ্টান—	
রোমান ক্যাথলিক	৩৩,১৫,০০,০০০
গোঁড়া ক্যাথলিক	১৪,৪০,০০,০০০
প্রোটেষ্টাণ্ট	২০,৬৯,০০,০০০
হিন্দু	২৩,০১,৫০,০০০
বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বী	৫,০৮,৭০,০০০
ইহুদি	১,৬১,৪০,০০০
মুসলমান	২০,৯০,২০,০০০
বৌদ্ধ	১৫,০১,৮০,০০০
কনফুশিয়ান	৩৫,০৬,০০,০০০
শিণ্টোধর্ম্মাবলম্বী	২,৫০,০০,০০০
জড় উপাসক	১৩,৫৬,৫০,০০০

প্রধান সাম্রাজ্য

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	৩৭,৫০,০০০ বর্গমাইল
ফরাসী রাজ্য	৪৩,০৬,০০০ „
ব্রিটিশ সাম্রাজ্য	১,৪০,০০,০০০ „
ইউ এস, এস, আর	৮,১৭,৬০০০ „
ব্রেজিল	৩২,২০,০০০ „
চীন	৩০,০০,০০০ „

প্রধান নদী

ইউরোপ—

ভলগা— ২৪৫০ মাইল

ডানিয়ুব— ১৮২৪ „

ডন— ১১ ৯ „

রাইন— ৮০৫ „

এশিয়া—

আমুর— ৩০০০ „

ইয়াংসি— ৩,৪০০ „

ইনিসি— ৩,৩০০ „

হোয়াংহো— ২,৬০০ „

লেনা— ২,৮০০ „

সিন্ধু— ১৯৭৫ „

গঙ্গা— ১৬৮০ মাইল

ব্রহ্মপুত্র— ১৭৫০ „

অষ্ট্রেলিয়া—

মারে— ২৩১০ „

আমেরিকা—

মিশিপিসি-মিসোরী ৪৫০২ „

আমাজন— ৪০০০ „

আফ্রিকা—

নীল— ৪০০০ „

কঙ্গো— ৩,০০০ „

নাইজার— ২,৬০০ „

বিখ্যাত বাঁধ

নাম	তৈরী করার খরচ	কত জল ধরে	কয় বৎসর হইয়াছে
লয়েড বাঁধ (ভারতবর্ষ)	১৭২ লক্ষ টাকা	২৪২০ কোটি গ্যালন	৩
মেত্তুর বাঁধ (”)	৪৭৮ ”	৯৮৫০ ”	৬
আস্যুয়ান বাঁধ (মিশর)	৩৬৭ ”	৩৭৬০ ”	৪
নূতন ক্রোটন (আমেরিকা)	২১২ ”	৫১২ ”	১৪
সোনার বাঁধ (আফ্রিকা)	৩৪৭ ”	২২৫৬ ”	৭
কৃষ্ণরাজসাগর (মহীশূর)	২৫০ ”	৪৩৯৩· ”	১৬
নিজাম সাগর (হায়দ্রাবাদ)	৩৬৬ ”	২৫৫৫ ”	

সবচেয়ে লম্বা রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম্ম

শোনপুর—বি, এন, ডবলিউ, আর	২৪১৫ ফিট
খড়্গপুর—বি, এন, আর	৩৩৫০ ”
বুলাওএও—রোডেশিয়া রেলওয়ে	২২০২ ”
নূতন লক্ষ্মৌ ষ্টেশনে—ই, আই, আর	২২৫০ ”
মাঞ্চেষ্টার—এল, এম, এস, আর	২১৬৪ ”
বেজওয়াদা—এম, এস, এম আর	২১০০ ”
ঝান্সি—জি, আই, পি, আর	২০২৫ ”
কোত্রি—এন, ডবলিউ, আর	১৮৯৬ ”
মান্দালয়—বার্ম্মা রেলওয়ে	১৭৮৮ ”
বোর্ণমাউথ—ইংলণ্ড	১৭৪৮ ”

সবচেয়ে লম্বা ভারতীয় পুল

শোন ব্রিজ	১০,০৫২ ফিট	গোড়াই ব্রিজ	১,৭৪৪ ফিট
গোদাবরী ব্রিজ	৯,০৯৬ ”	সারা ব্রিজ	৫,৩৮০ ”
মহানদী ব্রিজ	৬,৯১২ ”	হাওড়া ব্রিজ	১,৫৩০ ”
		জুবিলি ব্রিজ	১,২১৩ ”

বিখ্যাত পুল

সিডনি হারবার ব্রিজ (অষ্ট্রেলিয়া)	৩,৭৭০ ফিট
বুলাওয়েও ব্রিজ (রোডেসিয়া, আফ্রিকা)	১০৮০ ”
ষ্টোরষ্টরম ব্রিজ (ডেনমার্ক)	২ মাইল
টে ব্রিজ (ইংলণ্ড)	১০,৫২৭ ফিট

ঝুলানো পুল—

সানফ্রান্সিস্কো-ওকল্যাণ্ড (যুক্তরাষ্ট্র)	৪৩,৬০০ ফিট

জর্জ্জ ওয়াশিংটন	„	৮২৪৩	„
সোণালী দ্বার	„	৮৯৪০	„

পৃথিবীর বড় রেলওয়ে পুল—

জাম্বেসী ব্রিজ (পূর্ব্ব আফ্রিকা)	১২,০৬৪	„
টে ব্রিজ (স্কটল্যাণ্ড)	১০,৫২৭	„
সোন (ভারতবর্ষ)	১০,০৫২	„
গোদাবরী (ঐ)	৯,০১৬	„
ফোর্থ (স্কটল্যাণ্ড)	৮,৩০৪	„
মহানদী (ভারতবর্ষ)	৬,৯১২	„
রাও স্যান্ডো (আর্জ্জেনটিনা)	৬,৭০৩	„

বড় জাহাজ

	টন		টন
কুইন এলিজাবেথ (ইং)	৮৫,০০০	রেক্স (ইতালী)	৫১,০৬২
নরম্যাণ্ডি (ফ্রান্স)	৮৩,৪২৩	কোঁৎ ডা সাভয় (ইতালি)	৪৮,৫০২
কুইন মেরী (ইং)	৮১,২৩৫	ইল দি ফ্রান্স (ফ্রান্স)	৪৩,৪৫০
ম্যাজেষ্টিক (ইং)	৫৬,৬২১	প্যারী (ফ্রান্স)	৩৪,৫৬৯
বারেনগারিয়া (ইং)	৫২,১০১	আগষ্টাস (ইতালী)	৩০,৪১৮
ব্রিমেন (জার্ম্মান)	৫১,৭৩১	রোমা (ইতালী)	৩০,৮১৬
ইউরোপা (জার্ম্মাণ)	৪৯,৭২৬		

প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়

পদুয়া (ইতালি)—	স্থাপিত	১২২৮ সাল	মস্কো (রাশিয়া)	স্থাপিত	১৭৫৫	সাল
পাভিয়া	„ „	৮২৫ „	কোপেনহেগেন	„	১৪৭৮	„
নেপ্‌ল্‌স্ (ইতালি)—	„	১২২৪ „	লীডেন (হল্যাণ্ড)	„	১৫৭৫	„

প্যারী (ফ্রান্স)—স্থাপিত	১১৪০ সাল	সেণ্ট অ্যাণ্ডুজ (স্কটলণ্ড)	„	১৪১১
প্রাগ (বোহেমিয়া) „	১৩৪৮ „	অক্সফোর্ড (ইংলণ্ড)	„	১৭২৬
হিডেলবার্গ (জার্ম্মাণী) „	১৩৮০ „	ক্যাম্ব্রিজ „	„	১২৫৮
আপসালা (সুইডেন) „	১৪৭৭ „			

পৃথিবীর সবচেয়ে বড়

গিরিশৃঙ্গ—এভারেষ্ট (২৯,০০২ ফিট উচ্চ)

লাইব্রেরী—জাতীয় গ্রন্থাগার (রুশিয়া)

মরুভূমি—সাহারা (আফ্রিকা)

উঁচু বাড়ী—সোভিয়েট প্রাসাদ (রুশিয়া, ১৩০০ ফিট)

প্রাসাদ—রোমের পোপের প্রাসাদ

জাহাজ—কুইন এলিজাবেথ (৮৫,০০০ টন)

নগর—লণ্ডন (৮,৭৪৭,১৪৩ জন লোক)

উঁচু গির্জ্জা—উল্‌ম্‌ ক্যাথিড্রাল (জার্ম্মাণী, ৫৩২ ফিট উচ্চ)

বড় গির্জা—সেণ্ট পিটার্স গির্জা (রোম)

হীরক—কুলিনান

মুক্তা—বেরেসফোর্ড হোপমুক্তা, (ওজন ১৮০০ গ্রাম)

বর্ষাসমাকুল স্থান—চেরাপুঞ্জি

বড় ও গভীর সমুদ্র—প্রশান্ত মহাসাগর

লম্বা বারান্দা—রামেশ্বরম্‌ মন্দিরের বারান্দা (দক্ষিণ ভারত, প্রায়, ৪ ফিট লম্বা)

রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম—শোনপুর

দূরবীক্ষণ—কালিফোর্নিয়ার পাসাডানায়

যাদুঘর—ব্রিটিশ মিউজিয়াম, লণ্ডন

লম্বানদী—মিসিসিপি-মিসোরী

চওড়া নদী—আমাজন

রেলওয়ে ষ্টেশন—নিউ ইয়র্ক, ৪৭ প্ল্যাটফর্ম্ম

গম্বুজ—গোল গম্বুজ, বিজাপুর (ব্যাস ১৪৪ ফিট)

দালান—মিশরের পিরামিড

রাজপ্রসাদ—মাদ্রিদ প্রাসাদ

শুষ্ক ডক—সাউদামটন, ইংলণ্ড

পরিষ্কার জলের হ্রদ—সুপিরিয়র হ্রদ

আগ্নেয়গিরি—মউনা লোয়া, হাওয়াই দ্বীপ, ১৩,৭৬০ ফিট উচ্চ, গহ্বরের মুখের ব্যাস ১২,৪০০ ফিট

বড় বাঁধ—লয়েড বাঁধ, ভারতবর্ষ

দেওয়াল—চীনের দেওয়াল, ১৫০০ মাইল লম্বা, খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪৪ সালে তৈরী হইয়াছিল

খাল—ষ্টালিনের শ্বেত-বাল্টিক সাগর খাল

সুড়ঙ্গ—সিম্পলন, সুইজারল্যাণ্ড (১২ মাইল ৪৫৮ গজ লম্বা)

যুদ্ধজাহাজ—এইচ, এম, এস, হুড (৪২ হাজার টন)

দ্বীপ—গ্রীণল্যাণ্ড (৮৪৬,৭৪০)

প্রতিমূর্ত্তি—Statue of Liberty (নিউইয়র্ক), ১৫১ ফিট উঁচু।

ঘণ্টা—মস্কোর ঘণ্টা, ১৭৩৩-এ তৈরী, উচ্চতা ২১ ফিট, ব্যাস ২১ ফিট, ওজন ২০০ টন

আয়তনে বড় মহাদেশ—এসিয়া

উপদ্বীপ—ভারতবর্ষ

জনাকীর্ণ দেশ—চীন

গ্রহ—বৃহস্পতি

পার্ক—ইয়োলোষ্টোন জাতীয় পার্ক, আমেরিকা ৩৩৫০ বর্গমাইল

আয়তনে বড় রাষ্ট্র—রাশিয়া
সৈন্যদল—রাশিয়ার লালফৌজ
বেলুন—দ্বিতীয় এক্সপ্লোরার, আমেরিকা
পুল—সানফ্রান্সিস্কো-ওকল্যাণ্ড পুল

সময়ের পার্থক্য

ভারতবর্ষে ষ্টাণ্ডার্ড বেলা ১২টার সময় নিম্নলিখিত স্থানে বেলা এইরূপ—

অ্যাডিলেড—বিকাল ৪টা
আমষ্টার্ডাম—সকাল ৬টা ৫০ মিঃ
এথেন্স—সকাল ৮টা ৩০ মিঃ
অকলাণ্ড—বিকাল ৬টা
বার্লিন—সকাল ৭টা ৩০ মিনিট
ব্রিন্দিসি—সকাল ৭টা ৩০ মিঃ
ব্রাসেলস—" ৬টা ৩০ মিঃ
বুখারেষ্ট—" ৮টা ৩০ মিঃ
জেরুজালেম—রাত্রি ৮টা ৩০ মিঃ
লেনিনগ্রাড—সকাল ৯টা ৩০ মিঃ
লণ্ডন—সকাল ৬টা ৩০ মিঃ
মাদ্রিদ—সকাল ৬টা ৩০ মিঃ
মাল্টা—সকাল ৭টা ৩০ মিঃ
মস্কো—রাত্রি ৯টা ৩০ মিঃ
নিউ ইয়র্ক—রাত্রি ১টা ৩০ মিঃ
অসলো—সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিঃ
বুয়েনস আয়ার্স রাত্রি ২টা ৩০ মিঃ
কাইরো—সকাল ৮টা ৩০ মিঃ
কলিকাতা—বেলা ১২টা ২৪ মিনিট
কেপটাউন—সকাল ৮টা ৩০ মিঃ
সিকাগো—রাত্রি ১২টা ৩০ মিঃ
ডাবলিন—সকাল ৬টা ৩০ মিঃ
হংকং—বেলা ২টা ৩০ মিঃ
ইস্তাম্বুল—রাত্রি ৮টা ৩০ মিঃ
অটোয়া—বেলা ১টা ৩০ মিঃ
প্যারিস—সকাল ৬টা ৩০ মিঃ
পিপিং—বেলা ২টা ৩০ মিঃ
রেঙ্গুন—বেলা ১টা
রোম—সকাল ৭টা ৩০ মিঃ
সিঙ্গাপুর—বেলা ১টা ৩০ মিঃ
টোকিও—বেলা ২টা ৩০ মিঃ
ওয়াশিংটন—রাত্রি ১টা ৩০ মিঃ

প্রধান আবিষ্কার ও প্রথম প্রচার

আবিষ্কর্ত্তা	আবিষ্কার	বৎসর
কোল্ট, আমেরিকা	রিভলবার	১৮৩৭
মোর্স "	টেলিগ্রাফ	১৮৩৫
বেল "	টেলিফোন	১৮৭৬
এডিসন "	গ্রামোফোন	১৮৭৬
এডিসন "	ইলেট্রিক ল্যাম্প	১৮৭৮
এডিসন "	সিনেমা যন্ত্র	১৮৭৩
রাইট ভ্রাতারা	এরোপ্লেন	১৯০৩
ওয়াট, ইংলণ্ড	ষ্টীম ইঞ্জিন	১৫৬৫
থিমোনিয়ের, ফ্রান্স	সেলাইয়ের কল	১৮৩০
দাগুয়ের ও নিপগে, ফ্রান্স	ফটোগ্রাফি	১৮৩৭
নোবেল, সুইডেন	ডিনামাইট	১৮৬৭
মার্কণি, ইতালি	বেতার যন্ত্র	১৮৯৫
ইষ্টম্যান, আমেরিকা	ফাটোফিল্ম	১৮৮৩
লুমিয়ের, ফ্রান্স	ছায়াচিত্র প্রজেক্টার	১৮৯৫
গুটেনবুর্গ, জার্মাণী	ধাতুনির্মিত ছাপার হরপ	১৪৫০
চীনদেশ	ছাপাখানা	৫৯৩
মাদাম কুরি, ফ্রান্স	রেডিয়াম	১৯০৩
বেয়ার্ড, ইংলণ্ড	টেলিভিসন	১৯২৬
ডীজেল, জার্মাণী	ডীজেল মোটর	১৮৯৩
ষ্টিফেনসন,	রেল ইঞ্জিন	১৮২৯
টরিসেলি, ইতালি	ব্যারোমিটার	১৬৪৩
রঞ্জেন, জার্মাণী	এক্স-রে	১৮৯৫

মর্গেনথেলার, আমেরিকা	লিনোটাইপ	১৮৮৫
লুই পাস্তুর, ফ্রান্স	জলাতঙ্ক প্রতিষেধক	১৮৮৫
লর্ড লিষ্টার, ইংলণ্ড	এণ্টিসেপ্টিক সার্জারী	১৮৬৭
কোশ, জার্মানী	কলেরার বীজাণু	১৮৮৪
লাভেরান, „	ম্যালেরিয়ার বীজাণু	১৮৮০
এবের্থ, „	টাইফয়েডের বীজাণু	১৮৮০
ডাঃ জেনার„	টীকা	১৮৯৬
বুনসেন „	গ্যাস বার্ণার	১৮৫০
ডেভি, ইংলণ্ড	খনিতে ব্যবহারের আলো	১৮১৫
ফার্ণহাইট, ফ্রান্স	থার্মোমিটার	১৭২১
গ্যালিলিও, ইতালি	দূরবীক্ষণ যন্ত্র	১৫৯৩
বেসেমার, ইংলণ্ড	ইস্পাত	১৮৫৮
সরিয়া, ফ্রান্স	দেশলাই	১৮৩১
ওয়াটারম্যান, আমেরিকা	ফাউণ্টেন পেন	১৮৬৪
আমেরিকার রেডিও কর্পোরেশন	বেতার প্রেরিত ছবি	১৯২৪
শোলস্	টাইপরাইটার	১৯৭৩
কাউণ্ট জেপেলিন, জার্ম্মেণী	জেপেলিন	১৯০৮
ফ্যারাডে, ইংলণ্ড	ডাইনামো	১৮৩১
ডেমলার বেন্‌জ, জার্ম্মানী	মোটরগাড়ী	১৯৮৪
জিলেট, আমেরিকা	সেফটি ক্ষুর	১৯০৪
সুইন্‌টন, ইংলণ্ড	মিলিটারী ট্যাঙ্ক	১৯১৪
গেটলিং (১৮৬১) লুইস (১৯১২)	মেসিন গান	
প্যাটারসন	হিসাবের রেজিষ্টার	১৮৮৫
লেনেক, ফ্রান্স	ষ্টেথোস্কোপ	১৮৯৯
স্নমেন্স, „	ইলেকট্রিক চুল্লী	১৬৬১

পৃথিবীর আশ্চর্য

প্রাচীন যুগের সপ্ত আশ্চর্য—

১। মিশরের পিরামিড, খৃষ্টপূর্ব্ব-৩৭০০ সালে নির্মিত।

২। মসোলাসের মসোলিয়াম।

৩। বাবিলনের ঝোলানো উদ্যান। ৩৫৫ ফিট উচ্চ ও ৮৫ ফিট চওড়া বাবিলনের দেওয়ালের উপর ঝুলানো।

৪। ওলিম্পিয়ার জুপিটারের মূর্ত্তি। ৪০ ফিট উচ্চ। খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৫০ সালে ফিডিয়াস নামক ভাস্কর নির্ম্মিত।

৫। ডায়েনার মন্দির। ৩২৬ সালে গোথেরা ধ্বংস করে।

৬। রোডস্ দ্বীপের বিরাট মূর্ত্তি। ১২০ ফিট উচ্চ। খৃষ্টপূর্ব্ব ২২৪ সালে এক ভূমিকম্পে পড়িয়া যায়।

৭। আলেকজান্দ্রিয়ার আলোকস্তম্ভ। মিশরের রাজা টলেমি সটার কর্ত্তৃক খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০০ সালে ফরোস দ্বীপে নির্ম্মিত। ৪০০ ফিট উচ্চ।

মধ্যযুগের আশ্চর্য—

১। রোমের কলোসিয়াম

২। আলেকজান্দ্রিয়ার ক্যাটাকম্ব

৩। চীনের দেওয়াল

৪। ইংলণ্ডের ষ্টোনহেঞ্জ

৫। পিসার হেলানো মিনার

৬। কনষ্টান্টিনোপলে সেণ্ট সোফিয়ার মসজিদ

৭। নানকিংএর চীনামাটির মিনার

বর্ত্তমান যুগের সপ্ত আশ্চর্য—

১। বেতার টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন

২। মোটর ও রেলওয়ে ইঞ্জিন

৩। এরোপ্লেন

৪। রেডিয়াম

৫। বেদনানাশক (Anesthetics) ও বিষের প্রতিষেধক (Antitoxins) আবিষ্কার

৬। স্পেক্ট্রাম বিশ্লেষণ

৭। এক্সরে ও আলট্রা-ভায়োলেট রে আবিষ্কার

বিখ্যাত হীরক

কুলিনান	৩১০৬$\frac{১}{২}$ ক্যারাট	ফ্লোরেণ্টাইন	১৩৩$\frac{৯}{১৬}$ ক্যারাট
জুবিলী	২৪৫ „	টিফানী	৯৬৯ „
অরলফ	১৯৪$\frac{৩}{৪}$ „	সাউথ আফ্রিকার তারকা	৫৩১$\frac{১}{২}$ „
ভিক্টোরিয়া	৪৫৭$\frac{১}{২}$ „	কোহিনুর	১০৬$\frac{১}{১৬}$ „
(এখন নিজামের)		গ্রেট মোগল	২৮৭$\frac{১}{২}$ „

বড় গ্রন্থাগার

জাতীয় গ্রন্থাগার (কিল, রাশিয়া)	৭,০৯৭,০০০ বই
লেনিন লাইব্রেরী (মস্কো)	৬,৬০০,০০০ „
জাতীয় পাব্লিক লাইব্রেরী (লেনিনগ্রাড)	৬,৪৯৯,০০০ „
কংগ্রেসের লাইব্রেরী (আমেরিকা)	৪,৯৯২,০০০ „
বিবলিওথিক ন্যাশনাল (প্যারী)	৪,৫০০,০০০ „
ব্রিটিশ মিউজিয়ম, (লণ্ডন)	৪,৪৫০,০০০ „
পাব্লিক লাইব্রেরী (নিউ ইয়র্ক)	৩,৮১৭,০০০ „
হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয় (আমেরিকা)	৩,৮০৩,০০০ „
প্রাসিয়ার ষ্টেট লাইব্রেরী (বার্লিন)	২,৬৯৮,০০০ „

বিখ্যাত ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি ধ্বংস

	তারিখ		তারিখ
পম্পিয়াই	৭৯	উত্তর ও মধ্য ইতালী	১৯১৫
লিসবন	১৫৩১ ও ১৭৫৫	জাপান	১৯২৩
নেয়াপলিটান	১৮৫৭	নেপিয়ার (নিউজিল্যাণ্ড)	১৯৩১

	তারিখ		তারিখ
ক্রাকাটোয়া	১৮৮৩	বিহার (ভারতবর্ষ)	১৯৩৪
মার্টিনিক্	১৯০২	কোয়েটা (ভারতবর্ষ)	১৯৩৫
স্যানফ্রানসিস্স্কো	১৯০৬	আনাটোলিয়া (তুর্কি)	১৯৩৯
মেসেনা	১৯০৮	রুমানিয়া	১৯৪০

কোন জন্তু কত দিন বাঁচে

প্রজাপতি	২ মাস	ইঁদুর	৩-৪ বৎসর
ভালুক	৫০ বৎসর	পেচা	৬ ৮ „
বিড়াল	১০-২৫ „	টিয়া	১০-১৫ „
মুরগী	১৫-২০ „	হরিণ	৮-১৫ „
সাপ	১০ „	ভেড়া	১০-১৫ „
কুকুর	১০-১৫ „	রাজহাঁস	২০-৫০ „
ঘুঘুপাখী	১৫-৩০ „	উঠ	৩৫ „
হাতী	১০০ „	ব্যাং	৫-১০ „
শৃগাল	১০-১২ „	বাঘ	১৫-২০ „
ছাগল	১২-১৫ „	নেকড়ে বাঘ	১০-১৫ „
ঘোড়া	১৫-৩৫ „	তিমি মাছ	৫০০ „
সিংহ	৪০ „	কুমীর	৩০০ „

কচ্ছপ ১৫০ বৎসর ও তার বেশী

সবচেয়ে বেশী বেতন

আমেরিকার সভাপতি	৭৫০০০ ডলার বা প্রায় ২৭৫০০০ টাকা বৎসর
জাপানের প্রধান মন্ত্রী	৮০০০ ইয়েন „ „ ৭৪৮৮ „ „
ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী	১০,০০০ পাউণ্ড „ ১৩০০০০ „ „

ইংলণ্ডের লর্ড চ্যান্সেলার	১০,০০০ পাউণ্ড ,,	১৩০০০০	,,
ভারতবর্ষের বড়লাট		২৫৬০০০ ,,	,,
জার্ম্মাণীর চ্যান্সেলার	৩৭,৮০০ মার্ক		

ভারতবর্ষের বড় মাহিনা

	বাৎসরিক টাকা
গভর্ণর জেনারেল	২,৫৬,০০০
প্রধান সেনাপতি	১,০০,০০০
ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতি ...	৮৪,০০০
ভারতীয় Executive Councilএর সভ্য ...	৮০,০০০
ফেডারেল কোর্টের জজদের	৬৬,০০০
কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ...	৭২,০০০
মাদ্রাজ, বোম্বাই, এলাহাবাদ, পাটনা, লাহোর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ...	৬০,০০০
নাগপুর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ...	৫০,০০০
হাইকোর্ট সমূহের জজ	৪৮,০০০
রেলওয়ের চিফ কমিশনার	৬০,০০০
মাদ্রাজ, বাংলা, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই প্রদেশের গভর্ণর	১,২০,০০০
পাঞ্জাব ও বিহারের গভর্ণর	১,০০,০০০
মধ্যপ্রদেশের গভর্ণর	৭২,০০০
আসাম, সীমান্ত প্রদেশ, উড়িষ্যা, ও সিন্ধুপ্রদেশের গভর্ণর	৬৬,০০০

কামানের সম্মান

	কামানের সংখ্যা
ভারতসম্রাট (নিজে উপস্থিত থাকিলে)	১০১
ঐ উপস্থিত না থাকিলে, (জন্ম, করোনেশন ইত্যাদি উপলক্ষে)	৩১

	কামানের সংখ্যা
গভর্ণর জেনারেল	৩১
ভারত-সম্রাট পরিবারের সভ্য	৩১
বৈদেশিক সম্রাট ও পরিবার (নেপালের মহারাজা সমেত)	২১
বৈদেশিক রাজপ্রতিনিধি (Ambassadors) ...	১৯
নেপালের প্রধানমন্ত্রী	১৯
ভুটানের মহারাজা	১৫
ভারতীয় প্রাদেশিক গভর্ণর	১৭
প্রথম শ্রেণীর রেসিডেণ্ট	১৩
দ্বিতীয় শ্রেণীর রেসিডেণ্ট	১৩
প্রধান সেনাপতি (যদি Field Marshal হন) ...	১৯
ঐ (যদি General হন) ...	১৭
পর্তুগীজ ভারতের গভর্ণর	১৯
ফরাসী-ভারতের গভর্ণর	১৭
ব্রিটিশ কলোনীর গভর্ণরগণ	১৭

মহাযুদ্ধের পঞ্জিকা

যুদ্ধ আরম্ভ	১লা আগষ্ট, ১৯১৪
যুদ্ধ বিরতি-সন্ধি স্বাক্ষরিত	১১ই নভেম্বর, ১৯১৮
যুদ্ধের কাল	৪ বৎসর ৩ মাস ১১ দিন
আমেরিকা যোগ দিল	৬ই এপ্রিল, ১৯১৭
শান্তিবৈঠক প্যারিসে বসিল	১৮ই জানুয়ারী, ১৯১৯
যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল	২৭টি দেশ

১১ই নভেম্বর ১৯১৮ পর্য্যন্ত মারা গিয়াছিল—৭৪,৫০,২০০ লোক

৩০শে এপ্রিল ১৯১৯ পর্য্যন্ত খরচ হইয়াছিল—১৮৬০০,০০,০০০ ডলার

যুদ্ধ হইয়াছিল—

জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী, তুরস্ক, বুলগেরিয়া	বনাম	আমেরিকা, গ্রেটব্রিটেন, কানাডা, ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফ্রান্স, রাশিয়া, বেলজিয়াম, সার্ব্বিয়া, মণ্টেনিগ্রো, জাপান ইতালি, রুমানিয়া, পর্টুগাল, গ্রীস।

সন্ধি হইয়াছিল—

জার্ম্মেণীর সঙ্গে	ভার্সাই সন্ধি	২৮শে জুন	১৯১৯
অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে	সেণ্ট-জার্ম্মেণ সন্ধি	১০ই সেপ্টেম্বর	১৯১৯
বুলগেরিয়ার সঙ্গে	নুইলি সন্ধি	২৭শে নবেম্বর	১৯১৯
হাঙ্গেরীর সঙ্গে	ত্রিয়ানন সন্ধি	৪ঠা জুন	১৯২০
তুরস্কের সঙ্গে	সেভার্স সন্ধি	১০ই আগষ্ট	১৯২০
রুষিয়ার সঙ্গে	ব্রষ্ট-লিটোভস্ক	৩রা মার্চ	১৯১৮

পৃথিবীর ভাষা

আরবী ভাষা	৪০,০০০,০০০ লোক	ইতালীয় ভাষা	৫০,০০০,০০০ লোক
বাংলা ,,	৫০,০০০,০০০ ,,	জাপানী ,,	৭০,০০০,০০০ ,,
চীনা ,,	৪০০,০০০,০০০ ,,	মারাঠী ,,	২৩,০০০,০০০ ,,
ইংরাজি ,,	২০০,০০০,০০০ ,,	রাশিয়ান ,,	১৩০,০০০,০০০ ,,
ফরাসী ,,	৭০,০০০,০০০ ,,	স্পেনীয় ,,	৭৫,০০০,০০০ ,,
জার্মাণ ,,	৮০,০০০,০০০ ,,	তামিল ,,	২১,০০০,০০০ ,,
তুর্কী ,,	২০,০০০,০০০ ,,	তেলেগু ,,	২৬,০০০,০০০ ,,
পর্ত্তুগীজ ,,	৫০,০০০,০০০ ,,	হিন্দুস্থানী ,,	৭২,০০০,০০০ ,,
ইতালীয় ,,	৫০,০০০,০০০		

বড় দ্বীপ

	বর্গমাইল		বর্গমাইল
গ্রীণল্যাণ্ড	৮৪৬,৭৪০	ম্যাডাগাসকার	২২৪,০০০
নিউগিনী	৩৩০,০০০	সুমাত্রা	১৬৩,৫৩৪
বোর্ণিও	২৮৪,৬৩০	গ্রেট ব্রিটেন	৮৮,৭৪৫
বেফিণল্যাণ্ড	২৩১,০০০	জাপান	৭৮,৫৫০
		সেলিবিস	৭৩,০০০

খাল

	মাইল লম্বা		মাইল লম্বা
বাল্টিক হোয়াইটসি ক্যানাল (রুষিয়া)	১৪১	পানামা (আমেরিকা)	৫০
গোটা (সুইডেন)	১১৫	ম্যানচেষ্টার (ইংলণ্ড)	৩৫
সুয়েজ (ইং)	১০০	এল্ব ও ট্রেভ (জার্মাণী)	৪১
কিয়েল (জার)	৬১		

সবচেয়ে উঁচু ও নীচু

উঁচু		নীচু	
বেলুন উঠতে পেরেছে	৭২,৩৯৫ ফিট	সাব্‌মেরিন সমুদ্রের নীচে নেমেছে	৩৮৬ ফিট
এরোপ্লেন „ „	৫৩,৯৩৭ ফিট	সবচেয়ে বেশী ফুট সমুদ্রের নীচে ডুবুরি নামা	৮১৫ ফিট
এভারেষ্টের উচ্চতা	২৯,০০২ ফিট	ব্যাথিস্পিয়ার সমুদ্রে নামা ½ মাইলের বেশী	

উঁচু		নীচু	
মাটির সাধারণ উচ্চতা	৬২৫ ফিট	সবচেয়ে গভীর খনি	৯,০০০ ফিট
		সবচেয়ে গভীর তৈলকূপ প্রায়	১৩,০০০ ,,
		সবচেয়ে গভীর সমুদ্র	৩৫,৪১০ ,,

উচ্চ বাড়ী

	ফিট		ফিট
সোভিয়েট প্রাসাদ (মস্কো)	১,৩০০	ক্রেন টাওয়ার (আমেরিকা)	৮৮০
এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং (আমেরিকা)	১,২৫০	উলওয়ার্থ বিল্ডিং (ঐ)	৭৯২
ক্রাইসলার বিল্ডিং (আমেরিকা)	১০৮৪	উলম ক্যাথিড্রাল (জার্ম্মাণী)	৫২৯
ইফেল টাওয়ার (ফ্রান্স)	৯৮৪	কোলোন ক্যাথিড্রাল (ঐ)	৫১২
ব্যাঙ্ক অফ মানহাটান (আমেরিকা)	৭২৭	পিরামিড (ইজিপ্ট)	৪৮১

ভৌগোলিক রেকর্ড

সবচেয়ে গভীর হ্রদ	বৈকাল (সাইবিরিয়া)
সবচেয়ে বড় হ্রদ	সুপিরিয়ার (৩১,২০০ বর্গমাইল)
লম্বা নদী	মিসিসিপি-মিসৌরী (আমেরিকা)
চওড়া নদী	আমাজন (আমেরিকা)
বড় মরুভূমি	সাহারা (আফ্রিকা)
উচ্চ মালভূমি	পামীর মালভূমি
সবচেয়ে বড় দ্বীপ	গ্রীণল্যাণ্ড (৪৩৮,০০০ বর্গমাইল)
জনতা বহুল দেশ	জাভা (প্রতি বর্গমাইলে ৮১৭ জন লোক)
সবচেয়ে গরম স্থান	উত্তর-পশ্চিম সাহারা, লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের নিকটবর্ত্তী স্থান; ভারতবর্ষের থর মরুভূমি

সবচেয়ে ঠাণ্ডা যায়গা	সাইবিরিয়ার ভেরখোয়ানেক ; এখানে তাপ ০ ডিগ্রি থেকে ৮৫ ডিগ্রি নীচে নামে।
সবচেয়ে বড় মহাদেশ	এশিয়া
সবচেয়ে বড় উপদ্বীপ	ভারতবর্ষ
উচ্চদেশ	তিব্বত
বড় মহাসমুদ্র	প্রশান্ত মহাসাগর
বৃষ্টি বহুল জায়গা	চেরাপুঞ্জী (আসাম)

রেলওয়ে রেকর্ড

একদম না থেমে দৌড় ···	Flying Scotsman (লণ্ডন থেকে এডিনবরা ৩৯২½ মাইল)
সবচেয়ে লম্বা ঘুরন্ত সিঁড়ি ··· (escarlator)	লণ্ডনের Leicester Square ষ্টেসনে ; ১৬২ ফিট লম্বা
সবচেয়ে ছোট রেল	পোপের ভাটিক্যান সহরে ; ⅙ মাইল
সবচেয়ে বড় Underground ষ্টেশন	বার্লিনে
সবচেয়ে দ্রুতগামী রেল	বাষ্পচালিত—ঘণ্টায় ৭৫.৩ মাইল (বেলজিয়াম) ডিজল এঞ্জিন—ঘণ্টায় ৮৩.১ মাইল (জার্ম্মাণী) ইলেট্রিক—ঘণ্টায় ৭২.৫ মাইল (রোম)
সবচেয়ে বড় প্লাটফর্ম্ম	সোনপুর, ভারতবর্ষ—২৪১৫ ফিট
সবচেয়ে বড় রেলওয়ে টানেল	সিমপ্লন (সুইজারল্যাণ্ড) ১২ মা, ৫৬০ গজ।
সবচেয়ে লম্বা রেল ব্রীজ	লোয়ার জাম্বেসী ব্রীজ (আফ্রিকা), ১২,০৬৪ ফিট

শৈল-নিবাস

	ফিট		ফিট
নৈনিতাল	৬,৪০০	শ্রীনগর	৫,২৫০
রাণীখেত	৫,৯৮০	গুলমার্গ	৮,৬৫৯
আলমোরা	৫,৫০০	সোনামার্গ	৮,৭৫০
মুসৌরী	৬,৬০০	পাহালগাম	৭,২০০
ল্যান্সডাউন	৬,০৬০	দার্জ্জিলিং	৭,১৬৮
সিমলা	৭,০৫৭	ঘুম	৭,৪০৪
কসৌলী	৬,২০০	কার্সিয়াং	৪,৮৬৪
ডালহাউসী	৭,৬৮৭	কালিম্পং	৪,০০০
মারী	৭,৭০০	শিলং	৪,৯৮৭
		উতকামণ্ড	৭,৪৯০

ইউরোপের প্রজাতন্ত্র

এস্থোনিয়া—আগে রাশিয়ার একটি প্রদেশ ছিল। ১৯১৭-তে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। ১৯৪০-এ রাশিয়ার সহিত পুনরায় মিলিত হইয়াছে।

লিথুয়ানিয়া—১৯১৮-তে রাশিয়ার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে। ১৯৪০-এ রাশিয়ার সহিত পুনরায় মিলিত হইয়াছে।

সোভিয়েট রাশিয়া—১৯১৭-তে সাম্যবাদী প্রজাতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়।

জার্মাণী—৯ই নবেম্বর ১৯১৮-তে কাইজার পলায়ন করেন ও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমানে হিটলারের অধীনে নাৎসী রাষ্ট্র।

পোলাণ্ড—৯ই নবেম্বর ১৯১৮-তে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৯৩৯-এ জার্ম্মাণী ও রাশিয়া পোলাণ্ডকে দুই ভাগ করিয়া দখল করিয়াছে।

অষ্ট্রিয়া—১২ই নবেম্বর ১৯১৮-তে প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। ১৯৩৯-এ জার্ম্মাণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

চেকোশ্লোভিয়া—১৪ই নবেম্বর ১৯১৮-তে প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। ১৯৩৯-এ জার্ম্মাণীর তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে।

লাটভিয়া—১৮ই নবেম্বর ১৯১৮-তে প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। ১৯৩৯-এ অন্তর্গত প্রদেশ ছিল। ১৯৪০-এ পুনরায় রাশিয়ার সহিত মিলিত হইয়াছে।

ফিনল্যাণ্ড—১৭ই জুলাই ১৯১৯-এ প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়।

তুরস্ক—২৯শে নবেম্বর ১৯২৩-এ প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়।

স্পেন—১৪ই এপ্রিল ১৯৩১-এ প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে।

ফ্রান্স—১৮৭৫-এ প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে।

বিখ্যাত ভারতবাসী

ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সভ্য

স্যার এম, ভবনাগরী
দাদাভাই নাওরোজী
সপুরজী সাকলাৎওয়ালা
লর্ড সিংহ (প্রথম)
লর্ড সিংহ (দ্বিতীয়)

রয়েল সোসাইটির সভ্য

এস, রামানুজম
স্যার জগদীশ বসু
ডাক্তার মেঘনাদ সাহা
স্যার সি, ভি, রমন
স্যার বীরবল সাহানী
ডাক্তার কে, এস, কৃষ্ণণ
ডাক্তার এইচ, জে, বাবা

প্রীভি কাউন্সিলের সভ্য

সৈয়দ আমীর আলি
স্যার বি, সি, মিত্র
স্যার সাদিলাল (১৯০৪)
আগা খাঁ (১৯৩৪)

ভি, এস, শ্রীনিবাসশাস্ত্রী (১৯২১) স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু (১৯৩৪)
লর্ড সিংহ (১৯২৬) স্যার আকবর হায়দরী (১৯৩৬)
স্যার ডি, এফ, মুল্লা (১৯৩০) এম, আর, জয়াকর (১৯৩৯)

ভারতীয় লর্ড

লর্ড সিংহ লর্ড অরুণ সিংহ

রাজ্যহীন রাজা

জার্ম্মেণীর কাইজার ২য় উইলিয়াম হাঙ্গেরীর চার্লস
বুলগেরিয়ার ফার্ডিনাণ্ড তুরস্কের ষষ্ঠ সুলতান মহম্মদ
মক্কার হোসেন পর্টুগালের দ্বিতীয় ম্যানুয়েল
মিশরের আব্বাস হিলমি শ্যামের প্রজাধিপক
আফগানিস্থানের আমানুল্লা ইংলণ্ডের অষ্টম এডোয়ার্ড
চীনের পু ই আবিসিনিয়ার হেল সেলাসি
রুমানিয়ার ক্যারল নরওয়েের হায়াকন
হল্যাণ্ডের উইলহেলমিনা আলাবনিয়ার জোগ

পরিবর্ত্তিত ভৌগলিক নাম

পুরাতন	নূতন	পুরাতন	নূতন
পিকিং	পিপিং	নিজ্নি নভগোরড	গর্কি
ক্রিশ্চিয়ানিয়া (নরওয়ে)	অস্লো	মাঞ্চুরিয়া	মাঞ্চুকুও
শ্যামদেশ	থাইল্যাণ্ড	আয়ারল্যাণ্ড	আয়ার
কনষ্টান্টিনোপল	ইস্তাম্বুল	পারশ্য	ইরাণ
কুইন্সটাউন (আয়ারল্যাণ্ড)	কোভ	ত্রিপোলী	লিবিয়া
মেসোপটেমিয়া	ইরাক	কোরিয়া	চোজেন

পুরাতন	নূতন	পুরাতন	নূতন
পেট্রোগ্রাড	লেনিনগ্রাড	ফরমোসা	তাইওয়ান
রাশিয়া	ইউনিয়ন অফ সোভিয়েট সোসালিষ্ট রিপাবলিক (U.S.S.R.)		

বর্তমান রাজা

আফগানিস্থান	আমির জাহির শা	ইতালী	তৃতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল
বেলজিয়াম	তৃতীয় লিওপোল্ড	জাপান	মিকাদো হিরিহিতো
বুলগেরিয়া	তৃতীয় বোরিস্	মরক্কো	সুলতান সিদি মহম্মদ
ডেনমার্ক	দশম ক্রিশ্চিয়ান	মাঞ্চুকুও	রাজা কাংতে
মিশর	রাজা ফারুক	নেপাল	মহারাজা বীর বিক্রম
ইংলণ্ড	রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জ	রুমানিয়া	রাজা মাইকেল
গ্রীস	দ্বিতীয় জর্জ্জ	শ্যাম	আনন্দ মহীদল
হেজাজ	আবদুল আজিজুল সৌদ	সুইডেন	রাজা পঞ্চম গুস্তাফ
ইরাণ	রেজা শাহ পাহলবী	ট্রান্সজর্ডান	আমীর আবদুল্লা
ইরাক	রাজা দ্বিতীয় ফৈজল	যুগোশ্লভিয়া	দ্বিতীয় পিটার

বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী

অষ্ট্রেলিয়া	জি আর মেঞ্জিস	মিশর	হাসান সাব্রি পাশা
বেলজিয়াম	পেরলট	সুইডেন	মিঃ হান্সন
গ্রীস	মেটেস্কাস্	তুরস্ক	এম সেডাম
কানাডা	ম্যাকেঞ্জি কিং	রাশিয়া	মঁসিয়ে মলোটভ
হাঙ্গেরী	বেলা ইমরেডি	নরওয়ে	মিঃ নিয়াগায়ার্ডসভোল্ট
রুমানিয়া	জেনারেল এণ্টোনোচ	দক্ষিণ আফ্রিকা	জেনারেল স্মাটস

ডেনমার্ক	থিয়োডোর ষ্টানিং	যুগোশ্লাভিয়া	ডাঃ ভ্লাটকো মাশেক
আয়ার	ডি ভ্যালেরা	ইরাণ	মহম্মদ ফরুঘী
জাপান	প্রিন্স কনোয়ে	ইংলণ্ড	উইনষ্টন চার্চ্চিল
নিউজিল্যাণ্ড	মিঃ স্যাভেজ	পর্টুগাল	এ সলেজার

বর্ত্তমান সভাপতি

আর্জেণ্টিনা	রবার্ট ওরিজ	মেক্সিকো	জেনারেল কার্ডেনাস
ব্রেজিল	ডাঃ ডর্নেলস	পেরু	অস্কার বেনাভিডেস
চীন	লিন সেন	পোর্টুগাল	এণ্টোনিও কারমোনা
চিলি	পেদ্রো আগুইর	সুইজারল্যাণ্ড	ফিলিপ এট্টের
আয়ারল্যাণ্ড	ডগলাস হাইড	তুরস্ক	ইসমেত ইনোনু
ফিনল্যাণ্ড	ক্যালিও	যুক্তরাষ্ট্র	ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট

বর্ত্তমান ডিক্টেটর

জার্ম্মেনী	হের হিটলার	ইতালি	বেনিতো মুসোলিনি
ফ্রান্স	মার্শাল পেতাঁ	স্পেন	জেনারেল ফ্রাঙ্কো
রাশিয়া	ষ্টালিন		

আমেরিকার গত ১১জন সভাপতি

গ্রোভার ক্লীভল্যাণ্ড	ডেমোক্রাটিক দল	উড্রো উইলসন	ডেমোক্রাটিক
বেঞ্জামিন হ্যারিসন	রিপাবলিকান	গামালিয়েল হার্ডিং	রিপাবলিকান
গ্রোভার ক্লীভল্যাণ্ড	ডেমোক্রাটিক	কেলভিন কুলিজ	"
উইলিয়াম ম্যাককিনলি	রিপাবলিকান	হার্বার্ট হুভার	"
থিওডোর রুজভেল্ট	"	ফ্রান্সলিন রুজভেল্ট	ডেমোক্রাটিক
উইলিয়াম টাফ্‌ট্	রিপাবলিকান	ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট	ঐ (৩য় বার)

১৮০১ হইতে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী

হেনরি এডিংটন	১৮০১	উইলিয়াম গ্লাডষ্টোন	১৮৬৮
উইলিয়াম পিট	১৮০৪	আর্ল বেকন্‌স্‌ফীল্ড (২য় বার)	১৮৭৪
লর্ড গ্রেনভিল	১৮০৬	উইলিয়াম গ্লাডষ্টোন	১৮৮০
ডিউক অফ পোর্টলাণ্ড	১৮০৭	মার্কুইস অফ সালিসবেরী	১৮৮৫
স্পেন্‌সার পার্সিভাল	১৮০৯	উইলিয়াম গ্ল্যাডষ্টোন	১৮৮৬
লর্ড লিভারপুল	১৮১২	মার্কুইস অফ সালিসবেরি	১৮৮৬
জর্জ্জ ক্যানিং	১৮২৭	উইলিয়াম গ্ল্যাডষ্টোন	১৮৯২
লর্ড গডরিচ	১৮২৭	আর্ল রোজবেরি	১৮৯৪
ডিউক অফ ওয়েলিংটন	১৮২৮	মার্কুইস অফ সালিসবেরি	১৮৯৫
আর্ল গ্রে	১৮৩০	আর্থার বালফোর	১৯০২
ভাইকাউণ্ট মেলবোর্ণ	১৮৩৪	সার হেনরি ক্যাম্বেল-ব্যানারম্যান	১৯০৫
সার রবার্ট পীল	১৮৩৪		
ভাইকাউণ্ট মেলবোর্ণ	১৮৩৫	হার্বার্ট এস্কুইথ	১৯০৮
সার রবার্ট পীল (২য় বার)	১৮৪১	হার্বার্ট এস্কুইথ	১৯১৫
লর্ড জন রাসেল	১৮৪৬	লয়েড জর্জ্জ	১৯১৬
আর্ল অফ ডার্বি	১৮৫২	অ্যাণ্ড্রু বোনার ল	১৯২২
আর্ল অফ আবারডিন	১৮৫২	ষ্টানলি বলডুইন	১৯২৩
লর্ড পামারষ্টন	১৮৫৫	রামজে ম্যাকডোনাল্ড	১৯২৪
আর্ল অফ ডার্বি (২য় বার)	১৮৫৮	ষ্টানলি বলডুইন	১৯২৪
লর্ড পামারষ্টন (২য় বার)	১৮৫৯	রামজে ম্যাকডোনাল্ড	১৯২৯
লর্ড রাসেল (২য় বার)	১৮৬৫	ষ্টানলি বলডুইন	১৯৩৫
আর্ল অফ ডার্বি (৩য় বার)	১৮৬৬	নেভিল চেম্বারলেন	১৯৩৭
বেঞ্জামিন ডিজ্‌রায়েলি	১৮৬৮	উইনষ্টন চার্চ্চিল	১৯৪০

রাজনৈতিক হত্যা

১৮৬৫—আব্রাহাম লিঙ্কন, যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি, ১৪ই এপ্রিল

১৮৭২—লর্ড মেয়ো, ভারতবর্ষের বড়লাট

১৮৭৬—আব্দুল আজিজ, তুরস্কের সুলতান

১৮৮১—জার আলেকজাণ্ডার, রাশিয়া ও জেম্‌স্ গারফীল্ড, সভাপতি যুক্তরাষ্ট্র

১৮৯৪—সভাপতি কার্ণো, ফ্রান্স

১৮৯৬—শাহ নজরউদ্দীন, পারস্য, ১লা মে

১৮৯৮—রাণী এলিজাবেথ, অষ্ট্রিয়া, ১০ সেপ্টেম্বর

১৯০০—রাজা হাম্বার্ট, ইতালি

১৯০১—সভাপতি ম্যাককিনলি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

১৯০৩—রাজা আলেকজান্দার ও রাণী দ্রাগা, সার্বিয়া

১৯০৫—গ্রাণ্ড ডিউক সারগিয়াস, রাশিয়া

১৯০৮—রাজা কার্লোস ও ক্রাউন প্রিন্স, পর্টুগাল

১৯০৯—প্রিন্স ইতো, জাপান

১৯১১—ষ্টোলিপিন, রাশিয়ার প্রধান-মন্ত্রী

১৯১৩—রাজা প্রথম জর্জ্জ, গ্রীস

১৯১৪—আর্চ-ডিউক ফ্রান্সিস ফার্ডিনাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, ২৮শে জুন

১৯১৮—জার নিকোলাস ও তাঁর পরিবারবর্গ, ১৬ই জুলাই

১৯১৮—সভাপতি পেস, পর্টুগাল

১৯১৯—সভাপতি আইসনার, ব্যাভেরিয়া ও আমীর হবিবুল্লা, আফগানিস্থান

১৯২১—দাতো, প্রধান মন্ত্রী, স্পেন

১৯২২—মাইকেল কলিন্স, আয়ার্লাণ্ড

১৯২৮—জেনারেল ওব্রেগন, ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, মেক্সিকো

১৯৩০—হামাগুচি, প্রধানমন্ত্রী, জাপান

১৯৩২—সভাপতি ডুমার, ফ্রান্স ; তাকেশি ইনুকাই, প্রধানমন্ত্রী, জাপান

১৯৩৩—আমীর ফৈজল, ইরাক; আয়ন ডুকা, রুমানিয়ার প্রধান মন্ত্রী; নাদিরশাহ, আফগানিস্থান

১৯৩৪—ডাঃ ডলফুস, অষ্ট্রিয়া; রাজা আলেকজাণ্ডার, যুগোশ্লোভিয়া; মঁসিয়ে বার্থু, ফরাসী বৈদেশিক মন্ত্রী; কর্ণেল পিয়েরাকি, পোলাণ্ডের মন্ত্রী

১৯৩৫—হুয়ে লং, যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর

১৯৩৬—তাকাহাসি, অর্থসচিব, ভাইকাউণ্ট সাইতো, এডামিরাল সুজুকি

১৯৩৭—জেনারেল বাকির সিড্‌কি, ইরাকের ডিক্টেটর

১৯৩৮—প্যারিসের জার্ম্মান দূত ফন রাথ

১৯৩৯—রুমানিয়ার প্রধান মন্ত্রী কালিনেস্কু

১৯৪০—রুষিয়ার বিখ্যাত কম্যুনিষ্ট নেতা লিয় ট্রট্‌স্কী

মেরু অভিযানের রেকর্ড

উত্তর মেরু	ডিগ্রি-মিনিট	দক্ষিণমেরু	ডিগ্রি-মিনিট
ই, কে কেন (১৮৫৪)…	৮০-৫৬	কুক (১৭৭৪)	৭১-১৫
ক্যাপ্টেন হল (১৮৭১)‥	৮২-১৬	ওয়েডেল (১৮২৩)	৭৪-১৫
ডিলং (১৮৭৯)…	৭৭-১৫	রস (১৮৪২)	৭৭-৪৯
লেঃ গ্রেলী (১৮৮২)…	৮৩-২৪	স্কট (১৯০২)	৮২-১৭
লেঃ পিয়ারী (১৮৯০)…	৮৩-৫০	স্যাকলটন (১৯০২)	৮৮-২৩
ন্যানসেন (১৮৯৫)…	৮৬-১৪	আমণ্ডসেন (১৯১১)	৯০ দক্ষিণমেরু
ডিউক অফ আব্রুজি (১৯০০)…	৮৬-৩৩	স্কট (১৯১২)	৯০ ঐ
লেঃ পিয়ারী (১৯০২)…	৮৪-১৭	বেয়ার্ড (১৯২৯)বিমানে	৯০ ঐ
লেঃ পিয়ারী (১৯০৬)…	৮৭-৭	ঐ (১৯৩৩-৩৪)	৯০ ঐ
লেঃ পিয়ারী (১৯০৯)	৯০ (উত্তরমেরু)		
আমণ্ডসেন এলসওয়ার্থ (১৯২৫)	৮৭-৪৪	এলিসওয়ার্থ (১৯৩৫) ঐ	৯০ ঐ
বেয়ার্ড (১৯২৬)	৯০ (উত্তরমেরু)		
আমণ্ডসেন-এলসওয়ার্থ নোবাইল (১৯২৬)	৯০ (উত্তরমেরু)		

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী

১। এডসেল ফোর্ড, আমেরিকা
২। হেনরি ফোর্ড "
৩। এডোয়ার্ড রথস্‌চাইল্ড, ফ্রান্স
৪। ডিউক অফ ওয়েষ্টমিনিষ্টার, ইংলণ্ড
৫। ভূতপূর্ব কাইজার উইলিয়াম,
৬। বরোদার গাইকোয়াড়
৭। সাইমন পেটিনো, বলিভিয়া
৮। লর্ড ইভিয়াগ, ইংলণ্ড
৯। আগা খাঁ, ভারতবর্ষ
১০। হায়দ্রাবাদের নিজাম
১১। ওয়েণ্ডেল, ফ্রান্স
১২। ছোট রকফেলার, আমেরিকা
১৩। লুই দ্রেফুস, ফ্রান্স
১৪। ফ্রিজ থাইসেন, জার্ম্মেনী
১৫। এন ইয়াংসাং, চীন
১৬। ফ্রাঙ্ক ষ্টিন লর্টি, কিউবা
১৭। ফ্রেডারিক ফ্লিক, জার্ম্মেনী

বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টের নাম

জাপান	ডিয়েট	হল্যাণ্ড	ষ্টেটস্ জেনারেল
আমেরিকা	কংগ্রেস	আয়ার্লাণ্ড	ডেল আটরিয়েন
ইংলণ্ড	পার্লামেণ্ট	যুগোশ্লাভিয়া	স্কুপট্‌চিনা
তুরস্ক	গ্রাণ্ড ন্যাশনেল এসেম্বলি	নরওয়ে	ষ্টর্টিং
জার্ম্মেণী	রিচষ্টাগ	সুইজারল্যাণ্ড	ফেডারেল এসেম্বলি
পোলাণ্ড	সেজ্‌ম্	ইতালি	সিনেট
পারস্য	মজলিস	স্পেন	কোর্টেস
ফ্রান্স	চেম্বার	ভারতবর্ষ	ফেডারেল এসেম্বলি
আইসলাণ্ড	অলথিং	ডেন্মার্ক	রিগসডাগ
মিশর	বার্লামান		

নোবেল পুরস্কার

আজীবন সাধনার দ্বারা মানবজাতির মঙ্গল ও উন্নতির জন্য যাঁহারা দুনিয়ার জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন সুইডেনের নোবেল কমিটি তাঁহাদের বার্ষিক ১,২০,০০০ টাকার যে পুরস্কার দিয়া সম্মানিত করেন তারই নাম নোবেল পুরস্কার। আলফ্রেড বার্ণার্ড নোবেল নামে একজন সুইডিশ ২,৭০,০০,০০০ টাকা একটি ট্রাষ্টের হাতে রাখিয়া যান। এই টাকার আয় হইতে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শান্তি—এই পাঁচটি বিষয়ে পুরস্কার দেওয়া হয়। নোবেল ডিনামাইটের আবিষ্কর্ত্তা।

১৯০১-এ প্রথম নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। নারীদের মধ্যে সেলমা লাগেরলফ ও মাদাম কুরী দুইবার এই পুরস্কার পাইয়াছেন। ভারতবর্ষে ১৯১৩-তে সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও ১৯৩০-এ পদার্থবিদ্যায় রামন নোবেল, পুরস্কার পাইয়াছেন। ১৯৪০ সালের জন্য কোন নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করা হয় নাই।

গত পাঁচ বৎসরে পদার্থবিদ্যায় পাইয়াছেন—

১৯৩৫ জেম্‌স্ শ্যাডউইক, ইংলণ্ড
১৯৩৬ প্রফেসর হেস, জার্ম্মেণী ও এণ্ডার্স‍ন, আমেরিকা
১৯৩৭ জি, পি, টমসন্, ইংলণ্ড ও সি, জে, ডেভিডসন্, আমেরিকা
১৯৩৮ এনরিকো ফের্ম্মি, ইতালি
১৯৩৯ ই, ও, লরেন্স, আমেরিকা

গত পাঁচ বৎসরে রসায়নে পাইয়াছেন—

১৯৩৫ অধ্যাপক ও মিসেস জোলিও, ফ্রান্স
১৯৩৬ অধ্যাপক দেবে, ডেন্মার্ক
১৯৩৭ অধ্যাপক হাওয়ার্থ, ইংলণ্ড ও অধ্যাপক পল কেরার, সুইজারলণ্ড

১৯৩৮ অধ্যাপক আর, খুন, জার্ম্মেণী

১৯৩৯ অধ্যাপক বুটেনার্ড, বার্লিন এবং অধ্যাপক রুজিকা, সুইজারল্যাণ্ড

গত পাঁচ বৎসরে চিকিৎসাবিজ্ঞানে পাইয়াছেন—

১৯৩৫ ডাঃ স্পেম্যান, জার্ম্মেণী

১৯৩৬ সার হেনরি ডেল, ইংলণ্ড ও প্রফেসর লোয়ে,

১৯৩৭ অধ্যাপক এলবার্ট ভন ঝেণ্টগিওনগ্যি, হাঙ্গেরী

১৯৩৮ অধ্যাপক সি, হেম্যান্‌স্‌, বেলজিয়াম

১৯৩৯ অধ্যাপক জেরার্ড ডোমাগ, জার্ম্মেণী

সাহিত্যে পাইয়াছেন—

১৯০১ সুলি প্রুধোম, ফ্রান্স

১৯০২ থিওডোর মোমসেন, জার্ম্মেণী

১৯০৩ ব্যোর্ণসেন, নরওয়ে

১৯০৪ ফ্রেডারিক মিস্ত্রাল, ফ্রান্স
ও জোসে একেগারে, স্পেন

১৯০৫ হেনরিক সিঙ্কিভিচ, ইতালি

১৯০৬ জিওসে কারডুইচি, ইতালি

১৯০৭ রাডিয়ার্ড কিপলিং, ইংলণ্ড

১৯০৮ রুডল্‌ফ্‌ অয়কেন, জার্ম্মেণী

১৯০৯ সেল্‌মা লাগেরলফ, সুইডেন

১৯১০ পল হেস, জার্ম্মেণী

১৯১১ মরিস মেটারলিঙ্ক, বেলজিয়ম

১৯১২ জেরহার্ড হপ্টমান, জার্ম্মেণী

১৯১৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতবর্ষ

১৯১৪ কেহ পান নাই

১৯১৫ রোমাঁ রলাঁ, ফ্রান্স

১৯১৬ ভার্ণার হিডেনষ্টাম, সুইডেন

১৯১৭ কার্ল গ্যেলরূপ ও মঁসিয়ে
পনটোপিডান, ডেন্মার্ক

১৯১৯ কার্ল স্পিটলার, সুইজারল্যাণ্ড

১৯২০ নুট হামসুন, নরওয়ে

১৯২১ আনাতোল ফ্রাঁস, ফ্রান্স

১৯২২ জেসিন্তো বেনাভেন্তে, স্পেন

১৯২৩ ডব্লু, বি ইয়েটস

১৯২৪ লাডিসলাস রেমণ্ট, পোলাণ্ড

১৯২৫ বার্ণার্ড শ, ইংলণ্ড

১৯২৬ গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা, ইতালি

১৯২৭ হেনরি বাগসঁ, ফ্রান্স

১৯২৮ সিগ্রিড উণ্ডসেট, নরওয়ে
১৯২৯ টমাস ম্যান, জার্ম্মাণী
১৯৩০ সিনক্লেয়ার লুইস, আমেরিকা
১৯৩১ এরিক কার্লফেল্ড, সুইডেন
১৯৩২ জন গলসোয়ার্দ্দি, ইংলণ্ড
১৯৩৩ আইভান বুনিন, রাশিয়া
১৯৩৪ লুইগি পিরাণ্ডেলো, ইতালি
১৯৩৫ কেহ পান নাই
১৯৩৬ ইউজেন ও নিল, আমেরিকা
১৯৩৭ রজার মার্টিন ডুগার্ড, ফ্রান্স
১৯৩৮ পার্ল বাক, আমেরিকা
১৯৩৯ এমিল শিলানপা, ফিনল্যাণ্ড

গত পাঁচ বৎসরে শান্তিপুরস্কার পাইয়াছেন—

১৯৩৫ কার্ল ফন ওসিটস্কী, জার্ম্মেণী
১৯৩৬ কার্লো লামাস, আর্জ্জেনটাইন
১৯৩৭ লর্ড সেসিল, ইংলণ্ড
১৯৩৮ জেনেভার নানসেন আন্তর্জ্জাতিক আশ্রয়প্রার্থী আফিস

ভারতবাসীর আয়

ভারতবাসীর গড়ে বাৎসরিক আয় নিম্নলিখিত অর্থনীতিবিদদের হিসাবে এইরূপ।—

	জন প্রতি বার্ষিক
দাদাভাই নৌরজী (১৮৭০)	২০ টাকা
সার ডেভিড বারবুর (১৮৮২)	২৭ টাকা
ডিগবি (১৮৯৮)	১৮ টাকা ৯ আনা
অ্যাটকিন্সন (১৮৭৫)	২৫ „
লর্ড কার্জ্জন (১৯০০)	৩০ „
ডিগবি (১৯০০)	১৭ টাকা ৪ আনা
ওয়াদিয়া ও যোশী (১৯১৩)	৪৪ „ ৫ „ ৬ পাই
শা ও খাম্বাটা (১৯২১)	৬৭ „ ৬ „

ফিগুলে শিরাস (১৯২১) ১০৭ „

„ „ (১৯২২) ১১৬ „

কাগজের মাপ

ফুলস্কাপ	১৭ × ১৩½ ইঞ্চি	ক্রাউন	২০ × ১৫ ইঞ্চি
ডিমাই	২২½ × ১৮ ”	মেডিয়াম	২৩ × ১৮ ”
রয়াল	২৫ × ২০ ”	সুপার রয়াল	২২ × ১৮ ”

ভারতের সামরিক ব্যয়

(জল, স্থল ও ব্যোম তিন প্রকার সৈন্যের খরচ)

	কোটি টাকা		কোটি টাকা
১৯২১-২২	৬৮	১৯৩৬-৩৭	৪৫'৪৫
১৯২২-২৩	৬৩'৫	১৯৩৭-৩৮	৪৭'২১
১৯২৩-২৪	৫৫	১৯৩৮ ৩৯	৪৬'১৮
১৯৩৩-৩৪	৪৪'৪২	১৯৩৯-৪০	৪৯'২৯
১৯৩৪-৩৫	৪৪'৩৪	১৯৪০-৪১	৭২'০২
১৯৩৫-৩৬	৪৪'৯৮	১৯৪১-৪২ (অনুমান)	৮৪'১৩

বিভিন্ন দেশের সামরিক ব্যয়

ইংলণ্ড	রাজস্বের শতকরা ১৪ ভাগ	জাপান	রাজস্বের শতকরা ১০½ ভাগ
ফ্রান্স	„ „ ১০ „	জার্ম্মাণী	„ „ ৫ „
ইতালি	„ „ ১০ „	ভারতবর্ষ (কেন্দ্রীয়)	৪২ „

কয়েকটি রাজনৈতিক কথার অর্থ

Amnesty—নূতন রাজার সিংহাসন আরোহন, রাজার জুবিলী অথবা গবর্ণমেণ্টের নীতিগত কোন পরিবর্ত্তনের সময় ফৌজদারীতে দণ্ডিত অপরাধীদের যে মুক্তি দেওয়া হয় তার নাম।

Autocracy—কোন এক ব্যক্তি, সে রাজাই হউক বা সভাপতিই হউক, যেখানে সম্পূর্ণরূপে নিজের ইচ্ছা অনুসারে রাজ্য চালায় সেই প্রথার নাম।

Bi-cameral System—যে রাজ্যের ব্যবস্থাপরিষদে দুইটি কক্ষ থাকে, নিম্নপরিষদ ও উচ্চপরিষদ, এবং যেখানে আইন তৈরি করিতে গেলে উভয় কক্ষের সম্মতি প্রয়োজন, সেই দেশের ব্যবস্থাপরিষদ প্রথার নাম।

Bloc—কোন একটি নীতি লইয়া ব্যবস্থাপরিষদের ভিতরে অথবা বাহিরে যে রাজনৈতিক দল গঠিত হয় তার নাম।

Bolshevism—যারা ধনী, যাদের সব কিছু আছে এবং যারা গরীব, যাদের কোন কিছুই নাই—এই দুইদলের মধ্যে চিরবিরোধ যারা স্বীকার করে, শ্রেণী-সংগ্রামের দ্বারা ধনিকশ্রেণীকে উৎপাটিত করিয়া বিত্তহীন দরিদ্রের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আনিয়া এক শ্রেণীহীন সমাজ সৃষ্টি করা যাদের কল্পনা তাদের মূলনীতির নাম।

Bureaucracy—যে পদ্ধতি অনুসারে কতকগুলি বেতনভোগী কর্ম্মচারী দ্বারা ও তাদের পরামর্শে দেশ শাসিত হয় তার নাম।

Caucus—কাজ চালাইবার জন্য নির্ব্বাচন উপলক্ষে অথবা অন্য রাজনৈতিক কারণে কোন কোন দল নিজেদের ভিতর যে ছোট উপদলের সৃষ্টি করে তার নাম।

Civil Disobedience—বল প্রয়োগ না করিয়া সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করার যে নীতি তার নাম।

Contraband—যুদ্ধের সময় নিরপেক্ষদেশ হইতে যুদ্ধমান দেশে যে সমর উপকরণ যায়, সমুদ্রের মধ্যে অথবা শত্রুর দেশে যে জিনিষ যুদ্ধের আইন অনুসারে বলপূর্ব্বক বাজেয়াপ্ত করা চলে তার নাম।

Conscription—জল অথবা স্থল সৈন্যদলে যোগদান করিতে বাধ্য করার নাম।

Embargo—কোন জাহাজকে বন্দর ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া যে সরকারী আদেশ জারী হয় তার নাম।

Federalism—প্রদেশ অথবা অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলিকে ঘরোয়া ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়া কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে বৈদেশিক নীতি, দেশরক্ষা, মুদ্রানীতি, রেলওয়ে প্রভৃতি সাধারণ বিষয়গুলি রাখিয়া যে রাষ্ট্রনীতি প্রবর্ত্তিত হয় তার নাম।

Protocol—দুইটি দেশের মধ্যে একটি খসড়া সন্ধিপত্র তৈরি করিয়া সেই সন্ধি অনুসারে মোটামুটি কাজ আরম্ভ করিয়া যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় তার নাম।

Pourparler—কতকগুলি রাজনৈতিক দল মিলিয়া একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে আসিবার পূর্ব্বে বিভিন্ন দলের মধ্যে যে ঘরোয়া আলাপ আলোচনা হয় তার নাম।

Blue Book—গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে সমস্ত বই প্রকাশিত হয় তাহাকে Blue Book বলে। এই সব বইয়ের প্রচ্ছদপট সাধারণতঃ নিল রংএর।

Communism—বিপ্লববাদী সমাজতন্ত্র। এই সমাজতন্ত্র আস্তে আস্তে, ক্রমে ক্রমে দেশের উন্নতির সম্পূর্ণ বিরোধী। বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া দেশের রাজনৈতিক উন্নতি করাই Communismএর উদ্দেশ্য। বিখ্যাত সমাজতন্ত্রী Carl Marx এই মতবাদের প্রচারক। রুশীয়ার লেলিন ষ্ট্যালিন ও এই মতবাদ অনুসারে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করিয়াছেন। এই নীতিবাদ জনসাধারণের (Proletariat) কর্ত্তৃত্ব (Dictatorship) স্বীকার করে, এবং শেষে Stateএর হস্তে সমস্ত জিনিষ সমর্পণ করিতে হইবে—ইহাই Communismএর মূলমন্ত্র।

Neutrality—যখন দুইটি কিম্বা তার চেয়ে বেশী দেশের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন যদি কোন দেশ নিরপেক্ষ থাকে তবে ইহাকে Neutrality বলা হয়।

Totalitarian—Dictator কর্ত্তৃক শাসন। প্রত্যেক জনসাধারণের জীবনের উপর—রাজনৈতিক কিম্বা Private—সব বিষয়ে আধিপত্য স্থাপন, এই নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য।

Camouflage—বৈজ্ঞানিক কিম্বা অন্য কোন উপায়ে যুদ্ধের সরঞ্জামকে লুকাইয়া রাখা নাম Camouflage. এই উপায়ে কামান, বাড়ী, জাহাজ ইত্যাদি যাহাতে শত্রুর দৃষ্টিপথে পতিত না হয় তাহার জন্য অদ্ভুত উপায় অবিলম্বিত হয়।

Fuehrer—জার্ম্মাণ শব্দ, মানে দেশনেতা। হের হিট্‌লারকে এই উপাধি দেওয়া হইয়াছে।

Rome-Berlin-Tokyo Axis—জার্ম্মান ইটালী ও জাপানের মধ্যে পশ্চিম প্রজাতন্ত্রবাদী দেশসমূহের বিরুদ্ধে যে রাজনৈতিক সন্ধি হইয়াছে তাহাকে Rome-Berlin-Tokyo Axis বলে। ১৯৩৬ সাল হইতে এই সন্ধি আরম্ভ হয়।

Democracy—প্রজাতন্ত্র অর্থাৎ যে নীতি অনুসারে জনগণ নিজেরা নিজেদের জন্য নিজের দেশের শাসনকার্য্য চালায় তার নাম।

Extradition—একদেশের পলাতক অপরাধীকে অপর দেশ হইতে আইন অনুসারে পুলিশের সাহায্যে বাহির করিয়া আনার নাম।

Whip—রাজনৈতিক দলের সদস্যদের ভোটদানের সময় একত্র করার ভার যাঁহার উপর থাকে তাঁর নাম।

Self-determination—দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন, গবর্ণমেণ্টের রূপ নির্ণয় ও রাজনৈতিক ভাগ্য ঠিক করার অধিকারের নাম।

Nationalisation—যে সব শিল্প ও বাণিজ্য ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে ব্যক্তিগত বা কোম্পানীর সাহায্যে পরিচালিত হয় সেগুলিকে ক্ষতি পূরণ দিয়া কিনিয়া লইয়া বা বিনা ক্ষতিপূরণে জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া দেশের সম্পত্তিরূপে রাষ্ট্র কর্ত্তৃক পরিচালনা করার নাম।

Sabotage—ধর্ম্মঘট বা অন্য গোলমালের সময় শ্রমিক কর্তৃক কারখানার সম্পত্তি ইচ্ছা করিয়া নষ্ট করার নাম।

Sanctions—জাতিসঙ্ঘের নির্দ্দেশে এক বা ততোধিক দেশকে বয়কট করিয়া তাহার সহিত বাণিজ্য বন্ধ করা ও তাহাকে টাকা ধার না দেওয়ার নাম economic Sanctions। তাহার বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান করার নাম military Sanctions।

Socialism—যে নীতির বলে ভূমি বা অন্য কোনরূপ উৎপাদনের পথ ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে কাহারও হাতে থাকিতে না দিয়া রাষ্ট্রের হাতে নিয়া আসা হয় তার নাম।

Soviet—রুশীয় ভাষায় সমিতির নাম।

Reparations—যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের নাম।

White paper—যে পত্রে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তার কোন বিভাগ বা দেশ সম্বন্ধে কোন নীতি ঘোষণা তার নাম।

Fascism—ব্যক্তিগত সম্পত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ধনী ও দরিদ্র যাহাতে কেহ কাহারও উপর অত্যাচার করিতে না পারে তার ব্যবস্থা যে নীতি অনুসারে পরিচালিত হয় তার নাম।

Referendum—কোন আইনের খসড়া সম্বন্ধে ব্যবস্থাপরিষদের সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলিয়া না মানিয়া সমগ্র দেশের ভোট ঐ সম্বন্ধে লওয়ার নাম।

Coup-de-Etat—বলপূর্ব্বক গভর্ণমেণ্ট দখল করার নাম।

Public Utilities—বিজলী বাতি, গ্যাস, টেলিফোন, জলের কল, ট্রাম প্রভৃতি যে সব জিনিষ জনসাধারণের উপকারে লাগে তার নাম।

Moratorium—একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাওনাদার খাতকের নিকট হইতে ঋণের টাকা আদায় করিতে পারিবে না বলিয়া গবর্ণমেণ্ট যে নীতি ঘোষণা করেতার নাম।

Plebiscite—কোন একটা বিশেষ নীতি সম্পর্কে সমগ্র জনসাধারণের ভোট গ্রহণ করার নাম।

Writ of Habeas Corpus—কোন ব্যক্তিকে কেহ অন্যায় ভাবে আটক করিয়া রাখিয়াছে হাইকোর্টের জজের মনে এই প্রকার সন্দেহের উদয় হইলে তিনি আটক ব্যক্তির পক্ষে মোটামুটি আবেদন শুনিয়া সেই ব্যক্তিকে আদালতে তাঁহার নিকট হাজির করিবার জন্য যে আদেশ দেন তার নাম।

Prohibition—সরকারী আদেশে ঔষধরূপে ব্যবহার ছাড়া মাদকদ্রব্যের অন্য সব ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেওয়ার নাম।

Tariff—আমদানী বা রপ্তানী মালের উপর শুল্ক বসাইবার হারের নাম।

Veto—ব্যবস্থাপরিষদ কর্ত্তৃক গৃহীত আইনের খসড়াকে গবর্ণর বা বড়লাট বা রাজা বা সভাপতি কর্ত্তৃক বাতিল করিয়া দেওয়ার নাম।

ভারতবাসীর গড়পড়তা উচ্চতা ও ওজন

উচ্চতা	ওজন	উচ্চতা	ওজন
৫ ফিট	১০০ পাউণ্ড	৫ ফিট ৫ ইঞ্চি	১১৫ পাউণ্ড
৫ ,, ১ ইঞ্চি	১০৩ ,,	৫ ,, ৬ ,,	১১৮ ,,
৫ ,, ২ ,,	১০৬ ,,	৫ ,, ৭ ,,	১২১ ,,
৫ ,, ৩ ,,	১০৯ ,,	৫ ,, ৮ ,,	১২৪ ,,
৪ ,, ৪ ,,	১১২ ,,	৫ ,, ৯ ,,	১২৭ ,,

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রসংখ্যা

	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	ছাত্র
১৯৩০—৩১	২৬২,০৬৮	১,২৬,৮৯,০৮৬
১৯৩১—৩২	২৫৬,৭৯২	১,২৭,৬৬,৫৩৭
১৯৩২—৩৩	২৫৫,৩৪৮	১,২৮,৫৩,৫৩২
১৯৩৩—৩৪	২৫৬,৭২৪	১,[illegible]১,৭২,৮৯০
১৯৩৪—৩৫	২৫৬,২৬১	১,৩৫,০৬,৮৬৯
১৯৩৫—৩৬	২৫৪,২১১	১,৩৮,১৬,১৪৯
১৯৩৬—৩৭	২৫৫,৭০৯	১,৪১,৪৬,০৬৮

শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষের ব্যয়

১৯৩২—৩৩	২৫,৭৮,৭৫,৮৬৮ টাকা	১৯৩৫—৩৬	২৫,৭১,০৬,৪৭০ টাকা
১৯৩৩—৩৪	২৬,১৭,৬৫,১৮৬ ”	১৯৩৬—৩৭	২৬,৪০,১৭,৮৬৪ ”
১৯৩৪—৩৫	২৬,৫২,১১,৪২০ ”	১৯৩৭—৩৮	২৬,৯৬,২২,৪৮২ ”

রেলওয়ে

রেলওয়ে বোর্ড ঃ—রেলওয়ে বোর্ডের মারফৎ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের সমস্ত রেলওয়ের উপর কর্তৃত্ব করেন। ১০৯৫-এর পর রেলওয়ে সমূহকে পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগের হাত হইতে সরাইয়া দুইজন সদস্য ও একজন চেয়ারম্যান লইয়া গঠিত রেলওয়ে বোর্ড গঠন করিয়া শিল্প ও বাণিজ্য

বিভাগের হাতে দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থাও অসন্তোষজনক হওয়াতে বোর্ডকে ঐ বিভাগ হইতেও স্বতন্ত্র করিয়া একটি রেলওয়ে বিভাগ খুলিয়া তাহার সভাপতিকে বড়লাটের সহিত সোজাসুজি দেখা করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। রেলওয়ে সমূহের প্রধান হিসাব পরীক্ষক ও প্রধান ইঞ্জিনীয়ারকে বোর্ডের উপদেশকরূপে নিযুক্ত করা হয়। ১৯২৪-এর ১লা এপ্রিল একওয়ার্থ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে বোর্ডের সভাপতিকে রেলওয়েসমূহের প্রধান কমিশনার আখ্যা দেওয়া হয় ও অর্থ কমিশনারের পদ সৃষ্টি করা হয়। ইহাই বর্ত্তমান রেলওয়ে বোর্ড। ১৯২৪-এ রেলওয়ে বাজেট ভারত সরকারের সাধারণ বাজেট হইতে আলাদা করিয়া দেওয়া হয়। রেলওয়ের নীতি নির্দ্ধারণ ও আর্থিক ব্যবস্থা রেলওয়ে বোর্ড করে। প্রয়োজনানুসারে বোর্ডের অধীনে ৪।৫ জন বা তারও বেশী সংখ্যক ডিরেক্টর, বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি নিযুক্ত করা হয়।

সরকারী রেলওয়েগুলি এজেণ্টের কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত হয়। অপরগুলিতেও অবশ্য কিছুটা সরকারী কর্ত্তৃত্ব থাকে। বোর্ডের অধীনে কয়েকজন সরকারী ইন্সপেক্টর থাকে। ইহাঁদের কর্ত্তব্য কতকটা বিলাতের যানবাহন বিভাগের ইন্সপেক্টরদের কার্য্যের অনুরূপ। প্রয়োজনানুসারে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট-গুলিকে রেলওয়ে ব্যাপারে উপদেশ দেওয়াও ইহাঁদের কর্ত্তব্য।

ফেডারেল রেলওয়ে অথরিটি :—১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন অনুসারে রেলওয়ে সমূহের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব ফেডারেল রেলওয়ে অথরিটির হাতে আসিবে। প্রয়োজন হইলে রেলওয়ে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য যান-বাহনের উপরও বোর্ডের কর্ত্তৃত্ব থাকিবে।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও জনসাধারণের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ব্যবসায়ী নীতিতে বোর্ড পরিচালিত হইবে। রেলওয়ের মাশুল সম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন্য বা মাশুল সম্বন্ধে বিরোধ নিষ্পত্তি করিবার জন্য বড়লাট ইচ্ছা করিলে রেলওয়ে মাশুল কমিটি গঠন করিতে পারিবেন।

বোর্ডের সভাপতি ও সাতজনের তিনজন সদস্য বড়লাট নিযুক্ত করিবেন। ফেডারেল বোর্ডের হাতে একটি 'রেলওয়ে ফাণ্ড' থাকিবে, রেলওয়ের উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ এই ফাণ্ডে জমা হইবে ও সময় ব্যয় ইহা হইতে লওয়া হইবে। অন্যায় প্রতিযোগিতা অথবা অন্যায় সুবিধাদান প্রভৃতি বিষয়ে নালিশ নিষ্পত্তির জন্য একটি রেলওয়ে ট্রিবিউনাল গঠন করা হইবে। একজন সভাপতি এবং রেলওয়ে, বাণিজ্য প্রভৃতিতে অভিজ্ঞ আটজনের তালিকা হইতে দুইজন সদস্য লইয়া এই ট্রিবিউনাল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইবে। ট্রিবিউনালের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইনের প্রশ্ন লইয়া ফেডারেল কোর্টে আপীল করা চলিবে কিন্তু তারপরে আর কোন আপীল চলিবে না। যেসব ব্যাপারে রেলওয়ে ট্রিবিউনাল হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে সেইসব বিষয়ে অন্যান্য আদালতে নালিশ করার ক্ষমতা এই আইন অনুসারে বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ভারতে প্রথম রেলওয়ে স্থাপন :—১৮৫৩-র ১৮ই এপ্রিল জি, আই, পি রেলওয়ে বোম্বাই হইতে থানা পর্য্যন্ত ২১¼ মাইল রেলপথ নির্ম্মাণ করে। ইহাই ভারতের সর্ব্বপ্রথম রেলওয়ে। এখন এই ২১¼ মাইল ৪৩০০০ মাইল পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। ১৮৫৩-তে লর্ড ডালহৌসির বিখ্যাত মন্তব্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টররা গ্রহণ করার পর সরকারী গ্যারাণ্টিতে ভারতের বিভিন্ন বাণিজ্য কেন্দ্রকে সংযুক্ত করার চেষ্টাই রেলওয়ে বিস্তারের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য চেষ্টা। ১৯২৪-২৫এর পর হইতে এযাবৎ রেলওয়ে সমূহ ভারত সরকারের তহবিলে ৪২ কোটি টাকা দিয়াছে।

ভারতে রেলওয়ে বিস্তার :—১৮৫৩-তে রেলপথ স্থাপন সুরু হইলেও ১৮৮০ পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত মাত্র ৮৯৯৬ মাইল রেলপথ নির্ম্মিত হয়। ১৮৮৮-তে উহা ১৪৭৩৭৯ মাইল পর্য্যন্ত ওঠে। ১৮৯০-তে ১৬৪০৪ মাইল, ১৯০০-তে ২৪৭০৭ মাইল ; ১৯১০-এ ৩২০৯৯ মাইল, ১৯২০-তে ৩৬৭৩৫ মাইল, ১৯৩০-এ ৪১৭২৪ মাইল পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত হয়। যাত্রীর সংখ্যাবৃদ্ধিও

উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৮-তে যাত্রীসংখ্যা ছিল ১০ কোটি, ১৯০০-তে ১৭ কোটি, ১৯১০-এ ৩৭ কোটি, ১৯২০-তে ৫৩ কোটি, ১৯৩০-এ ৬৩ কোটি, ১৯৩৭-এ ৫১ কোটি যাত্রী রেলওয়েতে ভ্রমণ করিয়াছে। মোট আয় ১৮৮৮-তে ২০ কোটি, ১৯০০-তে ৩২ কোটি, ১৯১০-এ ৫১ কোটি, ১৯২০-এ ৮৯ কোটি, ১৯৩০-এ ১১৬ কোটি, ১৯৩৭-এ ১০৮ কোটি টাকা হইয়াছে।

১৯০৫ হইতে প্রথম তিন বর্ষে রেলওয়ে হইতে সরকারের লাভ হইয়াছিল যথাক্রমে ২'৩৯ কোটি, ৫'২৭ কোটি ও ১১'৪৮ কোটি টাকা। এইজন্য মেষ্টন কমিটি ভাবিয়াছিল যে রেলওয়ের লাভ গড়ে বার্ষিক ১০½ কোটি টাকা হইবেই। ১৯২১-২২-এ আয় কমিয়া ৯'১০ কোটি টাকা লোকসান হয় কিন্তু পরের কয়েক বৎসর আবার সামান্য লাভ হয়। ১৯২৪-এর ৩১শে মার্চ্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে তার পূর্ব্বের চারি বৎসরে গড়ে সরকারের লাভ হইয়াছে ১'০৪ কোটি টাকা

রেলওয়ের প্রকার ভেদ :—

(১) সরকারী মালিকানা ও পরিচালন, যথা, ই, আই, আর।

(২) সরকারী মালিকানা ও কোম্পানী পরিচালন, যথা, বি, এন, আর।

(৩) কোম্পানীর মালিকানা ও পরিচালন, যথা বি, এন, ডব্লিউ, আর।

(৪) দেশীয় রাজ্য রেলওয়ে, যথা নিজাম রেলওয়ে।

(৫) জেলা বোর্ড বা অন্য প্রতিষ্ঠানের মালিকানা এবং সরকারী বা কোম্পানী পরিচালন।

রেলওয়ের শ্রেণীবিভাগ :—(১) ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে, (২) যে সব স্থানে দুর্ভিক্ষ হয় সেখানে দ্রুত খাদ্যদ্রব্য চালান দেওয়ার উদ্দেশ্যে, এবং (৩) উত্তর-পশ্চিম বা উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে।

রেলওয়ের ইতিহাস :—(১) আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ১৮৯২-তে

কোম্পানী গঠন করিয়া পূর্ব্ব বৎসর গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আরব্ধ কার্য্যের ভার গ্রহণ করে।

(২) বেঙ্গল ও নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে—১৮৮২-তে প্রথম কনট্রাক্ট হয়। কোম্পানীর মালিকানা ও পরিচালন।

(৩) বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে—অনেকগুলি সরকারী রেলওয়েকে একত্র করিয়া ১৮৮৭-তে কোম্পানী গঠিত হয়।

(৪) বোম্বাই বরোদা ও সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া (B. B. C. I.)—১৮৫৫-তে প্রথম এই কোম্পানী রেজেষ্ট্রি হয়, ও ১৯০৫-এ সেক্রেটারী অফ ষ্টেট উহার ভার গ্রহণ করেন। ১৯০৭-এর নূতন কনট্রাক্ট ও ১৯১৩-র পরিশোধিত কনট্রাক্টের সর্ত্তানুসারে বর্ত্তমান সংযুক্ত পদ্ধতিতে উহা পরিচালিত হয়। ১৯৪১-এর ৩১শে ডিসেম্বর অথবা যে কোন পরবর্ত্তী পাঁচ বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর এই কনট্রাক্ট বাতিল হইবে।

(৫) বর্ম্মা রেলওয়ে—এই রেলওয়ে প্রথমে গবর্ণমেণ্ট নির্ম্মাণ করে কিন্তু ১৮৯৬ হইতে ১৯২৮ পর্য্যন্ত কোম্পানীকে চালাইতে দেয়। ১৯২৯-এর ১লা জানুয়ারী হইতে উহা সরকারী পরিচালনাধীন।

(৬) ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে (E. B. R.)—১৮৮৪-তে কোম্পানীর নিকট হইতে গবর্ণমেণ্ট ইহা গ্রহণ করে।

(৭) ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (E. I. R.)—১৮৯৪-এ প্রথম কোম্পানী রেজেষ্ট্রি হয়। ১৮৭৯-তে গবর্ণমেণ্ট উহা কিনিয়া লয় কিন্তু ১৯২৫ পর্য্যন্ত কোম্পানীকে চালাইতে দেয়। বর্ত্তমানে ইহা সরকারী পরিচালনাধীন।

(৮) গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়ে (G. I. P. R.)—প্রথমে জি, আই, পি ও ইণ্ডিয়ান মিডল্যাণ্ড নামে দুইটি আলাদা কোম্পানী ছিল। ১৯০০-তে কোম্পানী দুইটি একত্র হয় ও গবর্ণমেণ্ট উহা কিনিয়া লয়। ১৯২৫ পর্য্যন্ত কোম্পানী উহা পরিচালনা করে, তৎপর গবর্ণমেণ্ট সেই ভারও গ্রহণ করে।

(৯) রোহিলাখণ্ড ও কুমাউন রেলওয়ে—১৮৮২তে রেজেষ্ট্রিকৃত কোম্পানীর স্বত্ব ও পরিচালনাধীন।

(১০) সাউথ ইণ্ডিয়া রেলওয়ে (S. I. R.)—১৮৯১-তে অনেকগুলি কোম্পানী একত্র হয় ও গবর্ণমেণ্ট উহা কিনিয়া লয়। গ্যারাণ্টি প্রাপ্ত কোম্পানীর পরিচালনাধীন।

(১১) নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে (N. W. R.)—ভারতের বৃহত্তম রেলওয়ে, সরকারী স্বত্ব ও পরিচালনাধীন। ১৯০০টি ব্যক্তিগত স্বত্বাধীন ছোটখাট রেলওয়ে ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

(১২) মাদ্রাজ ও সাউথ মারাঠা রেলওয়ে (M. S. M. R.)—১৮৫২-তে মাদ্রাজ কোম্পানী রেজেষ্ট্রি হয় কিন্তু গবর্ণমেণ্ট উহা কিনিয়া লয় ও সাউথ মারাঠা রেলওয়ের সহিত সংযুক্ত হয়। ১৯০৮-এ এই ব্যবস্থা হয় এবং তারপর হইতে ইহার স্বত্ব গবর্ণমেণ্টের কিন্তু পরিচালনভার কোম্পানীর।

(১৩) নিজাম ষ্টেট রেলওয়ে—১৮৩৩-এ রাজ্যের গ্যারাণ্টি পাইয়া কোম্পানী রেজেষ্ট্রিকৃত হয়। ১৯৩০-এ নিজাম সরকার স্বহস্তে উহার ভার গ্রহণ করেন।

এক দৃষ্টিতে রেলওয়ের শ্রেণীবিভাগ:—

(১) প্রথম শ্রেণী— (এই সব রেলওয়ের আয় বাষিক ৫০ লক্ষ টাকার উপর।)

	স্বত্ব	পরিচালনভার
আসাম বেঙ্গল	গবর্ণমেণ্ট	কোম্পানী
বি, এন, ডব্লিউ	”	”
বি, এন, আর	”	”
বি, বি, সি, আই	”	”
বর্ম্মা রেলওয়ে	”	গবর্ণমেণ্ট
ই, বি, আর	”	”

ই, আই, আর	গভর্ণমেণ্ট	গভর্ণমেণ্ট
জি, আই, পি	"	"
যোধপুর	"	দেশীয় রাজ্য
এম, এস, এম	"	কোম্পানী
নিজাম ষ্টেট রেলওয়ে	"	হায়দ্রাবাদ রাজ্য
এন, ডব্লিউ, আর	"	গবর্ণমেণ্ট
রোহিলখণ্ড ও কুমায়ন	"	কোম্পানী
এস, আই, আর	"	"

(২) দ্বিতীয় শ্রেণী—(এই সব রেলওয়ের আয় বার্ষিক ১০ লক্ষ টাকাব উপর।) বর্সি লাইট (ভারত সরকার ও দেশীয় রাজ্যের গ্যারান্টিপ্রাপ্ত কোম্পানী, বেঙ্গল ডুয়ার্স (জেলাবোর্ডের সাহায্যপ্রাপ্ত কোম্পানী), ভবনগর ষ্টেট (দেশীয় রাজ্যের সত্ব), বিকানীর ষ্টেট (দেশীয় রাজ্যের সত্ব), দার্জ্জিলিং হিমালয় (বাংলা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত), ডিব্রুসদিয়া (আসাম গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত), বরোদা ষ্টেট (দেশীয় রাজ্য), গোণ্ডল (দেশীয় রাজ্য), রামনগর দ্বারকা (দেশীয় রাজ্য), জুনাগড় (দেশীয় রাজ্য), মর্ভি (দেশীয় রাজ্য), মহীশূর (দেশীয় রাজ্য), শাহাদারা (স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত কোম্পানী)।

(৩) তৃতীয় শ্রেণী—(এই সব রেলওয়ের আয় বার্ষিক ১০ লক্ষ টাকার কম।) আহমদপুর কাটোয়া, আরা সাসারাম লাইট, বাঁকুড়া দামোদর নদ, বারাসত বসিরহাট লাইট, বঙ্গীয় প্রাদেশিক, বক্তিয়ারপুর বিহার লাইট, বর্দ্ধমান কাটোয়া, কচ্ছ ষ্টেট, ডিহরি রোটাস লাইট, ঢোলপুর ষ্টেট, ফতোয়া ইসলামপুর, গোয়ালিয়র লাইট, হাওড়া আমতা লাইট, হাওড়া শিয়াখোলা লাইট, জগদ্ধাত্রী লাইট, যশোর ঝিনাইদহ, জোড়হাট প্রাদেশিক, কালিঘাট ফলতা, কুলসেকুরাপটনম লাইট, মাথেরন লাইট, পোরবন্দর ষ্টেট, তেজপুর বালিপারা লাইট, ত্রিভেলোর লাইট, উদয়পুর চিতোরগড়।

রেলওয়েসমূহ প্রথম খোলার তারিখ

বি, এন, ডব্লিউ, আর	২-৪-১৮৮৪	বর্ম্মা রেলওয়ে	১-৫-১৮৭৭
বি, এন, আর	৬-৪-১৮৮০	যোধপুর	২৪-৬-১৮৬২
ই, বি, আর	২-১-১৮৬২	এম, এস, এম	১-৭-১৮৫৬
ই, আই, আর	১৫-৮-১৮৫৪	নিজাম	৯-১০-১৮৭৪
জি, আই, পি, আর	১৮-৪-১৮৫৩	এন, ডব্লিউ, আর	১৩-৫-১৮৬১
এ, বি, আর	১-৭-১৮৯৫	রোহিলখণ্ড কুমাউন	১২-১০-১৮৮৪
বি, বি, সি, আই	১০-২-১৮৬০	এস, আই, আর	২৩-৫-১৮৬০

রেলওয়েতে লগ্নী টাকার পরিমাণ

১৯২৭-২৮	...	৮২২ কোটি	৮৬ লক্ষ	২৫ হাজার টাকা
১৯২৮-২৯	...	৮৩১ "	৩৯ "	৩০ "
১৯২৯-৩০	...	৮৫৬ "	৭৪ "	৬২ "
১৯৩০-৩১	...	৮৬৯ "	৮০ "	৭৭ "
১৯৩১-৩২	...	৮৭৬ "	৩৪ "	২৫ "
১৯৩২-৩৩	...	৮৮৪ "	৯০ "	৬৮ "
১৯৩৩-৩৪	...	৮৮৪ "	৪১ "	২৩ "
১৯৩৪-৩৫	...	৮৮৫ "	৪৭ "	১৮ "
১৯৩৫-৩৬	..	৮৪৪ "	৬৬ "	৪১ "
১৯৩৬-৩৭	...	৮৪৫ "	৪৩ "	৬৭ "
১৯৩৭-৩৮	..	৮৪৫ "	৬৮ "	২০ "

রেলওয়ে দুর্ঘটনা

১৯৩৪-৩৫	৩০৩১ মৃত	১০,২৫২ আহত
১৯৩৫-৩৬	৩০০৯ ,,	১০,৯৫০ ,,
১৯৩৬-৩৭	৩১৫৩ ,,	১১,৫৫৪ ,,
১৯৩৭-৩৮	৩৭০০ ,,	......

রেলওয়ের মোট আয়

	কোটি		লক্ষ		হাজার টাকা	
১৯৩১-৩২	৯৭	”	২০	”	৫৬	” ”
১৯৩২-৩৩	৯৬	”	২০	”	৫৬	” ”
১৯৩৩-৩৪	৯৯	”	৫৭	”	৬৫	” ”
১৯৩৪-৩৫	১০২	”	৮১	”	৭	” ”
১৯৩৫-৩৬	১০০	”	২২	”	৬৬	” ”
১৯৩৬-৩৭	১০৪	”	৩৬	”	৫১	” ”
১৯৩৭-৩৮	১০৭	”	৫৭	”	০	” ”

রেলওয়ে পরিচালনের মোট ব্যয়

১৯৩১-৩২	৬৯	”	৯	”	১১	হাজার টাকা
১৯৩২-৩৩	৬৮	”	৪৯	”	৬২	” ”
১৯৩৩-৩৪	৬৯	”	৫৪	”	১৫	” ”
১৯৩৪-৩৫	৭০	”	৬০	”	১৮	” ”
১৯৩৫-৩৬	৬৮	”	১০	”	৫২	” ”
১৯৩৬-৩৭	৬৭	”	২৮	”	২৯	” ”
১৯৩৭-৩৮	৬৯	”	৬২	”	৫৫	” ”

খরচ বাদে রেলওয়ের আয়

	কোটি		লক্ষ		হাজার টাকা		
১৯৩০-৩১	৩২	”	৩৩	”	৫৭	”	”
১৯৩১-৩২	২৮	”	১১	”	৪৫	”	”
১৯২২-৩৩	২৭	”	৩০	”	৯৪	“	”
১৯৩৩-৩৪	৩০	”	৩	”	৫০	”	”
১৯৩৪-৩৫	৩২	”	২০	”	৮৯	”	”
১৯৩৫-৩৬	৩২	”	১২	”	১৪	”	”
১৯৩৬-৩৭	৩৭	”	৮	”	২২	”	”
১৯৩৭-৩৮	৩৭	”	৯৪	”	৪৫	”	”

রেলওয়ে যাত্রীর সংখ্যা

	কোটি	লক্ষ	হাজার			কোটি	লক্ষ	হাজার
১৯২৯-৩০	৬৩ ”	৪২ ”	৯৭	”	১৯৩৪-৩৫	৪৯ ”	৬৫ ”	৯১ ”
১৯৩০-৩১	৫৭ ”	৫৮ ”	২৭	”	১৯৩৫-৩৬	৪৮ ”	৩১ ”	৩২ ”
১৯৩১-৩২	৫০ ”	৫৮ ”	৩৬	”	১৯৩৬-৩৭	৪৭ ”	৯৬ ”	৬ ”
১৯৩২-৩৩	৫০ ”	১৮ ”	৯৫	”	১৯৩১-৩৪	৪৮ ”	৯৬ ”	১৩ ”
					১৯৩৭-৩৮	৫২ ”	১২ ”	৮৪ ”

রেলওয়ের মূলধনের উপর খরচ বাদে আয়ের শতকরা হার

১৯২৯-৩০	...	৪'৭৪	১৯৩৪-৩৫	...	৩'৬৪
১৯৩০-৩১	...	৩'৭২	১৯৩৫-৩৬	...	৩'৮০
১৯৩১-৩২	...	৩'২১	১৯৩৬-৩৭	...	৪'৩৯
১৯৩২-৩৩	...	৩'০৯	১৯৩৭-৩৮	...	৪'৪৯
১৯৩৩-৩৪	...	৩'৪০			

ভারতীয় ব্যাঙ্ক

ভারতে ছয় শ্রেণীর ব্যাঙ্ক আছে—(১) ইমপিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া ; (২) এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক ; (৩) ভারতীয় জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক ; (৪) কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক ; (৫) রিজার্ভ্ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া এবং (৬) দেশীয় ব্যাঙ্ক বা মহাজনী কারবার।

(১) ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বাঙলা দেশে যে তিনটি ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় সেই তিনটি ব্যাঙ্ক মিলিত করিয়া ১৯২১ সালে ইমপিরিয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। ইহার অনেক সাধারণ অংশীদার আছেন। ইহা পরিচালনা করেন জন কয়েক ডিরেক্টারকে লইয়া একটি বোর্ড। কলিকাতা, বোম্বাই, ও মাদ্রাজেও জন কয়েক ডিরেক্টারকে লইয়া এক একটি স্থানীয় বোর্ড আছে। এই ব্যাঙ্কটি স্থাপিত হইলে ভারত সরকার তাঁহাদের ব্যাঙ্কসম্বন্ধীয় যাবতীয় কাজ-কর্ম্ম ইহার উপর ছাড়িয়া দেন। তবে সঙ্কট-পূর্ণ সমস্যার উদ্ভব হইলে গভর্ণর জেনারেল যাহাতে ইহার পরিচালনা-ব্যাপারে নির্দ্দেশ দিতে পারেন, সেই উদ্দেশে তাঁহার হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়।

কিন্তু রিজার্ভ্ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া স্থাপিত হইবার পর ভারত সরকারের সহিত ইহার যে আর্থিক সম্বন্ধ ছিল তাহার পরিবর্ত্তন হইল। ইমপিরিয়াল ব্যাঙ্ক এখন আর সরকারী ব্যাঙ্ক নয়। যেখানে রিজার্ভ্ ব্যাঙ্কের কোন শাখা নাই, ইমপিরিয়াল ব্যাঙ্ক এখন সেখানে তাহার এজেণ্টের মত কাজ করে এবং ভারত সরকার ইহার আইন-কানুনের পরিবর্ত্তন করিয়া টাকা লেন-দেন বিষয়ে ব্যাপকভাবে কাজ করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

ইমপিরিয়াল ব্যাঙ্কের কাজ—(১) ব্রিটিশ ভারতে যেখানে রিজারভ

ব্যাঙ্কের কোন শাখা নাই, অথচ ইহার শাখা আছে, সেখানে ইহা রিজারভ ব্যাঙ্কের একমাত্র এজেন্টের কাজ করে।

(২) ইহা এখন শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে ভারতে ও ভারতের বাহিরে টাকা লেন-দেন করিতে পারে।

(২) এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

এই ব্যাঙ্কগুলি ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে অর্থ-সাহায্য করিয়া থাকে। ইহাদের প্রধান কাজই হইতেছে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে বিদেশীয় বিল অফ্ এক্সচেঞ্জগুলি ক্রয় করিয়া অর্থ সাহায্য করা। এই কাজের জন্য ইহারা পরিশ্রমিক লইয়া থাকে। বিদেশী ব্যবসায় ও বাণিজ্য-জগতের সহিত ইহারা ভারতের ব্যবসায়-বাণিজ্যজগতের প্রত্যক্ষ যোগসূত্র। কিন্তু ভারতের সমস্ত এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কই বিদেশীয়। এইগুলি ভারতবর্ষের প্রধান এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক ন্যাসনাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, লয়েডস ব্যাঙ্ক, চার্টার্ড ব্যাঙ্ক, মারকেণ্টাইল ব্যাঙ্ক, হং কং স্যাংহাই ব্যাঙ্ক, ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক ইত্যাদি।

(৩) জয়েণ্ট-ষ্টক ব্যাঙ্ক

এই ব্যাঙ্কগুলি দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) যেগুলির সমস্ত মূলধন আদায় হইয়াছে এবং রক্ষিততহবিল ৫ লক্ষ টাকা বা তাহার উপর ; (২) যেগুলির সমস্ত মূলধন আদায় হইয়াছে এবং রক্ষিত তহবিল ৫ লক্ষ হইতে ১ লক্ষ টাকার মধ্যে।

এই ব্যাঙ্কগুলি দেশের আভ্যন্তরিক ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থ সাহায্য করে ; কিন্তু সাধারণতঃ বিদেশে আমদানি-রপ্তানি ব্যবসা সম্বন্ধীয় কোন কাজ কর্ম্ম করে না। ইহারা টাকা গচ্ছিত রাখে, ঋণ দেয়, বন্ধক রাখে, বিল ইত্যাদি আদায় করে, এবং ইহাদের আরও নানা কাজ।

(৪) রিজারভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

এই ব্যাঙ্কটি ১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে স্থাপিত হইয়াছে।

(১) ইহার নোট ছাপাইবার পূর্ণ অধিকার আছে এবং ইহা দেশের মুদ্রাদি প্রচলনেরও ব্যবস্থা করে।

(২) ইহা ভারত সরকার ও দেশের সমস্ত ব্যাঙ্কের মহাজন।

(৩) ইহা দেশের আর্থিক সুনাম রক্ষা করিবে এবং যে নীতিতে দেশের আর্থিক উন্নতি ও ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের প্রসার হইবে, তাহা পরিচালনা করিবে।

(৪) ষ্টারলিংয়ের সহিত ভাবতীয় মুদ্রার বিনিময় হার যাহাতে নির্দ্দিষ্ট থাকে সেই উদ্দেশে ইহা ষ্টারলিং-মুদ্রা ক্রয় ও বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকিবে।

ঐ কাজগুলি ব্যতীত ইহার আরও কয়েকটি কর্তব্য আছে।

রিজারভ ব্যাঙ্ক দেশের কতকগুলি অংশীদারের অর্থে গঠিত। ইহার মূলধন ৫ কোটি টাকা। ইহা ৫ লক্ষ অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশের মুল্য ১০০৲ টাকা। অংশীদারগণের নিকট হইতে সমস্ত মুলধন আদায় হইয়াছে।

	বাৎসরিক লাভ (টাকা)	সেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা	বাৎসরিক লভ্যাংশ
১৯৩৫	৫৬,০৫,৭৪৪	৯২,০৪৭	৩½
১৯৩৬	৫৩,৪২,১০০	৬৬,২৭৩	৩½
১৯৩৭	২৭,৯১,২০০	৬২,৫৭০	৩½
১৯৩৮	৩৮,৪৫,১৩৭	৫৯,৭৭৭	৩½
১৯৩৯	২২,৫০,৩৫৫	৫৭,১৯২	৩½

(৫) কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক

দেশের সমস্ত কো-অপারেটিভ প্রতিষ্ঠানই ইহার অন্তর্ভুক্ত।

এই ব্যাঙ্কগুলির কাজ হইতেছে—(১) মহাজন ও বৃত্তিজীবীদের কাছ হইতে টাকা লইয়া গচ্ছিত রাখা, (২) কো-অপারেটিভ্ প্রতিষ্টানগুলিতে

টাকা কর্জ্জ দেওয়া; কো-অপারেটিভ সোসাইটির উদ্ধৃত্ত তহবিল লইয়া অন্য কো-অপারেটিভ সোসাইটির ঘাটতি পূরণ করা এবং (৪) দেশের সকল সংশ্লিষ্ট কো-অপারেটিভ সোসাইটির কাজ কর্ম্ম পরিদর্শন ও পরিচালন।

(৬) দেশীয় ব্যাঙ্ক বা মহাজনী কারবার

এই ব্যাঙ্ক বা কারবারগুলির আইনতঃ রেজেষ্ট্রী করার কোন প্রয়োজন হয় না। সাধারণ মহাজন হইতে ইহাদের পার্থক্য এই যে, ইহারা টাকা গচ্ছিত রাখে, হুণ্ডির কারবার করে ও ঋণ দেয়। দেশের কৃষক, ব্যবসায়ী, বণিক এবং শিল্প-উৎপাদনকারিগণ এই ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা অত্যন্ত উপকৃত। যেখানে জয়েণ্ট-ষ্টক ব্যাঙ্ক নাই, সেইখানে এই ব্যাঙ্কগুলি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকে।

ভারতের কৃষি

ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ। ভারতের অধিবাসিগণের মধ্যে শতকরা ৯০ জন চাষ-আবাদ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। বর্ত্তমানে এ দেশের কৃষি পূর্ব্বকালের চেয়ে উন্নত। অনেক ক্ষেত্রেরা চাষীরা নূতন উপায়ে এবং নূতন বীজের সাহায্যে যে শস্য উৎপন্ন করে তাহাও পূর্ব্বকালের চেয়ে উত্তম।

ভারত সরকার প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে কৃষি-বিভাগ স্থাপন করিয়াছেন। এই বিভাগটির নানা কাজ। সেই উদ্দেশ্যে দিল্লী, মুক্তেশ্বর, বাঙালোর, ওয়েলিংটন, কারনাল, আনন্দ, কোয়ামবাটোর ও কানপুরে একটি করিয়া ইনষ্টিটিউট আছে এবং কৃষি-বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য পুনা, কানপুর, নাগপুর, কোয়ামবাটোর, লায়ালপুর ও মান্দালয়ে একটি করিয়া কলেজ স্থাপিত করিয়াছে।

প্রাদেশিক কৃষি-বিভাগের প্রধান কাজ হইতেছে উন্নত ধরণের বীজ ও সার বিতরণ করা এবং হাতে কলমে কাজ করিয়া চাষীদের কৃষি-বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া।

ভারতের প্রধান ফসল

ধান—ভারতের প্রধান ফসল। ইহা ভারতের কৃষিক্ষেত্রের শতকরা ৩০ ভাগই দখল করিয়া আছে। যে অঞ্চল মৌসুম-বায়ুর প্রভাবাধীন ধান সেই অঞ্চলের ফসল। বৈশাখ হইতে শ্রাবণ মাসের মধ্যে ইহা বোনা হয় এবং কাটা হয় অগ্রহায়ণ ও পৌষমাসে। ইহা ছাড়া আরও দুই রকমের ধান আছে। সে দুইটির একটিকে বোনা হয় বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে, কাটা হয় ভাদ্র-আশ্বিনে। আমাদের দেশে ইহার নাম আউশ। অপরটি বুনিবার সময় মাঘ ও ফাল্গুন এবং কাটিবার সময় বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস। পৃথিবীতে যত ধান উৎপন্ন হয় কেবল ভারতের ধানের পরিমাণ তাহার শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি।

গম—একটি রবিশস্য। ইহা বুনিবার সময় কার্ত্তিক হইতে পৌষ এবং কাটিবার সময় ফাল্গুন হইতে বৈশাখ। ভারতে ধানের পরেই ইহার স্থান। উত্তর ভারতের অধিবাসিগণের ইহার প্রধান খাদ্য। পৃথিবীতে যত গম উৎপন্ন হয় ভারতের গমের পরিমাণ তাহার শতকরা ১০ ভাগ।

আখ—ভারতের নানাস্থানে উৎপন্ন হয়। সরকারী সাহায্যের ফলে উত্তর ভারতে ইহার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। সাধারণতঃ ফাল্গুন হইতে বৈশাখের মধ্যে ইহা বোনা হয় এবং কাটা হয় অগ্রহায়ণ হইতে মাঘ।

তামাক—ভারতের একটি প্রধান কৃষি-দ্রব্য। পৃথিবীতে যে পরিমাণ তামাক উৎপন্ন হয়, ভারতের তামাক তাহার শতকরা ৪০ ভাগ। ভারতের নানা-স্থানে তামাকের চাষ আছে। কিন্তু ইহার অধিকাংশই স্বদেশে ব্যবহৃত হয়।

চা—ভারতে যত উৎপন্ন হয়, পৃথিবীর আর কোথাও তত উৎপন্ন হয় না। প্রধানতঃ উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের উচ্চ ভূমিতে ইহার চাষ করা হয়। ভারতে যত চা জন্মে কেবল আসামেই উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ৭৬ ভাগ। অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুনের মধ্যে চায়ের বীজ বোনা হয়। বীজ হইতে চারা জন্মে।

চারাগুলি ছয় মাসের হইলে অন্যত্র রোপণ করা হয়। উত্তর ভারতে যে চা জন্মে তাহার পাতা তুলিবার সময় বৈশাখ হইতে পৌষ এবং দক্ষিণ ভারতে চায়ের পাতা তুলিবার সময় মাঘ হইতে পৌষ।

তুলা—ভারতের একটি প্রধান ফসল। মধ্যভারতে, উত্তর ভারতে, দক্ষিণ ভারতে ও পশ্চিম ভারতে তুলার চাষ আছে। ইহা বৎসরে দুইবার তোলা হয়। তুলার বীজ বুনিবার সময় ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ এবং তুলিবার সময় কার্ত্তিক হইতে বৈশাখ। ভারতের তুলার অধিকাংশ জাপানে রপ্তানি করা হইয়া থাকে।

পাট—বাঙ্গালা দেশ ছাড়া আর পৃথিবীর কোন দেশে জন্মে না। ইহার বীজ বুনিবার সময় ফাল্গুন হইতে বৈশাখ এব্বং কাটিবার সময় শ্রাবণ ও ভাদ্র।

তিসি—একটি রবিশস্য। ইহা বোনা হয় শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিকের মধ্যে এবং কাটিবার সময় পৌষ হইতে বৈশাখ।

রাই ও সরিষা—রবিশস্য। এই দুইটি ফসল বোনা হয় শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক এবং কাটা হয় পৌষ হইতে বৈশাখ।

তিল—প্রধানতঃ শরৎকালের শস্য। ইহা সাধারণতঃ বোনা হয়, বৈশাখ হইতে আষাঢ় এবং কাটা হয় কার্ত্তিক হইতে পৌষের মধ্যে। কিন্তু এক জাতীয় তিল আছে যাহাকে রবিশস্য বলা যাইতে পারে। ইহা বুনিবার সময় পৌষ ও মাঘ মাস এবং কাটিবাব সময় বৈশাখ হইতে আষাঢ়ের মধ্যে।

রেড়ি—ফসলও দুই রকমের। একটি বোনা হয় বৈশাখ হইবে আষাঢ় এবং কাটা হয় পৌষমাঘ মাসে; অপরটি বোনা হয় ভাদ্রে এবং কাটা হয় ফাল্গুন হইতে বৈশাখের মধ্যে।

চীনাবাদাম—দুই রকমের আছে। একটি বোনা হয় বৈশাখ হইতে শ্রাবণ এবং কাটা হয় কার্ত্তিক হইতে পৌষ; অপরটির চাষ হয় মাদ্রাজে। ইহা সেখানকার রবিশস্য।

মিলেট—ফসলটি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। তাহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছে **বাজরা ও জোয়ারি**। উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত ও মাদ্রাজের অধিবাসিগণের ইহা প্রধান খাদ্য। **রাগি** নামে আর একজাতীয় মিলেট আছে। যে সকল প্রদেশের আবহাওয়া শুষ্ক, মিলেট সেই সকল প্রদেশে উৎপন্ন হয়। ইহার চাষের জন্য ধানের মত অধিক জলের দরকার হয় না।

দাল—ভারতের একটি প্রধান ফসল। প্রতিদিনকার প্রধান খাদ্যের সহিত ইহা ব্যবহার করা হয়। ছোলা, মটর, মুগ, মসুর, কলাই, অড়হর প্রভৃতি নানা রকমের দাল আছে। ইহা প্রধানতঃ রবিশস্য।

কফি—দক্ষিণ ভারতে উৎপন্ন করা হয়। ইহা বর্ষার ফসল। বর্ষাকালে ইহার বীজ বোনা হয় এবং পরের বর্ষায় গাছ হইতে শস্য তোলা হয়।

ভারতের ভাষা

ভারতে ২২৫টি ভাষা প্রচলিত। সেগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে হিন্দুস্থানী (হিন্দী এবং উর্দ্দু), বাঙ্গালা, মারাঠা, তামিল, তেলেগু, গুজরাটী ও পাঞ্জাবী। বাঙালা দেশের অধিবাসিগণের মধ্যে শতকরা ৯২ জনের ভাষা বাঙ্গালা। এই কারণে এক ভাষা-ভাষীর সংখ্যা অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গালা দেশেই বেশি।

ভারতে ২২৫ ভাষা প্রচলিত হইলেও সেগুলিকে চারটি প্রধান শ্রেণীতে শৃঙ্খলিত করা যায়—আর্য্য, দ্রাবিড়, কোলারীয়, এবং তিব্বতী ব্রহ্মা।

ভারতের প্রধান ভাষা

গুজরাটী—গুজরাট, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির উত্তর উপকূল ভাগ, বরোদা এবং এই সকল স্থানের নিকটবর্ত্তী অংশে কথিত হয়।

রাজস্থানী—রাজপুতনা এবং তৎসংলগ্ন প্রদেশের ভাষা। এই ভাষাটির মধ্যে বৈচিত্র্য দেখা যায়। রাজপুতনার ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রূপে কথিত হয়।

পাহাড়ী—ভাষাটি হিমালয়ের নিম্ন শাখায় পূর্ব্বে নেপাল হইতে পশ্চিমে পাঞ্জাব প্রদেশের চাম্বা পর্য্যন্ত কথিত হইয়া থাকে। ইহা পূর্ব্ব, মধ্য এবং পশ্চিম এই তিনটি ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্বে নেপালে, মধ্যভাগে যুক্তপ্রদেশের উত্তরে কুমায়ুন ও গাড়োয়ালে এবং পশ্চিমে সিমলার চতুর্দ্দিকে চাম্বায় এই ভাষাটি তিনটি তিনটি বিভিন্নরূপে কথিত হয়।

পাঞ্জাবী—হইতেছে মধ্য পাঞ্জাবের ভাষা। এই ভাষাটির সহিত পশ্চিমা হিন্দীর অনেকটা মিল আছে।

সিন্ধী—ভাষাটি প্রাকৃত ভাষা হইতে উদ্ভূত। ইহা সিন্ধু প্রদেশে প্রচলিত।

মারাঠী—ভাষা পশ্চিম ও মধ্যভারতে প্রচলিত। ব্রিটীশ ভারতে বোম্বাইয়ের এক অংশ। এবং মধ্যভারত ও বেরারে ইহা কথিত হয়। আবার পোর্ত্তুগীজ ভারত ও নিজামরাজ্যের কোন কোন অংশের অধিবাসিগণও এই ভাষায় কথা বলে। গোয়ার কাছেও ইহার একটি রূপ প্রচলিত আছে। তাহাকে বলা হয় কোঁকনী।

বাঙ্গালা—ভাষা মাগধী প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত। বাঙ্গালা ভাষার দুইটি রূপ আছে, পূর্ব্ববঙ্গীয় ও পশ্চিমবঙ্গীয়। পশ্চিমবঙ্গীয় হইতেছে সাহিত্যিক ভাষা।

বিহারী—ভাষা উত্তর ভারতে আগ্রা হইতে দক্ষিণে ছোটনাগপুর প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রচলিত। নেপালের দক্ষিণে তরাই ভূমি সংলগ্ন প্রদেশেও ইহা কথিত হয়। ইহার তিনটি রূপ আছে—মৈথিলী, ত্রিহুতী এবং মাগধী।

হিন্দুস্থানী—হিন্দী ও উর্দ্দু এই দুটি ভাষাকেই বুঝাইয়া থাকে। কেননা এই দুটি ভাষারই শব্দগত ও ব্যাকারণগত অনেক মিল আছে। তবে তিনটি বিষয়কে ভিত্তি করিয়া ইহারা পৃথক হইয়াছে। প্রথমতঃ হিন্দীর বর্ণমালা হইতেছে দেবনাগরী, উর্দ্দুর বর্ণমালা আরবী-ফারসী ; দ্বিতীয়তঃ নানা ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণে হিন্দী হিন্দুগণের সহিত এবং উর্দ্দু মুসলমান-গণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ; তৃতীয়তঃ উর্দ্দু লেখকগণ ভাষার প্রসারের জন্য আরবী এবং ফারসী হইতে শব্দ সংগ্রহ করেন, হিন্দী লেখকগণ করেন সংস্কৃত হইতে।

পৃথিবীর প্রধান ভাষা

আফগান	১২,০০০,০০০	চীন	৪৮৮,৫৭৩,০০০
আরাবিক	২৯,০০০,০০০	ইংরাজী	২৪৭,৮৩৩,০০০
ফার্শী	১৫,০০০,০০০	ইতালীয়ান	৪৩,৭০০,০০০
পোলিশ	৩২,০০০,০০০	জাপানী	৯৭,৭০০,০০০
পর্ত্তুগীজ	৪৮,৮০০,০০০	জাভা	৪২,০০০,০০০
রুমানিয়ান	১৯,৪০০,০০০	স্পেনীয়	১০২,৭০০,০০০
রুষিয়	১৬৬,০০০,০০০	ফরাসী	৬৮,৮৯৫,০০০
জার্ম্মাণ	৭৮,৯৪৭,০০০		

ভারতবর্ষের ভাষা (১৩৩১)

বাংলা	৫৩,৪৬৮,৪৬৯	কাশ্মীরী	১,৪৩৮,০২১
আসামী	১,৯৯৯,০৫৭	খেরওয়ারী	৪,০৩১,৯৭০
মারাঠী	২০,৮৯০,৬৫৮	পুস্তু	১,৬৩৪,৪৯০
তামিল	২০,৪১২,৬৫২	গুজরাটি	১০,৮৪৯,৯৮৪
তেলুগু	২৬,৩৭৩,৭২৭	পাঞ্জাবী	১৫,৮৩৯,২৫৪
*পশ্চিমহিন্দি	৭১,৫৪৭,৬৭১	*বিহারী	২৭,৯২৯,৫৫৯
*পূর্ব্বহিন্দি	৭,৮৬৭,১০৩	কেনারী	১১,২০৬,৩৮০
মালায়ালাম	৯,১৩৭,৬১৫	ওরিয়া	১১,১৯৪,২৬৫
পশ্চিমপাঞ্জাবী	৮,৫৬৬,০৫১	রাজস্থানী	১৩,৮৯৭,৮৯৬
সিন্ধী	৪,০০৬,১৪৭	ইংরাজী	৩১৯,৩৪৯

* হিন্দি উর্দ্দু ভাষাকে একত্রে গণনা করা হয় এবং 'হিন্দুস্থানী' নামে আখ্যা দেওয়া হয়

ভারতে বেতার

ভারতে বেতার প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত হয় ১৯২৪ সালে মাদ্রাজে একটি রেডিও ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হইতে। কিন্তু বেতারে নিয়মিতরূপে বার্ত্তাদি ঘোষণা চলিতে থাকে ভারতীয় বেতার কোম্পানী কর্ত্তৃক ১৯২৭ সালে ২৩শে জুলাই বোম্বাইয়ে এবং ১৯২৭ সালে ২৬শে আগষ্ট কলিকাতায় একটি করিয়া বেতার কেন্দ্র স্থাপনের পর হইতে। এই সময়ের পূর্ব্বে ভারতের কয়েক অংশে কয়েকটি ছোট ছোট বেতার-কেন্দ্র ছিল। সেগুলির বার্ত্তাদি প্রেরণের গণ্ডী ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু নব প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় বেতার কোম্পানীটি আদৌ উন্নতি করিতে পারে না। ভারত সরকারের কাছে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিলে সরকার তাহাকে কোনরূপ অর্থ সাহায্য করিতে অসম্মত হন। ফলে ১৯৩০ সালে মার্চ্চ মাসে কোম্পানীটি তুলিয়া দেওয়া হয়।

কিন্তু তখন দেশের বহু লোকের ইচ্ছা যে, প্রতিষ্ঠানটি যেন বজায় থাকে এবং বার্ত্তাদি ঘোষণায় কোনরূপ বাধা না জন্মে। সেইজন্য জনসাধারণ ও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে ভারত সরকারের কাছে নানারূপ আবেদন ও প্রার্থনা করা হয়। তাহার ফলে ভারত সরকার পরীক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানরূপে কোম্পানীটির ভার গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেন। অতঃপর ১৯৩০ সালে ১লা এপ্রিল ঐ বেতার কেন্দ্র দুইটিকে সরাসরি সরকারী শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করিয়া কোম্পানীটির নাম দেওয়া হয়—ইন্‌ডিয়ান ষ্টেট ব্রডকাষ্টিং সারভিস্।

তবুও ভারতীয় বেতার জগতের কোন উন্নতি হয় না, আর্থিক ক্ষতি হইতে থাকে। ফলে ভারত সরকার প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করিয়া দিতে মনস্থ

করেন। ১৯৩১ সালে ৯ই অক্টোবর ইহা সর্ব্বসাধারণে ঘোষণা করা হয়। ইহাতে দেশের মধ্যে যথেষ্ট আন্দোলন চলিতে থাকে। সরকার তখন দেখিতে পান, ভারতে বেতার প্রতিষ্ঠানটি বজায় রাখিতে হইলে রাজস্ব সংগ্রহের নূতন উপায় সন্ধান করিতে হইবে। তাঁহারা কাষ্টম্‌সের শুল্ক বৃদ্ধি করিতে এবং তাঁহাদের পূর্ব্ব ঘোষণাটি বাতিল করিতে মনস্থ করেন। ১৯৩২ সালে ভারতীয় টেরিফ সংশোধন আইনের বলে ১৯৩২ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে বেতার-যন্ত্রের কাষ্টম্‌স্ শুল্ক শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করা হয়। এবং ১৯৩২ সালে ৫ই মে ভারত সরকার চরম সিদ্ধান্ত করেন যে, ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ব্রড কাষ্টিং সরভিস্ সরকারের পরিচালনায় পূর্ব্ববৎ চলিতে থাকিবে।

তাহার পর হইতে ইহা ক্রমে উন্নতি করিতেছে। ১৯৩৭ সালে লাইসেন্স প্রাপ্ত শ্রোতার সংখ্যা ছিল মাত্র ১০০০। কিন্তু ১৯৩৯ সালে শ্রোতার সংখ্যা হইয়াছে ৯২,০০০। এখন ভারতের অনেকগুলি স্থানে বেতার-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। দিল্লী, বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পেশোয়ার, ত্রিচিনাপল্লী ও ঢাকায় বেতারের প্রতিষ্ঠান আছে।

এই প্রতিষ্ঠানটির রাজস্ব সংগ্রহের প্রধান পথ হইতেছে, বেতার-যন্ত্রাদির উপর কাষ্টম্‌স্ শুল্ক, লাইসেন্সের ফি এবং বেতার পত্রিকার চাঁদা ও বিজ্ঞাপনের মূল্য।

লাইসেন্সের সংখ্যা			বাৎসরিক খরচ (টাকা)		
১৯৩৫	২৪,৮৩৯	,,	১৯৩৪-৩৫	৯,৮১,০৯৬	,,
১৯৩৬	৩৭,৭৯৭	,,	১৯৩৫-৩৬	১৩,৯০,৬৫৪	,,
১৯৩৭	৫০,৬৮০	,,	১৯৩৬-৩৭	১৮,৪৬,৫১৮	,,
১৯৩৮	৬৪,৪৮০	,,	১৯৩৭-৩৮	২২,১৫,৬৯৪	,,
১৩৩৯	৯২,৭৮২	,,	১৯৩৮-৩৯	২২,৯৬,৮০৩	,,
১৯৪০	১,১৯,৪১৭				

দেশীয় রাজ্য

ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিকে মোটামুটি ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) রাজপুত রাজ্য সমূহ, ইহার মধ্যে কাশ্মীরকে ধরা যায়। (২) হায়দ্রাবাদ এবং মুসলমান রাজ্যসমূহ। (৩) মারহাট্টা রাজ্যসমূহ। (৪) শিখ-রাজ্যসমূহ। (৫) মহীশূর এবং দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যসমূহ। (৬) উড়িষ্যার করদরাজ্য সমূহ।

(১) রাজপুতরাজ্যগুলি সমস্ত রাজপুতনা ও কাথিওয়ার জুড়িয়া অবস্থিত। মধ্য ভারতের মালভূমিতেও অনেকগুলি রাজপুত রাজ্য রহিয়াছে। আবার উড়িষ্যা ও বিহারের করদরাজগণের মধ্যেও অনেক রাজপুত রাজা আছেন। প্রকৃতপক্ষে সিন্ধুনদ হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত যে স্থান তাহা কতকগুলি অর্দ্ধ-স্বাধীন রাজপুতরাজ্যের অন্তর্গত।

(২) মুসলমান রাজ্যগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে হায়দারাবাদ, ভুপাল, ভাওয়ালপুর, খয়েরপুর, জুনাগড় এবং রামপুর।

(৩) শিখরাজ্যগুলি স্থাপিত হয় গুরু নানকের অনুচর শিখ যোদ্ধাগণের কয়েকজন সর্দ্দারের দ্বারা। এই রাজ্যগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে পাতিয়ালা, নাভা, ঝিন্দ্ ও কাপুরথালা।

(৪) বিহার ও উড়িষ্যার ২৬টি করদ রাজ্য এবং মধ্যপ্রদেশের ১৪টি অন্যান্য রাজ্যগুলিকে লইয়া ১৯৩৩ সালে ১লা এপ্রিল একটি এজেন্সি স্থাপিত হইয়াছে। ইহার নাম ইষ্টার্ণ ষ্টেটস্ এজেন্সী। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাঙালার ত্রিপুরা ও কুচবিহার রাজ্যকেও এই এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

ভারতে ৫৮৪টি দেশীয় রাজ্য আছে। ইহাদের মধ্যে তিনটি রাজ্য আয়তনে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; দক্ষিণে হায়দারাবাদ রাজ্য আয়তন ৮২,৬৯৮ বর্গমাইল, উত্তরে কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্য আয়তন ৮৫,৮৮৫ বর্গ মাইল এবং পশ্চিমে কালাৎ রাজ্য আয়তন ৭৩, ২৭৮ বর্গমাইল। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র রাজ্য হইতেছে বিলবারি রাজ্য। ইহার অধিবাসীর সংখ্যা ২৭জন এবং বাৎসরিক আয় ২৭৲ টাকা মাত্র।

ফেডারেল সরকারের অধীনে দেশীয় রাজন্যবর্গের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে। ফেডারেল ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য রাজন্যবর্গের মনোনীত কতকগুলি সদস্য থাকিবেন। ইহার ফলে ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহারা একটু বিশেষ সুবিধা পাইবেন। নিম্ন পরিষদে তাঁহাদের প্রতিনিধি সংখ্যা হতে শতকরা ৩৩ জন; উচ্চ পরিষদে হতে শতকরা ৪০ জন।

১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে ভারতের গভর্ণর জেনারেলের সহিত দেশীয় রাজন্যবর্গের আর কোন সম্পর্ক নাই। এখন সম্রাটের প্রতিনিধির উপর দেশীয় রাজ্য সংক্রান্ত সকল কর্ত্তব্যের ভার। তিনিই সম্রাটের হইয়া সেগুলি সম্পন্ন করেন। কিন্তু গভর্ণর জেনারেল ও সম্রাটের প্রতিনিধি দুইজন ভিন্ন ব্যক্তি নহেন। ভারতের যিনি গভর্ণর জেনারেল তিনি সম্রাটের প্রতিনিধি গভর্ণর জেনারেল ও সম্রাটের প্রতিনিধিকে বলা হয়—ভাইসরয়।

দেশীয় রাজ্যগুলি সার্ব্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নহেন। কেননা, তাঁহারা রাষ্ট্রের সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন, কিংবা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা বা সন্ধি স্থাপন করিতে পারেন না। বিদেশীয় রাজসভায় বা দেশীয় রাজ্যে দূত পাঠাইবার অধিকারও তাঁহাদের নাই। তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সৈন্য রাখিতে পারেন। সন্ধিবলে তাঁহারা সার্ব্বভৌম শক্তির অধীন।

প্রধান দেশীয় রাজ্য

	বর্গ মাইল	বাৎসরিক আয় (টাকা)	কামানের সম্মান
খালাৎ (বেলুচিস্থান)	৭২,২৭৮	১৪,৭০,০০০	১৯
বরোদা	৮,১৬৪	৭,৬৮,০০০	২১
রাজপিপলা	১,৫১৭	২৫,৫৪,২০৬	১৩
ভুটান	১৮,০০০	৩,৫০,০০০	১৫
ভূপাল	৬,৯২৪	৪০,০০,০০০	১৯
ইন্দোর	৯,৯০২	১,২৬,৪৫,০০০	১৯
রেওয়া	১৩,০০০	৫১,৪০,০০০	১৭
কুচবিহার	১,৩১৮	২৬,৯০,০০০	১৯
ত্রিপুরা	৪,১১৬	২৬,৪৪,০০০	১৩
ময়ুরভঞ্জ	৪,২৪৩	২৯,৪১,০০০	৯
গোয়ালিয়র	২৬,৩৬৭	২,৬৭,৬৫,০০০	২১
রামপুর	৮৯২	৪৫,৫০,০০০	১৫
হায়দ্রাবাদ	৮২,৬৯৮	৮,৪২,১৩,০০০	২১
জম্বু ও কাশ্মীর	৮৫,৮৮৫	২,৫৪,৭৯,০০০	২১
কোলহাপুর	৩,২১৭	৪৯,৯০,০০০	১৯
কোচিন	১,৪৮০	৮৭,৫৮,০০০	১৭
ত্রিবঙ্কুর	৭,৬২৭	২,৪৫,২৮,০০০	১৯
মহীশুর	২৯,৪৭৫	৩,৬৬,৯৭,০০০	২১
ভাওয়ালপুর	১৬,৪৩৪	৪২,৫৬,০০০	১৭
কর্পুরতলা	৫৯৯	৩২,৪৯,০০০	১৩
পাতিয়ালা	৫,৯৪২	১,৩৮,৭৫,০০০	১৭

	বর্গমাইল	বাৎসরিক আয় (টাকা)	কামানের সম্মান
নাভা	৯৪৭	২৭,৯১,০০০	১৩
বিকানীর	২৩,৩১৭	১,২২,৬৪,০০০	১৭
সিকিম	২,৮১৮	৪,৭২,০০০	১৭
ভবনাগর	২,৯৬১	১,৪৭,৭৬,২৭৩	১৩
নওয়ানগর	৩,৭৯১	৯২,৬৭,৫০৭	১৩
রাজকোট	২৮২	১৪,০৪,৫৯৭	৯
আলোয়ার	৩,১৮৫	৩৪,০৪,০০০	১৫
জয়পুর	১৫,৫৯০	১,৩৪,৬৩,০০০	১৭
উদয়পুর	১২,৯২৩	১৯,১৯,০০০	২১
যোধপুর	৩৬,০২১	১,৫৮,৩২,০০০	১৭

সব বিষয়ে ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত হিসাব-নিকাশ

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের রাজস্ব

	রাজস্ব (টাকা)	ব্যয় (টাকা)
১৯৩২-৩৩	১২৫,৪৩,৬৯,৭৯৫	১২৩,৮৮,৫০,৬০৩
১৯৩৪-৩৫	১২৫,১০,১৮,১৬৮	১২৪,৭৪,১৮,১৭৮
১৯৩৫-৩৬	১২১,০৭,২৮,৫২৭	১২১,০৭,২৬,৫২৭
১৯৩৬-৩৭	১১৭,৮৩,৮৯,১৯২	১১৯,৬২,৬০,৭৯৬
১৯৩৭-৩৮	১২২,৪৮,০০,০০০	১২২,৪৮,০০,০০০
১৯৩৮-৩৯	১১৯,৫৬,৭৬,০০০	২২২,২১,৫১,০০০
১৯৩৯-৪০	১২১,৭৯,৯৫,০০০	১২১,৭৬,৭৯,০০০

স্বর্ণ আমদানী ও রপ্তানী

	আমদানী (টাকা)	রপ্তানী (টাকা)
১৯২৯-৩০	১৪,২৩,১১,৪৭৭	১,০৩,০৮১
১৯৩০-৩১	১৩,২৪,৫২,৪৫৩	৪৯,৩৪,৩৮৮
১৯৩১-৩২	২,৭৯,৯৫,৩৬৪	৬০,৭৮,২৫,১৫৫
১৯৩২-৩৩	১,৩১,৮১,৩৯১	৬৬,৮৪,০৯,৩৪৭
১৯৩৩-৩৪	১,০৯,৯৪,২৮৫	৫৮,১৫,৩০,২৪৬
১৯৩৪-৩৫	৭১,৯৩,০০০	৫৩,২৫,৬৮,৭০৮
১৯৩৫-৩৬	৯৪,৯৫,৪১০	৩৮,৩০,৫৫,৩৬৫

	(আমদানী টাকা)	রপ্তানী (টাকা)
১৯৩৬-৩৭	১,১০,৮৮,০০০	২৯,৪৫,৪৯,০০০
১৯৩৭-৩৮	১,৫৫,৬০,০০০	১৭,৮৯,২৪,০০০

গড়পড়তা সোণার দর

১৯৩১-৩২ ·২৪৸০ তোলা
১৯৩২-৩৩· ·২৯৷১০ „
১৯৩৩-৩৪· ··৩১৸৫ „
১৯৩৪-৩৫·········৩৩৷৶১০ তোলা
১৯৩৫-৩৬·········৩৫৷৪ পাই „
১৯৩৬-৩৭·········৩৫৷৵৩ „ „
১৯৩৭-৩৮·········৩৭৷৬ পাই প্রতি তোলা

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের আয় ও ব্যয়

	আয় (টাকা)	ব্যয় (টাকা)
১৯৩১-৩২	৮৩,১৮,৩৭,৪৯৯	৮৬,৭০,৫৮,৩৪২
১৯৩২-৩৩	৮৪,৩৪,৭০,৫১২	৮৫,৬৬,৭৫,৫৫৪
১৯৩৩-৩৪	৮২,৮৪,৮৯,১৮৬	৮৫,৮৯,৮৫,৬৫৩
১৯৩৪-৩৫	৮৬,২৯,৩৭,৩১৯	৫৫,৩৭,৩১,৫৭৫
১৯৩৫-৩৬	৮৯,০২,৪৩,২৮০	৮৮,৯৬,৪৩,৭৯০
১৯৩৬-৩৭	৯২,৩৩,৭৭,০১৭	৯১,৫৫,০৬,৭৯৫

বাংলাদেশের আয় ও ব্যয়

	আয় (টাকা)	ব্যয় (টাকা)	উদ্বৃত্ত+ঘাটতি—
১৯২২-২৩	৯,৮৪,৯৬,০০০	৯,৫৯,২১,০০০	+২৫,৭৫,০০০
১৯২৩-২৪	১০,১৩;১৭,০০০	৯,৭৭,৯৫,০০০	+২৫,২২,০০০
১৯২৪-২৫	১০,৩৪,২৪,০০০	৯,৭৬,০২,০০০	+৫৮,২২,০০০

	আয় (টাকা)	ব্যয় (টাকা)	উদ্বৃত্ত+ঘাটতি—
১৯২৫-২৬	১০,৭০,১৭,০০০	১০,৩০,৬৩,০০০	+৩৯,৫৪,০০০
১৯২৬-২৭	১০,৫০,৩৬,০০০	১০,৯০,৯৫,০০০	—৪০,৫৯,০০০
১৯২৭-২৮	১০,৮১,২৯,০০০	১০,৮৫,৫৭,০০০	—৪,২৮,০০০
১৯২৮-২৯	১০,৯৮,৬৮,০০০	১০,৯০,৪৭,০০০	+৮,২০,০০০
১৯২৯-৩০	১১,৩৫,৮৭,০০০	১১,৩৩,৪৯,০০০	+২,৩৮,০০০
১৯৩০-৩১	৯,৬১,২৬,০০০	১১,৪০,৭৭,০০০	—১,৭৪,৫২,০০০
১৯৩১-৩২	৯,০১,০৬,০০০	১১,০০,৫২,০০০	—১,৯৯,৪৬,০০০
১৯৩২-৩৩	৯,৪২,৭৩,০০০	১০,৮২,২১,০০০	—১,২৯,৪৮,০০০
১৯৩৩-৩৪	৯,১১,৫৩,০০০	১৩,৩০,৬২,০০০	—২,৩৯,৩০,০০০
১৯৩৪-৩৫	১১,০২,৭৩,০০০	১১,০৮,০১,০০৭	—৫,২৮,০০০
১৯৩৫-৩৬	১১,৪৭,৪৭,০০০	১১,৫১,১৮,০০০	—৩,৬৪,০০০
১৯৩৬-৩৭	১২,১৪,৩৯,০০০	১১,৭৪,১৬,০০০	+৪০,২৩,০০০
১৯৩৭-৩৮	১৩,০০,৮৫,০০০	১১,৮৩,১৩,০০০	+১,১৭,৭২,০০০

ভারতের করভার

	টাকা	জনপ্রতি করভার টাকা
১৯২৯-৩০	১৪৩,৭৮,৬৪,৪৬৬	৫।৴ ৬ পাই
১৯৩০-৩১	১৩০,০১,০৭,২৬৮	৪৸ ৭ পাই
১৯৩১-৩২	১৩৩,০০,১৯,৪২৫	৪৸৴৭
১৯৩২-৩৩	১৩৯,২৩,৪৩,১৮৪	৫৲ ৬
১৯৩৩-৩৪	১৩০,৭৯,০৭,৮৩৯	৪॥৵১০
১৯৩৪-৩৫	১৩৮,০৮,৮৩,০৩২	৪৸৴৩
১৯৩৫-৩৬	১৩৯,৩৬,৫৪,০১২	৪৸৵৩
১৯৩৬-৩৭	১৩৭,৩৩,১০,৩০৪	৪৸৫
১৯৩৭-৩৮	১৩১,৯২,৯৮,৪৬২	৪৸১১

ভারতীয় সমবায় সমিতি

	সমিতির সংখ্যা	খাটানো মূলধন টাকা	সদস্য সংখ্যা
১৯৩৩-৩৪	৮৮,৩৬৪	৮৬,৪৪,২৫,৪৯৬	৩৮,৪৬,১২৭
১৯৩৫-৩৬	৮৮,৯৬৯	৮৮,০৬,৯৯,০৯৪	৩৯,৫২,১১২
১৯৩৭-৩৮	৯৪,২৪৩	৯১,৪০,০৮,৯৮৮	৪৩,৪৯,৬০৯

সোণা

	আউন্স	টাকা
১৯২৯	৩৬৩,৮৬৯	৬,৪৩,২৯,০০৯
১৯৩১	৩৩০,৪৮৮	৫,৯১,৩৫,২৫০
১৯৩৩	৩৬৬,১০৮	৬,২৬,১৫,৮৬৬
১৯৩৫	৩২৭,৬৫৩	৩,০৪,০১,৭৭৫
১৯৩৭	৩৩০,৭৪৪	৩,০৩,৯৫,৮৭১

লৌহ প্রস্তর

	টন	টাকা
১৯২৯	২৪,২৮,৫৫৫	৬৪.৯১,১৩৬
১৯৩১	১৬,২৪.৮৮৩	৪১,৫৮,৭৩৭
১৯৩৩	১২,২৮,৬২৫	৩৪,৯৭,৯১৪
১৯৩৫	২৩,৬৪,২৯৭	৩৫,৫০,৩২৭
১৯৩৭	২৮,৭০,৮৩২	৪৫,৮৬,৩৭৮

চা

	একর	উৎপন্ন (পাউণ্ড)
১৯৩৫	৮৩১,৬৮৮	৩৯৪,৪২৯,০৯৮
১৯৩৬	৮৩৪,১১৩	৩৯৫,১৮০,৪৩০
১৯৩৭	৮৩৪,৩০৪	৪৩০,২[illegible]৯,৯৭৯
১৯৩৮	৮৩১,৮৪০	৪৫১,৮৬০,৭৫৩

কয়লার খনি

	খনির সংখ্যা	আদায়ী মূলধন
১৯৩২-৩৩	২১২	১০ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা
১৯৩৪-৩৫	২২৪	১০ „ ১৯ „
১৯৩৬-৩৭	২০২	৯ „ ৯৫ „
১৯৩৮-৩৯	২০৬	১০ „ ০০ „

ভারতে উৎপন্ন কয়লা

	টন	টাকা
১৯৩২	২,০১,৫৪,০৮৭	৬,৮০,৯৬,৬০৪
১৯৩৪	২,২০,৫৭,৪৪৭	১,৩০,৬০,৯৫১
১৯৩৬	২,২৬,১০,৮২১	৬,২৪,৯৮,৪০৫
১৯৩৮	২,৮৩,৪২,৯০৬	১০,৬৪,২৪,০০০

ভারতবর্ষে জনপ্রতি কয়লা খরচ বার্ষিক ·০৭ টন

ভারতীয় কয়লার প্রতি টনের মূল্য পড়ে (১৯৩৮) ৩৸০

কয়লার খনিতে নিযুক্ত দিন মজুরের গড়পড়তা সংখ্যা (১৯৩৮) ২২৭০০০ জন।

জনপ্রতি গড়পড়তা কয়লা খরচ

ভারতবর্ষ (১৯৩৮)	·০৭ টন	আমেরিকা (১৯৩৬)	৩·৩৩ টন
ইংলণ্ড (১৯৩৮)	৩·৭৯ টন	জার্ম্মেণী (১৯৩৬)	১·৬৯ টন
ফ্রান্স (১৯৩৬)	২·২৪ টন		

আফিম হইতে আয় ও ব্যয়

	আয় (টাকা)	ব্যয় (টাকা)
১৯৩৪-৩৫	৭১,৯৪,২০৮	৩৪,৮৮,৫৪৩
১৯৩৫-৩৬	৬১,১০,৩৫৬	৩৪,৬৪,৮৮১
১৯৩৬-৩৭	৬৭,৬৬,০৩২	২৮,৮১,৯১১

দুর্ভিক্ষ নিবারণের খরচ

১৯২২-২৩	৫,৯০,৭৫৬ টাকা	১৯৩০-৩১	২০,০২,০৬০ টাকা
১৯২৪-২৫	২৩,২৮,৫৩৫ „	১৯৩২-৩৩	৮,০২,৯৩৬ „
১৯২৬-২৭	১৫,৪৯,৭২৩ „	১৯৩৪-৩৫	১০,২০,৮৪৬ „
১৯২৮-২৯	২৩,১৮,৭৪০ „	১৯৩৬-৩৭	১৫,৪০,৪৩৬ „

প্রচলিত নোটের পরিমাণ

১৯৩৫-৩৬	১৯৩,২৭,০৮,০৬৬ টাকা
১৯৩৬-৩৭	২০,৩,৮৬,৭১,৯৬২ „
১৯৩৭-৩৮	২১৪,৬৯,৬২,৮৪৮
১৯৩৮-৩৯	২০৬,৪৩,২৯,০৯৩

ভারত গবর্ণমেন্টের সুদীঋণ

	ভারতবর্ষে			ইংলণ্ডে			মোট		
	কোটি	লক্ষ	টাকা	কোটি	লক্ষ	টাকা	কোটি	লক্ষ	টাকা
১৯৩১	৬৫১	৭৮	„	৫১৮	১২	„	১১৬৯	৯০	„
১৯৩২	৭০৭	১৮	„	৫০৬	৪৫	„	১২১৩	৬৩	„
১৯৩৩	৭০৬	৪৮	„	৫০৫	৩৬	„	১২১১	৮৪	„
১৯৩৪	৭১৩	৫৯	„	৫১২	১৫	„	১২২৫	৭৪	„
১৯৩৫	৭২৬	৪২	„	৫১৩	১১	„	১২৩৯	৫৩	„
১৯৩৬	৭০৭	৪২	„	৫০৩	৩২	„	১২১০	৭৪	„
১৯৩৭	৭১৬	৬২	„	৪৯৩	৭	„	১১৯৯	৬৯	„

কার্পাস বস্ত্র—আমদানী ও রপ্তানী

	আমদানী টাকা	রপ্তানী টাকা	তুলা রপ্তানী টাকা
১৯৩০-৩১	২৫,২৫,৬০,০০০	৫২১,৫৪,০০০	৪৬,৩১,৮০,০০০
১৯৩১-৩২	১৯,১৫,৪২,০০০	৪,৮১,৮৩,০০০	২৩,৪৪,৭২০০০
১৯৩২-৩৩	২৬,৮২,৭৯,০০০	৩,১৯,১১০০০	২০,[illegible]৭,২১,০০০
১৯৩৩-৩৪	১৭,৭৪,৩৪০০০	২,৭২,৭৩০০০	২৬,৫৯,০৫,০০০

পাট

কলিকাতা হইতে সমস্ত রপ্তানী দ্রব্যের অর্দ্ধেক পাট, ১৯২৮-২৯এ এই অনুপাত শতকরা ৬৪ ভাগ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। সমগ্র ভারতের রপ্তানী দ্রব্যের শতকরা ২০ হইতে ২৫ ভাগ পর্য্যন্ত পাট, ১৯২৮-২৯-এ ঐ অনুপাত শতকরা ২৮ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

	রপ্তানী		মূল্য		
১৯২৫-২৬	১৪,৫৮,৪১১	টন	৯৬	কোটি	৭৮
১৯২৬-২৭	১৫,৬৮,৪৭৫	„	৭৯	„	৯৬
১৯২৭-২৮	১৭,৭৬,৬৩২	„	৮৪	„	২২
১৯২৮-২৯	১৮,০৯,৩৬৭	„	৮৯	„	৫৫
১৯২৯-৩০	১৭,৬৪,৮৩৯	„	৭৯	„	২০
১৯৩০-৩১	১৩,৮৬,৩৫৪	„	৪৪	„	৭৮
১৯৩১-৩২	১২,৪৯,৬৩৬	„	৩৩	„	১১
১৯৩২-৩৩	১২,৪২,৮০৯	„	৩১	„	৪৪
১৯৩৩-৩৪	১৪,২০,৪২৩	„	৩২	„	৩১
১৯৩৪-৩৫	১৪,৩৭,১৯২	„	৩২	„	৩৪

পাটের চাষ

	একর	উৎপন্ন (বেল
১৯৩৪	২,৬৭০,০০০	৮,৫০০,০০০
১৯৩৫	২,১৮১,০০০	৭,২১৫,০০০
১৯৩৬	২,৮৮৬,০০০	৯,৬১১,০০০
১৯৩৭	২,৮৮৯,০০০	৮,৬৫৬,০০০
১৯৩৮	৩,০৭৪,০০০	৬,৬৭১,০০০

ভারতীয় আয়কর (Income Tax)

মোট আদায়

১৯৩২-৩৩	১৪,৫৩,৪৮,৮৮৯ টাকা	১৯৩৫-৩৬	১৩,৯০,১১,৬৬৮ টাকা
১৯৩৩-৩৪	২৪,৪০,৮২,৮৫৬ „	১৯৩৬-৩৭	১৫,৩৭,২৩,৩০৪ „
১৯৩৪-৩৫	১৪,৩৫,০৩,২২৮ „	১৯৩৭-৩৮	১২,৬৯,৮৫,৫৭৪ „

ভারতের উপকূল বাণিজ্য

১৯৩১-৩২	১৭৫,৬৪,৬৫,০০০ টাকা	১৯৩৫-৩৬	১৬১,৮৪,৫৯,০০০ টাকা
১৯৩৩-৩৪	১৪২,০৩,৬৫,০০০ „	১৯৩৭-৩৮	৮৭,০২,৮৬,০০০ „

ভারতীয় কৃষকের ঋণ

ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটি ভারতের কৃষিঋণের পরিমাণ ৯০০ কোটি টাকা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বিভিন্ন প্রদেশের হিসাব এই—

প্রদেশ	কৃষকের মোট ঋণ	প্রদেশ	কৃষকের মোট ঋণ
আসাম	২২ কোটি টাকা	ব্রহ্মদেশ	৫০-৬০ কোটি টাকা
বাংলা	১০০ „ „	কুর্গ	৩৫ „
বিহার উড়িষ্যা	১৫৫ „ „	মাদ্রাজ	১৫০ „
বোম্বাই	৮১ „ „	পাঞ্জাব	১৩৫ „
মধ্যপ্রদেশ	৩৬ „ „	যুক্তপ্রদেশ	১২৪ „

মহাজনের সংখ্যা—বাংলাদেশে ৪৫ হাজার, বোম্বাইতে ২০ হাজার, পাঞ্জাবে ৫৫,৫০০ মধ্যপ্রদেশে ৪৩ হাজার ও বিহার উড়িষ্যায় ১০০,০০০ ?

সুদের হার—স্থানে স্থানে বিভিন্ন। আসামে শতকরা ১২ হইতে ৭৫ টাকা পর্য্যন্ত। বোম্বাইয়ে সাধারণতঃ শতকরা ১২ হইতে ২৫ টাকা, কিন্তু কখনো কখনো সিন্ধুতে ৫০ টাকা পর্য্যন্ত উঠে। কাবুলীওয়ালার সুদ শতকরা ৬৬০ টাকা পর্যন্ত হয়। বাংলাতে বন্ধকী ঋণের সুদ শতকরা ১৮$\frac{৩}{৪}$ টাকা হইতে ৩৭$\frac{১}{২}$ টাকার বেশী হয় না; কিন্তু বিনাবন্ধকে ঋণের সুদ শতকরা ৩০০ টাকাও হয়। উড়িষ্যাতে ধান বন্ধক রাখিয়া ঋণের সুদ শতকরা ২৫ টাকা, আবার কোন কোন স্থলে ৫০ টাকা হয়। মধ্যপ্রদেশে সুদের হার শতকরা ১২ হইতে ২৪ টাকা, কখনো বা ৩৬ হইতে ৪৮ টাকাও হয়। পাঞ্জাবে প্রথম শ্রেণীর বন্ধকী সুদ ৯ হইতে ১২ টাকা পর্য্যন্ত হয়। যুক্তপ্রদেশে সুদের হার শতকরা ৭$\frac{১}{২}$ হইতে ১২ পর্য্যন্ত। তবে সম্প্রতি প্রায় সমস্ত প্রদেশেই ঋণ লাঘব আইন পাশ হইয়াছে। এই আইনের বলে সুদের হার সর্ব্বত্র কমানো হইয়াছে। সুদের হার এখন সাধারণতঃ শত করা ১০৲ টাকা।

ভারতীয় ঋণ—মোট ঋণের পরিমাণ সম্প্রতি হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে প্রায় ১১৬০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে প্রায় ১৭৮ কোটি টাকা হইতে কোন আয় হয় না। এই টাকাটা মহাযুদ্ধে, দিল্লীর নূতন রাজধানী তৈয়ারীতে, পেন্সনের টাকা একসঙ্গে দেওয়াতে ও ভিজিগাপত্তম পোতাশ্রর নির্ম্মাণে ব্যয় হইয়াছে। টাকা ঋণ অর্থাৎ যে টাকা ভারতীয় টাকা দিয়া শোধ করিতে হইবে তার পরিমাণ প্রায় ৩৭৭ কোটি টাকা ও ষ্টার্লিং-ঋণ অর্থাৎ যে টাকা ষ্টার্লিং দিয়া শোধ করিতে হইবে তার পরিমাণ প্রায় ৪৮৩ কোটি টাকা।

ভারতীয় কারখানা

	কারখানার সংখ্যা	শ্রমিকের সংখ্যা
১৯৩০	৮১৪৮	১৫,৮৮,৩২২
১৯৩১	৮১৪৩	১৪,১৩,৪৮৭

	কারখানার সংখ্যা	শ্রমিকের সংখ্যা
১৯৩২	৮২৪১	১৪,১৯,৭১১
১৯৩৩	৮৪৫২	১৪,০৫,৪০২
১৯৩৪	৮৬৫৮	১৪,৮৭,২৩১
১৯৩৬	৯১৮৯	১৬,৫২,১৪৭
১৯৩৮	৯৭৪৩	১৭,৩৭,৭৫৫

ভারতীয় সামরিক ব্যয়

	টাকা
১৯৩১-৩২	৫১,৭৬,০০,০০০
১৯৩২-৩৩	৪৬,৭৪,০০,০০০
১৯৩৩-৩৪	৪৪,৪২,৪৭,০০০
১৯৩৪-৩৫	৪৪,৩৪,২৬,০০০
১৯৩৫-৩৬	৪৪,৯৮,০০,০০০
১৯৩৬-৩৭	৪৫,৪৫,০০,০০০
১৯৩৭-৩৮	৪৭,২১,৮২,০০০
১৯৩৮-৩৯	৪৬,১৮,০০,০০০
১৯৩৯-৪০ (বজেট)	৪৫,১৮,০০,০০০
১৯৩৯-৪৫ (revised)	৪৯,২৮,৯১,০০০
১৯৪০-৪১ (বজেট)	৫৩,৫২,১৮,০০০

জেলা ও লোকাল বোর্ড—সমগ্র ভারতের হিসাব

	বোর্ডের সংখ্যা	মোট আয় (টাকা)	গড়ে জনপ্রতি কর ভার
১৯৩৪-৩৫	১০১৮	১৬,১৭,০৩,৪৪৫	‖/৮ পাই
১৯৩৫-৩৬	১১১১	১৬,২১,৯৩,৭০৮	‖/৯ „
১৯২৬-৩৭	১০৯৬	১৬,২২,৫২,৮০৫	‖/৮ „

ভারতীয় মিউনিসিপ্যালিটি (১৯৩৬-৩৭)

প্রদেশ	সংখ্যা	আয়	ব্যয়	জনপ্রতি করভার		
		টাকা	টাকা	টাকা	আনা	পাই
মাদ্রাজ	৮০	২,২২,৭৮,৬১৫	২,০৯,৩৭,৭৯৩	৩	॥	৮
মাদ্রাজ সহর	১	১,০২,৯০.৮২৫	৯৩,১১,১৭৯	৭	।৵	২
বোম্বাই	১৩০	৩,১৩,২৮,৫৮২	৩,১৫,৭১,৭২৭	৫	॥৴	৪
বোম্বাই সহর	১	১৯,৯৯,৮০,৫১২	১৯,৯১,০৭,৬৯৭	২২	॥	৩
বাংলা	১১৮	১,০৬,২৫,৯১৬	১,০৮,০৯,১৩৫	৩	।৴	০
কলিকাতা	১	৩,৭৮,৮৩,৩৯৫	৩,৩০,৯৪,৩৭৩	১৬	৸৶	৮
যুক্তপ্রদেশ	৮৫	১,০০,৩৪,৩৪৭	১,৯২,০৮,৩৯৬	৩	॥	১১
পাঞ্জাব	১২৩	১,৬৩,৬৩,৫৭৫	১,৫৯,০৬,৯৮৫	৩	৸৶	৫
বিহার	৫৬	৪৪,১১,২১১	৫১,৪১,২৮৯	১	৸৵	০
মধ্যপ্রদেশ	৭৭	৮৮,০৬,০১৫	৮১,২৯,৯৬৬	৩	।৵	৩
আসাম	২৭	১৩,৮৭,১২৯	১৩,৩৭,৫৭৪	৪	০	৪
উড়িষ্যা	৮.	৭,২৩,৫৯৯	৭,৬৬,৭৩৬	২	০	৯
সীমান্ত প্রদেশ	৭	১৭,৩৩,৫৯৮	১৭,১১,৫৯০	৪	৸৵	২
দিল্লী	২	৬৯,৪৭,৬৯৩	৬৯,০১,৫০৯	১০	৸৴	২

সমগ্র মিউনিসিপ্যালিটি

	মিউনিসিপ্যালিটির সংখ্যা	আয় টাকা	ব্যয় টাকা	জনপ্রতি করভার টাকা	আনা	পাই
১৯৩৪-৩৫	৭৯৮	৩৮,০৭,৯৮,২০৮	৩৭,৫৯,৯০,২১০	৫	৸	০
১৯৩৫-৩৬	৮১২	৪১,২০,৫১,৬২৭	৪১,২১,২৬,২০০	৫	৸৵	৯
১৯৩৬-৩৭	৮১২	৪১,৯৯,৯৪,৬৩৯	৩৯,৫৬,০০,৬১৫	৫	৸৵	২

ভারতের জনপ্রতি করভার*

১৯২৯-৩০	৫।/ ৬ পাই	১৯৩৪-৩৫	৪৸/ ৩ পাই
১৯৩০-৩১	৪৸ ৭ „	১৯৩৫-৩৬	৪৸৵ ৩ „
১৯৩১-৩২	৪৸/ ৭ „	১৯৩৬-৩৭	৪৸ ৫ „
১৯৩২-৩৩	৫৲ ৬ „	১৯৩৭-৩৮	৪৸ ১১ „
১৯৩৩-৩৪	৪‖৵১০ „		

ভারতবর্ষের রাস্তা

	পাকা	কাঁচা
১৯৩৩-৩৪	৭৬,০৮২ মাইল	১৯২,৭৯৫ মাইল
১৯৩৪-৩৫	৭৭,১১০ „	১৯৮,৮৫০ „
১৯৩৫-৩৬	৮২,২৭৬ „	২২৪,৩৮৫ „
১৯৩৬-৩৭	৮২,২৯৯ „	২৩১,৮৮২ „

ভারতবর্ষের পুলিশ

	পুলিশ	ব্যয় (টাকা)
১৯৩৩	১৯৯,৭৮৬	১১,৭৪,০২,১৯৩
১৯৩৫	২০০,৯৯৯	১১,৭৪,৯৭,০৭৫
১৯৩৭	১৮৮,২২৩	১০.৬৫,০১,৯৫৬

ভারতবর্ষের সেচ ব্যবস্থা

	সেচ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত জমি	মূলধন	মোট আয়
১৯৩৫-৩৬	২.৪৫,৪২,২১৯ একর	১৪৬,২২,০৪,০৬৭ টাকা	১৩,১৬,৭৯,০৭৪ টাকা
১৯৩৬-৩৭	২,৫৫,৭০,৯৩৮ „	১৪৭,০৫,৭৮,৫৯৮ „	১৩,৮৭,১৪,১৩৭ „
১৯৩৭-৩৮	২,৭৩,২৫,০৮৯ „	১৫০,২৭,৭৮,১০৯ „	১৩,৫১,৩৯,০৫৭ „

* এই হিসাবে জমির খাজনাও ধরা হইয়াছে

ব্রিটীশ ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন

	ইউনিয়ন	সদস্য সংখ্যা
১৯২৯-৩০	১০৪	২৪২,৩৫৫
১৯৩০-৩১	১১৯	২১৯,১১৫
১৯৩১-৩২	১৩১	২৩৫,৬৯৩
১৯৩২-৩৩	১৭০	২৩৭,৩৬৯
১৯৩৩-৩৪	১৯১	২০৮,০৭১
১৯৩৫-৩৬	২৪১	২৬৮,৩২৬
১৯৩৭-৩৮	৪২০	৩৯০,১১২

ভারতে শ্রমিক বিরোধ

	বিরোধের সংখ্যা	দিন নষ্ট	জড়িত শ্রমিকের সংখ্যা
১৯৩৪	১৫৯	৪৭,৭৬,০০০	২২০,৮০৮
১৯৩৫	১৪৩	১৯,৭৩,০০০	১১৪,০০০
১৯৩৬	১৫৭	২৩,৫৮,০০০	১৬৯,০০০
১৯৩৭	৩৭৯	৮৯,৭২,০০০	৬৪৮,০০০
১৯৩৮	৩৯৯	৯৯,৯৯,০০০	৪০১,০

ভারতীয় শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ

	ক্ষতিপূরণের সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১৯৩৪	১৬,৮৯০	৮,৬৮,৮৪৭ টাকা
১৯৩৫	২২,৯৯৯	১১,৬১,৪৬৫ „
১৯৩৭	২৮,৫১০	১৪,৬৪,১৮০ „
১৯৩৭	২৯,৬৪৫	১২,৮৮,৭৬৪ „
১৯৩৮	৩৫,০৬৫	১৪,৩২,৭২৩ „

সমুদ্রপথে বহির্ব্বাণিজ্য

আমদানী

	পণ্যদ্রব্য	স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি
১৯৩২-৩৩	১৩৫,০১,৭৬,০৫৪	২,৯৯,১৩,১৮৮
১৯৩৪-৩৪	১১৭,৩০,৪৫,৪২২	৬,৯৬,১৫,২১৫
১৯৩৪-৩৫	১৩৪,৫৮,৭৩,২৭৭	৫,১৯,১৭,১৬৫
১৯৩৫-৩৬	১৩৬,৭৭,৬৮,২৩৭	৭,৪৪,৮৮,৫৬৯

রপ্তানী

	পণ্যদ্রব্য	স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি
১৯৩২-৩৩	১৩৫,৯৩,৩৪,১০৯	৭০,৬৬,১৫,৫২৮
১৯৩৩-৩৪	১৫১,১৭,১৫,২০৯	৬৫,৫৬,৬৩,৯০৮
১৯৩৪-৩৫	১৫৫,৪৯,৭১,১৪৪	৬৩,৫০,৪৬,১৩৯
১৯৩৫-৩৬	১৬৪,৫৯,৪৯,৫১৩	৪৫,৬৬,৮৮,১৪৭

ভারতবর্ষের মদের খরচ—(আমদানী)

১৯৩১-৩২	১,৮০,১০,০৩৮ টাকা	১৯৩৫-৩৬	২,২০,১৬,০০০ টাকা
১৯৩২-৩৩	১,৮০,০০,০৮০ ”	১৯৩৬-৩৭	২,১৪,৬৪,০০০ ”
১৯৩৩-৩৪	১,৭৯,৩০,২২৫ ”	১৯৩৭-৩৮	২,৩০,৩৪,০০০ ”
১০৩৪-৩৫	১,৮৫,৮৭,৭৭৪ ”	১৯৩৮-৩৯	২,২১,০০,০৯০ ”

ভারতবর্ষের তামাকের খরচ—(আমদানী)

১৯৩১-৩২	৯৪,৩৪,৪৫৪ টাকা	১৯৩৫-৩৬	৬১,৫৬,০৫২ টাকা
১৯৩২-৩৩	৯৬,৯৩,৫৯৬ ”	১৯৩৬-৩৭	৮৩-১১,০০০ ”
১৯৩৩-৩৪	৭২,১৪,৬২১ ”	১৯৩৭-৩৮	৮৯.৪৮,০০০ ”
১৯৩৪-৩৫	৬১,৮২,৪৩০ ”	১৯৩৮-৩৯	৮৯,০০,০০০ ”

ভারতে জন্ম, মৃত্যু ও স্বাস্থ্য

ভারতে শিশুর মৃত্যু

	হাজারকরা মৃত্যুহার		হাজারকরা মৃত্যুহার
১৯২৫	১৭৪	১৯৩১	১৭৯
১৯২৬	১৮৯	১৯৩২	১৬৯
১৯২৭	১৬৩	১৯৩৩	১৭১
১৯২৮	১৭২	১৯৩৪	১৮৭
১৯২৯	১৭৮	১৯৩৫	১৬৪
১৯৩০	১৮১	১৯৩৬	১৬২
		১৯৩৭	১৬১

জন্ম ও মৃত্যুর অনুপাত

	হাজারকরা জন্মের অনুপাত		হাজারকরা মৃত্যুর অনুপাত
১৯২৯	৩৫·৪৭	১৯২৯	২৫·৯৫
১৯৩০	৩৫·৯৯	১৯৩০	২৬·৮৫
১৯৩১	৩৪·৩৮	১৯৩১	২৪·৮৯
১৯৩২	৩৩·৭	১৯৩২	২১·৬
১৯৩৩	৩৫·৫	১৯৩৩	২২·৪
১৯৩৪	৩৩·৭	১৯৩৪	২৪·৯
১৯৩৫	৩৪·৯	১৯৩৫	২৩·০
১৯৩৬	৩৫·৬	১৯৩৬	২২·৭
১৯৩৭	৩৪·৫	১৯৩৭	২২·৪

জন্মের হার

	হাজারকরা জন্মের অনুপাত	শতকরা স্ত্রীলোক প্রতি পুরুষ জন্মের সংখ্যা
১৯২৯	৩৫·৪৭	১০৭·৯
১৯৩০	৩৫·৯৯	১০৭·৯
১৯৩১	৩৪·৩৮	১০৭·৯
১৯৩২	৩৪·০৮	১০৮·১
১৯৩৩	৩৬·৪৩	১০৮·১
১৯৩৪	৩৩·৭	...
১৯৩৫	৩৪·৯	১০৮

ব্রিটিশ ভারতে জন্ম ও মৃত্যু

	জন্ম	মৃত্যু
১০২৯	৮৫,৬৫,৩৪১	৬২,৬৭,৩৯১
১৯৩০	৮৬,৯০,৭১৪	৬৪,৮৩,৪৪৯
১৯৩১	৮৮,১৪,৮৩৬	৬৪,০৪,৯৯০
১৯৩২	৮৭,১৮,৬২০	৫৫,৯৬,২৪৬
১৯৩৩	৯৩,১৭,৯১৮	৫৮,৭০,৩৩৬
১৯৩৪	৮৯,২৩,১৬৯	৬৬,০৬,৬৯৯
১৯৩৫	৯২,৯৯,০২১	৬৩,৩১,৫৭৬
১৯৩৬	৯৫,৬৬,৩৭৯	৬১,১১,৩৫৮
১৯৩৭	৯৩,৮৮,৪৫৭	৬১,১২,৩৫৭

জনস্বাস্থ্য বাবদ আয় ও খরচ

	আয় (টাকা)	খরচ (টাকা)
১৯৩৪	৩,৮৭,৭৭,৬০০	৩,৮২,৫৩,৬৩৩
১৯৩৫	৩,৫৭,২৩,৬৪২	৩,৫১,১৮,০৮৬
১৯৩৬	৩,৬৫,৭৭,০১৮	৩,৬২,২৬,৮৩১
১৯৩৭	৩,৭২,৯২,৭৩৭	৩,৭৭,৬৬,১৭৮

ভারতীয় মেডিকেল কলেজ ও স্কুল

মেডিকেল কলেজ—

পাঞ্জাব—কিং এডোয়ার্ড মেডিকেল কলেজ, লাহোর।

দিল্লী—লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিকেল কলেজ (কেবলমাত্র নারীদের জন্য)।

যুক্ত প্রদেশ—কিং এডোয়ার্ড মেডিকেল কলেজ, লক্ষ্ণৌ।

বিহার উড়িষ্যা—প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্‌ মেডিকেল কলেজ, পাটনা।

বাংলা—মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতা; কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতা।

বোম্বাই—গ্রাণ্ট মেডিকেল কলেজ, বোম্বাই, ও শেঠ গোবর্দ্ধন দাস সুন্দরদাস মেডিকেল কলেজ, বোম্বাই।

মাদ্রাজ—মেডিকেল কলেজ, মাদ্রাজ ও মেডিকেল কলেজ, ভিজাগাপট্টম।

মেডিকেল স্কুল—

পাঞ্জাব—মেডিকেল স্কুল, অমৃতসর ও পাঞ্জাব মেডিকেল স্কুল (কেবলমাত্র নারীদের জন্য), লুধিয়ানা।

যুক্ত প্রদেশ—মেডিকেল স্কুল, আগ্রা ও নারী মেডিকেল স্কুল, আগ্রা।

বিহার—মেডিকেল স্কুল, দ্বারভাঙ্গা।

উড়িষ্যা—উড়িষ্যা মেডিকেল স্কুল, কটক।

বাংলা—ক্যাম্বেল স্কুল, কলিকাতা; লিটন স্কুল, ময়মনসিংহ; রোণাল্ডশে স্কুল, বর্দ্ধমান; চট্টগ্রাম স্কুল, চট্টগ্রাম; জ্যাকসন স্কুল, জলপাইগুড়ি; সম্মিলনী স্কুল, বাঁকুড়া: ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুল, কলিকাতা; মিটফোর্ড স্কুল, ঢাকা; কলিকাতা মেডিকেল স্কুল, কলিকাতা ও ট্রপিক্যাল স্কুল, কলিকাতা।

মধ্যপ্রদেশ—রবার্টসন স্কুল, নাগপুর।

মধ্য ভারত—কিং এডোয়ার্ড স্কুল, ইন্দোর।

বোম্বাই—মেডিকেল স্কুল, পুণা; মেডিকেল স্কুল, আহমদাবাদ, জাতীয় কলেজ, বোম্বাই।

সিন্ধু—মেডিকেল স্কুল, হায়দ্রাবাদ, সিন্ধু।

আসাম—বেরি হোয়াইট স্কুল, ডিব্রুগড়।

খেলা-ধূলা

ভারতীয় টেনিস খেলা

পুরুষ-সিঙ্গল্

১৯১০	এটকিনসন	১৯২৮	অসম্পূর্ণ
১৯১১	ডেভিস	১৯২৯	পি, এল, মেটা
১৯১২	ডেভিস	১৯৩০	বব
১৯১৩	এটকিনসন	১৯৩১	কাপুর
১৯১৪	এটকিনসন	১৯৩২	কাপুর
১৯১৯	নাগু	১৯৩৩	বব
১৯২০	জেকব	১৯৩৪	সোহনলাল
১৯২১	বব	১৯৩৪	পালডা
১৯২২	শ্লীম	১৯৩৬	মেনজেল
১৯২৩	মুখার্জ্জি	১৯৩৭	বব
১৯২৪	এন্ড্রি	১৯৩৮	কাপুর
১৯২৫	এন্ড্রি	১৯৩৯	গাউস মহম্মদ
১৯২৬	বব	১৯৪০	পুনেস্ক
১৯২৭	বব	১৯৪১	গাউস মহম্মদ

নারী-সিঙ্গ্‌ল্

১৯১০	মিসেস কেণ্ডেল	১৯১৩	মিস ওয়ারবার্টন
১৯১১	মিস ওয়ারবার্টন	১৯১৪	মিসেস লেসলি জোন্‌স্
১৯১২	মিসেস এডাম্‌স্	১৯১৯	মিসেস ডিকেন্স

১৯২০	মিসেস কেলি	১৯৩১	মিস লীলা রাও
১৯২১	মিসেস কেম্বল্	১৯৩২	মিস স্যাণ্ডিসন
১৯২২	মিসেস কোভেল	১৯৩৩	মিস স্যাণ্ডিসন
১৯২৩	মিসেস কীজ	১৯৩৪	মিস স্যাণ্ডিসন
১৯২৪	মিসেস গাফ্	১৯৩৫	মিস স্যাণ্ডিসন
১৯২৫	মিসেস ম্যাক্কেনা	১৯৩৬	মিস লীলা রাও
১৯২৬	মিসেস ম্যাককেনা	১৯৩৭	মিস লীলা রাও
১৯২৭	মিস স্যাণ্ডিসন	১৯৩৮	মিস লীলা রাও
১৯২৮	অসম্পূর্ণ	১৯৩৯	মিস কার্টিস্
১৯২৯	মিস স্যাণ্ডিসন	১৯৪০	মিস লীলা রাও
১৯৩০	মিস স্যাণ্ডিসন	১৯৪১	ঐ

নারী-ডবল্

১৯৩৪	...	মিস স্যাণ্ডিসন ও মিস হার্ভি জনষ্টন
১৯৩৫	...	ঐ ঐ
১৯৩৬	...	মিস গিবসন ও মিস জনষ্টন
১৯৩৭	...	মিস লীলা রাও ও মিস দুবাস
১৯৩৮	...	কোন খেলা হয় নাই
১৯৩৯	...	মিসেস ফুটিট ও মিস উডব্রিজ
১৯৪০	...	মিস উডব্রিজ ও মিস ফুটিট
১৯৪১	...	মিস হাজী ও মিস স্যানসোনী

মিক্সড্-ডাবলস্

১৯৩৪	...	ব্রুক এডোয়ার্ডস ও মিস স্যাণ্ডিসন
১৯৩৫	..	কৃষ্ণস্বামী ও মিস স্যাণ্ডিসন

১৯৩৬	...	হজস্ ও মিস গিবসন
১৯৩৭	...	মার্শাল ও মিসেস লেকম্যান
১৯৩৮	...	মেটা ও মিসেস ফুটইট
১৯৩৯	...	ঐ
১৯৪০	...	ইফতিকার আহম্মদ ও মিস উডব্রিজ
১৯৪১	...	গাউস মহম্মদ ও মিস হুবাস

পুরুষ-ডাবল্‌স্

১৯৩৪	...	সহানি ও ভাণ্ডারি
১৯৩৫	...	কুকুলজিভিক ও শাফের (যুগোশ্লাভিয়া)
১৯৩৬	...	মেনজেল ও হেক্‌ট্‌
১৯৩৭	...	কাপুর ও ওয়াই, সিং
১৯৩৮	...	ওয়াই, সিং ও মেটা
১৯৩৯	...	সাভুর ও মেটা
১৯৪০	...	পুনেস্ক ও মিটিক
১৯৪১	...	গাউস মহম্মদ ও ওয়াই, সিং

নিখিল ভারত টেষ্ট ম্যাচ

ইংলণ্ডে খেলা

১৯৩২

ইংলণ্ড ২৯৫ (জার্ডিন ৭৯, এমেস ৬৫ ; নিশার ৯৩ রাণে ৫ উইকেট) ও ৮টিতে ২৭৫ (জার্ডিন ৮৫ নট আউট, পেণ্টার ৫৪ ; জাহাঙ্গীর খাঁ ৬০ রাণে ৪ উইকেট) ; ভারতবর্ষ ১৮৯ (সি, কে, নাইডু ৪০ ; বাওয়েস ৪৯ রাণে ৪ ; ভোস ২৩ রাণে ৩) ও ১৮৭ (অমর সিং ৫১ ; হ্যামণ্ড ৯৩ রাণে ৩)—ইংলণ্ড ১৫৮ রাণে বিজয়ী।

১৯৩৬

(লর্ডসের খেলা)—ইংলণ্ড ১৩৪ (লেলাণ্ড ৬০ ; অমর সিং ৩৫ রাণে ৬) ও ১০৮ এক উইকেটে (গিম্বলেট ৬৭ নট আউট ; নিশার ২৬ রাণে ১) ; ভারতবর্ষ ১৪৭ (মার্চেণ্ট ৩৫ ; অ্যালেন ৩৫ রাণে ৫) ও ৯৩ (হিণ্ডলেকার ১৭, অ্যালেন ৪৩ রাণে ৫ ; ভেরিটি ১৭ রাণে ৪)—ইংলণ্ড ৯ উইকেটে জয়ী।

(ম্যাঞ্চেষ্টারের খেলা)—ইংলণ্ড ৮ উইকেটে ৫৭১ (হ্যামণ্ড ১৬৭, হার্ডষ্টাফ ৯৪, ওয়ার্দিংটন ৮৭, ভেরিটি ৬৬ নট আউট ; নাইডু, অমর সিং ও নিশার প্রত্যেকে ২ উইকেট ৮৪,১২১ ও ১২৫ রাণ) ও ভারতবর্ষ ২০৩ (ওয়াজির আলি ৪২, রামস্বামী ৪০, মার্চেণ্ট ৩৩ ; (ভেরিটি ৪১ রাণে ৪) ও ৫ উইকেট ৩৯০ (মার্চেণ্ট ১১৪, মুস্তাক আলি ১১২, রামস্বামী ৬০ অমর সিং ৪৮ নট আউট ; রবিন্স ১০৩ রানে ৩ উইকেট)। ফলাফল সমান।

(ওভালের খেলা)—ইংলণ্ড ৮ উইকেট খেলিয়া ৪৭১ (হ্যামণ্ড ২১৭, ওয়ার্দিংটন ১২৮) ও ১ উইকেটে ৬৪ ; ভারতবর্ষ ২২২ (মুস্তাক আলি ৫২, দিলওয়ার হোসেন ৫২ ; ভেরিটি ৩৬ রাণে ৩, সিম্‌স্ ৭৩ রাণে ৫) ও ৩১২ (এলেন ৮০ রাণে ৭)—ইংলণ্ড ৯ উইকেটে বিজয়ী।

ভারতবর্ষে খেলা

১৯৩৩—৩৪

বোম্বাইতে—ইংলণ্ড ৪৩৮ (ভ্যালেনটিন ১৩৬, ওয়ালটার্স ৭৮, জার্ডিন ৬০ ; নিশার ৯০ রাণে ৫) ও ১ উইকেটে ৪০ ; ভারতবর্ষ ২১৯ (অমরনাথ ৩৮ ; ল্যাংরিজ, ভেরিটি, নিকলস্ প্রত্যেকে ৪২, ৪৪ ও ৫৩ রাণে প্রত্যেকে ৩) ও ২৫৮ (অমরনাথ ১১৮, নাইডু ৬৭ ; নিকলস্ ৫৫ রাণে ৫)—ইংলণ্ড ৯ উইকেটে বিজয়ী।

কলিকাতা—ইংলণ্ড ৪০৩ (ল্যাংরিজ ৭০, জার্ডিন ৬১, ভেরিটি ৫৫ নট আউট ; অমর সিং ১০৬ রাণে ৪) ও ২ উইকেটে ৭ ; ভারতবর্ষ ২৪৭ (দিলওয়ার হোসেন ৫৯, মার্চেন্ট ৫৪ ; ভেরিটি ৬৪ রাণে ৪) ও ২৩৭ (দিলওয়ার হোসেন ৫৭, নওমল ৪৩ ; ভেরিটি ৭৬ রাণে ৪)— ফলাফল সমান।

মাদ্রাজ—ইংলণ্ড ৩৮৫ (বেকওয়েল ৮৫, জার্ডিন ৬৫, ওয়ালটার্স ৫৯ ; অমর সিং ৮৬ রাণে ৭) ও ৭ উইকেটে ২৬১ (ওয়ালটার্স ১০২ ; নাজির আলি ৮৩ রাণে ৪) ; ভারতবর্ষ ১৪৫ (মার্চেন্ট ২৬ ; ভেরিটি ৪৯ রাণে ৭) ও ২৪৯ (পাতিয়ালার যুবরাজ ৬০, ল্যাংরিজ ৬৩ রাণে ৫)—ইংলণ্ড ২০২ রাণে জয়ী।

নিখিল-ভারত সখের বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন

১৯৩১—এম, এম, বেগ
১৯৩২—পি, দেব
১৯৩৩—এম, মীড
১৯৩৪—মং বা সিন
১৯৩৫—পি, দেব
১৯৩৬—পি, দেব
১৯৩৭—এম, এম, বেগ
১৯৩৮—পি, দেব
১৯৩৯—পি, দেব
১৯৪০—এস, এইচ, লিথ
১৯৪১——ভি, আর, ক্রিয়ার

নিখিলভারত ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ন

১৯৩৫	টি, ব্যানার্জ্জি (বাংলা)।
১৯৩৬	জি, লিউইস (লাহোর)।
১৯৩৭	জি, লিউইস (লাহোর)।
১৯৩৮	জি, লিউইস (লাহোর)
১৯৩৯	জি, লিউইস (লাহোর)
১৯৪০	চি, চুন কেং (পিনাং)

নিখিলভারত ব্যাডমিণ্টন নারী চ্যাম্পিয়ন

১৯৩৫	মিসেস বোলাণ্ড (সিন্ধল্)
১৯৩৬	পি, গস
১৯৩৭	মিস পি, গস
১৯৩৮	মিস পি, কুক
১৯৩৯	মিসেস এসডন
১৯৪০	মিস পি, গস

ভারতীয় বনাম ইউরোপীয় ফুটবল

১৯২০	ইউরোপীয়	হারায়	ভারতীয়	দলকে	৪—১	গোলে
১৯২১	ভারতীয়	„	ইউরোপীয়	„	১—০	„
১৯২২	ইউরোপীয়	„	ভারতীয়	„	২—০	„
১৯২৩	„	„	„	„	২—১	„
১৯২৪	ভারতীয়	„	ইউরোপীয়	„	৩—১	„
১৯২৫	„	„	„	„	২—০	„
১৯২৬	„	„	„	„	২—০	„
*১৯২৭	„	„	„	„	২—০	„
১০২৭	„	„	„	„	১—০	„
১৯২৮	ইউরোপীয়	„	ভারতীয়		২-	
১৯২৯	ভারতীয়	„	ইউরোপীয়		৩-	
১৯৩০	খেলা হয় নাই					
১৯৩১	ইউবোপীয়	„	ভারতীয়	„	৩—০	„
১৯৩২	ভারতীয়	„	ইউরোপীয়	„	৫—০	„
১৯৩৩	„	„	„	„	২—১	„
১৯৩৪	ইউরোপীয়	„	ভারতীয়	„	৪—০	„
১৯৩৫	ইউরোপীয়	„	„	„	২—১	„
†১৯৩৫	ভারতীয়	„	ইউরোপীয়	„	৩—১	„
১৯৩৬	„	ড্র করে	„	দলের সহিত	৩—৩	„
১৯৩৭	„	হারায়	„	দলকে	১—০	„
১৯৩৮	ইউরোপীয়	„	ভারতীয়	„	৩—০	„

* ১৯২০-এর দ্বিতীয় প্রতিযোগিতা আশুতোষ স্মৃতিভাণ্ডারের সাহায্যে খেলা হয়।

† রাজা পঞ্চম জর্জ্জ রজত-জুবিলী ভাণ্ডারের সাহায্যে খেলা হয়।

১৯৩৯ ভারতীয় ড্র করে ইউরোপীয় দলের সহিত ২—২ গোল

১৯৪০ ভারতীয় হারায় ইউরোপীয় দলকে ৩—২ "

১৯৪১ ভারতীয় হারায় ইউরোপীয় দলকে ২—০ গোল

ভারতীয় ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ন

[রণজি ট্রফি—বিখ্যাত ব্যাটস্‌ম্যান রণজিৎ সিংয়ের স্মৃতি রক্ষার্থ পাতিয়ালার মহারাজ প্রদত্ত সোণার কাপ]

১৯৩৪-৩৫—বোম্বাই (২০৬ ও ৩০০ রাণ) হারায় উত্তর ভারতকে (২১৯ ও ২৩৯ রাণ) ২০৮ রানে।

১৯৩৫-৩৬—বোম্বাই হারায় মাদ্রাজকে ১৯০ রাণে।

১৯৩৬-৩৭—নবনগর (৪২৪ ও ৩৮৩ রাণ) হারায় বাংলাকে (৩১৫ ও ২৩৬ রাণ) ২৫৬ রাণে।

১৯৩৭-৩৮—হায়দ্রাবাদ হারায় নবনগরকে এক উইকেটে।

১৯৩৮-৩৯—বাংলা হারায় দক্ষিণ পাঞ্জাবকে ১৭৮ রাণে।

১৯৩৯-৪০—মহারাষ্ট্র হারায় যুক্তপ্রদেশকে ১০ উইকেটে।

১৯৪০-৪১—মহারাষ্ট্র হারায় মাদ্রাজকে ছয় উইকেটে।

কোয়াড্রাঙ্গুলার ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ন

১৯৩৪—মহমডান দল

১৯৩৫—মহমডান দল

১৯৩৬—হিন্দুদল

পেনটাঙ্গুলার ক্রিকেট (বোম্বাই)

১৯৩৭—মহমডান দল (হিন্দুরা খেলে নাই)

১৯৩৮—মহমডান দল হিন্দুদের হারায়

১৯৩৯—হিন্দুরা মহমডান দলকে হারায়

১৯৪০—মহামডান দল রেষ্ট দলকে হারায় (হিন্দুরা খেলে নাই)

১৯৪১

কয়েকটি নিখিল ভারতীয় রেকর্ড

ছয় মাইল দৌড়	রাওনক সিং, পাতিয়ালা	৩১	মিঃ	৩৩·৫	সেঃ
ইপ্‌ষ্টেপ ও লাফ	মেহের চাঁদ, পাঞ্জাব	৬৪	ফিট	১০$\frac{১}{২}$	ইঞ্চি
পোল ভল্ট	আবদুল সাফি খাঁ, পাঞ্জাব	১২	"	$\frac{৭}{৮}$	"
হাতুড়ি নিক্ষেপ	ড্রামণ্ড, পাঞ্জাব	১২৮	ফিট	১$\frac{১}{২}$	"
লম্বা লাফ	নিরঞ্জন সিং পাঞ্জাব, ১৯৩৪	২২	"	১০$\frac{১}{২}$	"
উচ্চ লাফ	পৃষ্টলী, মাদ্রাজ	৬		$\frac{৭}{৮}$	"
বল্লম ছোঁড়া	হুইটার, পাঞ্জাব	১৮৩		২$\frac{৩}{৪}$	"
শট-পুট	জহুর আহম্মদ, পাঞ্জাব	৪৪		৮$\frac{১}{২}$	"
একমাইল দৌড়	আর, জাজ	৪	মিনিট	৩১·২	সেকেণ্ড
তিন মাইল দৌড	রাওনক সিং, পাতিয়ালা	১৫	"	৩·৭	"
৪০০ গজ দৌড়	গানজার, বাংলা			৪৯·৮	"
ভার উত্তোলন	এম, শাকি, পাঞ্জাব			৭২৭$\frac{১}{২}$	পাউণ্ড
১০০ গজ দৌড়	ভেরেনস্ক, বাংলা			৯·৭	সেকেণ্ড
৪৪০ গজ হার্ডল দৌড়	হামীদ, পাঞ্জাব			৫৮·০	"
৮৮০ গজ দৌড়	জি, পি, ভল্ল, পাঞ্জাব	১	"	৫৯·২	"
২২০ গজ দৌড়	এম, স্টুটন, বাংলা			২২·২	"
এক মাইল সাঁতার	ডি, দাস, কলিকাতা	২৪	মিনিট	৭$\frac{১}{৫}$	"
১০০ মিটার সাঁতার	দিলীপ মিত্র	১	"	৭$\frac{১}{৫}$	"
" " চিৎ সাঁতার	রাজারাম সাহু	১	"	২১$\frac{৩}{১০}$	"
১৫০০ মিটার সাঁতার	ডি, দাস, বাংলা	২১	"	৫৬$\frac{৩}{১০}$	"
না থামিয়া সাঁতার	রবিন চট্টোপাধ্যায়	৮৮	ঘণ্টা	১২	মিনিট
২২০ গজ সাঁতার	ট্রাউন্স (রয়েল এয়ার ফোর্স)	৩	"	৩৫$\frac{৪}{৫}$	"
২০০ " চিৎ সাঁতার	পি, মল্লিক, কলিকাতা			৩৯	..

অন্তঃ প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট

১৯৩৫-৩৬—পাঞ্জাব হারায় বোম্বাইকে।

১৯৩৬-৩৭—পাঞ্জাব হারায় নাগপুরকে।

১৯৩৭-৩৮—পাঞ্জাব না খেলিয়া জয়লাভ করে।

১৯৩৮-৩৯—বোম্বাই হারায় পাঞ্জাবকে।

১৯৩৯-৪০—বোম্বাই হারায় পাঞ্জাবকে।

১৯৪৭-৪১—বোম্বাই হারায় হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়কে।

আই, এফ, এ শীল্ড

বৎসর	দল	প্রতিযোগিতার সংখ্যা	বৎসর	দল	প্রতিযোগিতার সংখ্যা
১৮৯৩	রয়েল আইরিশ	১৩	১৯০৬	ক্যালকাটা	১১
১৮৯৪	রয়েল আইরিশ	১৫	১৯০৭	এইচ, এল, আই	১৫
১৮৯৫	রয়েল ওয়েলস ফুজিলিয়ার্স	১১	১৯০৮	গর্ডন্‌স্	১৫
১৮৯৬	ক্যালকাটা	১২	১৯০৯	গর্ডন্‌স্	১১
১৮৯৭	ডালহৌসি	১৩	১৯১০	গর্ডন্‌স্	১৪
১৮৯৮	গ্লেসেষ্টার রিজিমেন্ট	১১	১৯১১	মোহনবাগান	২০
১৮৯৯	সাউথ ল্যাঙ্কাশায়ার	১৪	১৯১২	রয়েল আইরিশ	১৮
১৯০০	ক্যালকাটা	১৩	১৯১৩	রয়েল আইরিশ	২২
১৯০১	রয়েল আইরিশ	১৪	১৯১৪	কিংস ওন রেজিমেন্ট	২৫
১৯০২	৯৩নং হাইলাণ্ডার্স	১৩	১৯১৫	ক্যালকাটা	২২
১৯০৩	ক্যালকাটা	১১	১৯১৬	দ্বিতীয় নর্থ ষ্টাফোর্ডস্	৩৫
১৯০৪	ক্যালকাটা	১২	১৯১৭	মিড্‌লসেক্স	৩৭
১৯০৫	ডালহৌসি	১২	১৯১৮	ট্রেণিং রিজার্ভ ব্যাটালিয়ন	৩৯

বৎসর	দল	প্রতিযোগিতার সংখ্যা
১৯১৯	প্রথম ব্যাটালিয়ন ব্রেকনকশায়ার	৩১
১৯২০	ব্ল্যাক ওয়াচ	২৭
১৯২১	তৃতীয় ব্যাটালিয়ন ওরচেষ্টারশায়ার রেজিমেণ্ট	২৫
১৯২২	ক্যালকাটা	২৪
১৯২৩	ক্যালকাটা	২৬
১৯২৪	ক্যালকাটা	১৯
১৯২৫	দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ন রয়েল স্কট ফুসিলিয়ার্স	২৪
১৯২৬	দ্বিতীয় ব্যাটলিয়ন শেরউড ফরেষ্টার্স	৩১
১৯২৭	দ্বিতীয় ব্যাটলিয়ন শেরউড ফরেষ্টার্স	৩২
১৯২৮	দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ন শেরউড ফরেষ্টার্স	৩৬
১৯২৯	দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ন রয়েল আলষ্টার রাইফল্‌স্‌	৩৬
১৯৩০	দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ন সীফোর্থ হাইল্যাণ্ডার্স	২৮
১৯৩১	দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ন হাইল্যাণ্ড লাইট ইন্‌ফ্যাণ্ট্রি	৩৫
১৯৩২	দ্বিতীয় ব্যাটলিয়ন এসেক্স রেজিমেণ্ট	৩৯
১৯৩৩	ডি, সি, এল, আই	৩৪
১৯৩৪	ফাইন্যাল খেলা হয় নাই	
১৯৩৫	ইষ্ট ইয়র্কস	৩৮
১৯৩৬	মহমডান স্পোর্টিং	৪৫
১৯৩৭	ষষ্ঠ ফিল্ড ব্রিগেড	৫১
১৯৩৭	ইষ্ট ইয়র্কস	৪৫
১৯৩৯	পুলিস	
১৯৪০	এরিয়ান্স	

ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ন—প্রথম ডিভিসন

বৎসর	দল
১৮৯৮	প্রথম গ্লষ্টার্স
১৮৯৯	ক্যালকাটা
১৯০০	রয়েল আইরিশ রাইফল্‌স্‌
*১৯০১	রয়েল আইরিশ রাইফল্‌স্‌
১৯০২	কিংস ওন স্কটিশ বর্ডারার্স
১৯০৩	৯৩ নং হাইল্যাণ্ডার্স
১৯০৪	কিংস ওন ল্যাঙ্কাষ্টার
১৯০৫	কিংস ওন ল্যাঙ্কাষ্টার

* রেকর্ড খেলা হইয়াছিল

১৯০৬ হাইল্যাণ্ড লাইট ইনফ্যান্ট্রি
১৯০৭ ক্যালকাটা
১৯০৮ দ্বিতীয় গর্ডন হাইল্যাণ্ডার্স
১৯০৯ দ্বিতীয় গর্ডন হাইল্যাণ্ডার্স
*১৯১০ ডালহৌসি
১৯১১ ৭০ কোম্পানী আর, জি, এ
১৯১২ ব্ল্যাক ওয়াচ
১৯১৩ ব্ল্যাক ওয়াচ
১৯১৪ ৯১ নং হাইল্যাণ্ডার্স
১৯১৫ ১০ম মিডল্‌সেক্স
১৯১৬ ক্যালকাটা
১৯১৭ প্রথম ব্যাটালিয়ন লিঙ্কস্
১৯১৮ ক্যালকাটা
১৯১৯ ১২ নং স্পেশাল সার্ভিস ব্যাটালিয়ন
১৯২০ ক্যালকাটা
১৯২১ ডালহৌসি
১৯২২ ক্যালকাটা
২৯২৩ ক্যালকাটা
১৯২৪ ক্যামেরণ হাইলাণ্ডার্স
১৯২৫ ক্যালকাটা
†১৯২৬ প্রথম ব্যাটালিয়ন নর্থ ষ্টাফোর্ডশায়ার রেজিমেণ্ট
১৯২৭ প্রথম ব্যাটালিয়ন নর্থ ষ্টাফোর্ডশায়ার রেজিমেণ্ট
১৯২৮ ডালহৌসি
১৯২৯ ডালহৌসি
১৯৩০ দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ন লয়েল রেজিমেণ্ট
১৯৩১ ডারহাম লাইট ইনফ্যান্ট্রি
১৯৩২ ডারহাম লাইট ইনফ্যান্ট্রি
১৯৩৩ ডারহাম লাইট ইনফ্যান্ট্রি
১৯৩৪ মহমডান স্পোর্টিং
১৯৩৫ মহমডান স্পোর্টিং
১৯৩৬ মহমডান স্পোর্টিং
১৯৩৭ মহমডান স্পোর্টিং
১৯৩৮ মহমডান স্পোর্টিং
১৯৩৯ মোহনবাগান
১৯৪০ মহমডান স্পোর্টিং

* গড়পড়তা গোল সংখ্যায় বিজয়ী
† ক্যালকাটার সহিত পুনরায় খেলিয়া জয়ী

ডুরাণ্ড টুর্ণামেণ্ট

১৮৮৮ রয়াল স্কটস্ ফুসিলিয়ার্স
১৮৮৯ এইচ, এল, আই
১৮৯০ এইচ, এল, আই
১৮৯১ স্কাটিশ বর্ডারার্স
১৮৯২ স্কটিশ বর্ডারার্স
১৮৯৩ এইচ, এল, আই
১৮৯৪ এইচ, এল, আই
১৮৯৫ এইচ, এল, আই
১৮৯৬ সমারসেট এল, আই
১৮৯৭ ব্ল্যাকওয়াচ
১৮৯৮ ব্ল্যাকওয়চ
১৮৯৯ ব্ল্যাকওয়াচ
১৯০০ এস, ডবলিউ, বর্ডারার্স
১৯০১ এস, ডবলিউ, বর্ডারার্স
১৯০২ হ্যাম্পশায়ার রেজিমেণ্ট
১৯০৩ রয়েল আইরিশ রাইফেল্স্
১৯০৪ নর্থ ষ্টাফোর্ডশায়ার
১৯০৫ রয়াল ড্রাগুনস্
১৯০৬ ক্যামেরোনিয়ান্স
১৯০৭ ক্যামেরোনিয়ান্স
১৯০৮ ল্যাঙ্কাষ্টার ফুসিলিয়ার্স
১৯০৯ ল্যাঙ্কাষ্টার ফুসিলিয়ার্স
১৯১০ রয়েল স্কট্স্
১৯১১ ব্ল্যাকওয়াচ
১৯১২ রয়েল স্কটস্
১৯১৩ ল্যাঙ্কাষ্টার ফুসিলিয়ার্স
১৯১৪-১৯ খেলা হয় নাই
১৯২০ ব্ল্যাকওয়াচ
১৯২১ তৃতীয় ওরসেষ্টার্স
১৯২২ ল্যাঙ্কাষ্টার ফুসিলিয়াস্
১৯২৩ চেশায়ারস
১৯২৪ প্রথম ওরসেষ্টাস্
১৯২৫ শেরউড ফরেষ্টার্স
১৯২৬ ডারহাম্স্
১৯২৭ ইয়র্ক ও ল্যাঙ্কাষ্টার
১৯২৮ শেরউড ফরেষ্টার্স
১৯২৯ ইয়র্ক ও ল্যাঙ্কাষ্টার
১৯৩০ ইয়র্ক ও ল্যাঙ্কাষ্টার
১৯৩১ ডেভনশায়ার রেজিমেণ্ট
১৯৩২ কিংস শ্রপশায়ার্স
১৯৩৩ কিংস শ্রাপশায়ার্স
১৯৩৪ বি কোর সিগন্যাল্স্
১৯৩৫ দ্বিতীয় বর্ডার রেজিমেণ্ট
১৯৩৬ দ্বিতীয় অর্গাইল ও সাদার-ল্যাণ্ড হাইল্যাণ্ডাস
১৯৩৭ দ্বিতীয় বর্ডার রেজিমেণ্ট
১৯৩৮ এস, ডবলু বর্ডারাস
১৯৩৯ খেলা হয় নাই
১৯৪০ মহমডান স্পোর্টিং

রোভার্স কাপ

১৮৯১ প্রথম ওরসেষ্টার রেজিমেণ্ট
১৮৯২ প্রথম ওরসেষ্টার রেজিমেণ্ট
১৮৯৩ দ্বিতীয় ল্যাঙ্কাষ্টার ফুসিলিয়ার্স
১৮৯৪ প্রথম রয়েল স্কট্‌স্
১৮৯৫ দ্বিতীয় রয়েল স্কট্‌স্
১৮৯৬ দ্বিতীয় ডারহাম্‌স্
১৮৯৭ দ্বিতীয় মিড্‌ল্‌সেক্স রেজিমেণ্ট
১৮৯৮ এইচ, এল, আই
১৮৯৯ দ্বিতীয় রয়েল আইরিশ
১৯০০ ৪২ নং রয়েল হাইলাণ্ডার্স
১৯০১ দ্বিতীয় রয়েল আইরিশ
১৯০২ প্রথম চেশায়ার রেজিমেণ্ট
১৯০৩ প্রথম চেশায়ার রেজিমেণ্ট
১৯০৪ প্রথম চেশায়ার রেজিমেণ্ট
১৯০৫ প্রথম সীফোর্থ হাইল্যাণ্ডার্স
১৯০৬ দ্বিতীয় রয়েল স্কট ফুসিলিয়ার্স
১৯০৭ দ্বিতীয় ইষ্ট ল্যাঙ্কাষ্টার রেজিমেণ্ট
১৯০৮ দ্বিতীয় ওরসেষ্টার রেজিমেণ্ট
১৯০৯ দ্বিতীয় লীসেষ্টারশায়ার
১৯১০ দ্বিতীয় লীসেষ্টারশায়ার
১৯১১ প্রথম রয়েল ওয়ারউইকশায়ার
১৯১২ দ্বিতীয় ডর্সেট রেজিমেণ্ট
১৯১৩ প্রথম স্কটস্ ফুসিলিয়ার্স
১৯১৪-২০ খেলা হয় নাই
১৯২১ প্রথম কে, ও, এল, আই
১৯২২ দ্বিতীয় ডারহাম্‌স্
১৯২৩ দ্বিতীয় ডারহাম্‌স্
১৯২৪ দ্বিতীয় মিডলসেক্স রেজিমেণ্ট
১৯২৫ দ্বিতীয় মিডলসেক্স রেজিমেণ্ট
১৯২৬ দ্বিতীয় মিডলসেক্স রেজিমেণ্ট
১৯২৭ প্রথম চেশায়ার রেজিমেণ্ট
১৯২৮ প্রথম ওয়ারউইকশায়ার
১৯২৯ প্রথম ওয়ারউইকশায়ার
১৯৩০ কে, ও, এস, বি
১৯৩১ আর, ডব্লিউ, কেণ্টস্
১৯৩২ রয়েল আইরিশ ফুসিলিয়ার্স
১৯৩৩ কিংস লিভারপুল রেজিমেণ্ট
১৯৩৪ শেরউড ফরেষ্টার্স
১৯৩৫ কিংস লিভারপুল রেজিমেণ্ট
১৯৩৬ কিংস লিভারপুল রেজিমেণ্ট
১৯৩৭ বাঙ্গালোর মোস্লেমস্
১৯৩৮ ঐ
১৯৩৯ ২৮ ফিল্ড ব্রিগেড
১৯৪০ মহমডান স্পোর্টিং

বাইটন কাপ-হকি

১৮৯৫ ন্যাভাল ভলান্টিয়ার্স
১৮৯৬ ন্যাভাল ভলান্টিয়ার্স
১৮৯৭ এস, পি, জি, মিশন
১৮৯৮ এস, পি, জি, মিশন
১৮৯৯ রেঞ্জার্স
১৯০০ সেণ্ট জেম্‌স্‌ স্কুল
১৯০১ রয়েল আইরিশ রাইফল্‌স্‌
১৯০২ রয়েল আইরিশ রাইফল্‌স্‌
১৯০৩ এস, পি, জি, মিশন, রাঁচি
১৯০৪ হর্ণে ট্রস্‌
১৯০৫ বি, ই, কলেজ, শিবপুর
১৯০৬ এস, পি, জি, মিশন
১৯০৭ এস, পি, জি, মিশন
১৯০৮ কাষ্টম্‌স্‌
১৯০৯ কাষ্টম্‌স্‌
১৯১০ কাষ্টম্‌স্‌
১৯১১ রেঞ্জার্স
১৯১২ কাষ্টম্‌স্‌
১৯১৩ রেঞ্জার্স
১৯১৪ এম, এ, ও, কলেজ
১৯১৫ রেঞ্জার্স
১৯১৬ বি ওয়াই, এসোসিয়েসন
১৯১৭ রেঞ্জার্স
১৯১৮ বি, ওয়াই এসোসিয়েসন, লক্ষ্মৌ
১৯১৯ জাভেরিয়ান্স
১৯২০ আসানসোল ক্লাব
১৯২১ বি, ই, কলেজ, শিবপুর
১৯২২ ই, বি, আর, স্পোর্টস ক্লাব
১৯২৩ লক্ষ্মৌ ওয়াই, এম, এ
১৯২৪ সি, এফ, সি
১৯২৫ কাষ্টম্‌স্‌
১৯২৬ কাষ্টম্‌স্‌
১৮২৭ জাভেরিয়ান্স
১৯২৮ টেলিগ্রাফ রিক্রিয়েসন
১৯২৯ ই, আই, আর স্পোর্টস ক্লাব
১৯৩০ কাষ্টম্‌স্‌
১৯৩১ কাষ্টম্‌স্‌
১৯৩২ কাষ্টম্‌স্‌
১৯৩৩ ঝাঁসি হিরোজ
১৯৩৪ রেঞ্জার্স
১৯৩৫ কাষ্টম্‌স্‌
১৯৩৬ বোম্বাই কাষ্টম্‌স্‌
১৯৩৭ বি, এন, আর, খড়্গপুর
১৯৩৮ কাষ্টম্‌স্‌
১৯৩৯ বি, এন, আর
১৯৪০ ভূপাল ওয়ানডারার্স
১৯৪১ ভগবন্ত ক্লাব ও ভূপাল ওয়ানডারার্স (সমান সমান খেলা)

আগা খাঁ হকি কাপ, বোম্বাই

১৯৩৪	বোম্বাই কাষ্টম্‌স্	১৯৩৮	ভগবন্ত ক্লাব
১৯৩৫	বোম্বাই কাষ্টম্‌স্	১৯৩৯	ভূপাল ওয়াণ্ডারার্স
১৯৩৬	বোম্বাই কাষ্টম্‌স্	১৯৪০	বি, বি, সি, আই
১৯৩৭	লাহোর ওয়াই, এম, সি, এ	১৯৪১	ভগবন্ত ক্লাব

ঘুসি চ্যাম্পিয়ন

ফ্লাই-ওয়েট	(১১২ পাউণ্ড)	লিটল ডেডো (ফিলিপাইনস)
বাণ্টাম-ওয়েট	(১১৮ „)	লিউ সেলিকা (আমেরিকা)
ফেদার-ওয়েট	(১২৬ „)	জোই, আর্চ্চিবল্ড (আমেরিকা)
ক্রাই-ওয়েট	(১৩৫ „)	লিউ জেনকিন্স, (আমেরিকা)
ওয়েল্টার-ওয়েট	(১৪৭ „)	ফিট্‌জি জিভিক, (আমেরিকা)
মিডল্‌-ওয়েট	(১৬০ „)	টনি জিল, (আমেরিকা)
লাইট হেভি-ওয়েট	(১৭৫ „)	ক্রিষ্টোফবিডেস, (আমেরিকা)
হেভি-ওয়েট	(১৭৫ পাউণ্ডের বেশী)	জো লুইস, (আমেরিকা

হেভি ওয়েট ঘুসি চ্যাম্পিয়ন

টম হায়ার	১৮৪১-১৮৪৯	জো গস	১৮৭৬-১৮৮০
ইয়াঙ্কি সুলিভান	১৮৪৯-১৮৫৩	প্যাডি রায়ান	১৮৮০-১৮৮২
জন মরিসি	১৮৫৩-১৮৫৭	জন সুলিভান	১৮৮২-১৮৯২
জন হীনান	১৮৫৭-১৮৬৩	জেমস কর্বেট	১৮৯২-১৮৯৭
জো কোবার্ণ	১৮৬৩-১৮৬৫	রবার্ট ফিজজিমন্স	১৮৯৭-১৮৯৯
জেমস ডান	১৮৬৫-১৮৬৬	জেমস জেফ্রিস	১৮৯৯-১৯০৫
ম্যাইক ম্যাককুল	১৮৬৬-১৮৬৯	মার্ভিন হার্ট	১৯০৫-১৯০৬
টম অ্যালেন	১৮৬৯-১৮৭৬	টমি বার্ণাস	১৯০৬-১৯০৮

জ্যাক জনসন	১৯০৮-১৯১৫	জ্যাক শার্কি	১৯৩২-১৯৩৩
জেস উইলার্ড	১৯১৫-১৯১৮	প্রাইমো কারনেরা	১৯৩৩-১৯৩৪
জ্যাক ডেম্পসি	১৯১৯-১৯২৬	ম্যাক্স বেয়ার	১৯৩৪-১৯৩৫
জেনে টুনি	১৯২৬-১৯২৮	জে ব্রাডক	১৯৩৫-১৯৩৭
ম্যাক শ্মেলিং	১৯৩০-১৯৩২	জো লুইস	১৯৩৭ —

দাবা চ্যাম্পিয়ন

ফিলিদার, ফ্রান্স	১৭৪৫-৯৫	ইমানুয়েল লস্কর, জার্ম্মেণী	১৮৯৪-১৯২১
এম, ডু লাবুর্দ্দোন, ফ্রান্স	১৮৩৪-৪০	কাপাব্লাঙ্কা, কিউবা	১৯২১-২৭
অ্যাণ্ডাসেন, জার্ম্মেণী	১৮৫১-৫৮	আলেক্স আলেখাইন, রাশিয়া	১৯২৭-৩৫
পল মার্ফি, আমেরিকা	১৮৫৮-৬৩	ডাঃ ইউ, ডেন্মার্ক	১৯৩৫-৩৬
ষ্টিনিজ, অষ্ট্রি	১৮৬৬-৯৪	আলেখাইন, রাশিয়া	১৯৩৭—

ক্রিকেট

ইংলণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়া টেষ্ট ম্যাচ

(১৮৭৬-১৯৩৮)

মোট—খেলা হয় ১৪৩টি—ইংলণ্ড ৫৫টিতে ও অষ্ট্রেলিয়া ৫৭টিতে জয়লাভ করে ; ৩১টি ড্র হয়।

প্রথম শ্রেণীর খেলায় ব্যক্তিগত স্কোর

রাণ	খেলোয়াড়	খেলা	বৎসর
*৪৫২	ব্রাডম্যান,	নিউসাউথ ওয়েলস্ বনাম কুইন্স্‌ল্যাণ্ড	১৯৩০
৪৩৭	পন্সফোর্ড,	ভিক্টোরিয়া বনাম কুইন্সল্যাণ্ড	১৯২৮
৪২৯	পন্সফোর্ড,	ভিক্টোরিয়া বনাম টাসমেনিয়া	১৯২৩

* নট আউট

রাণ	খেলোয়াড়	খেলা	বৎসর
৪২৪	ম্যাকলারেন,	ল্যাঙ্কেষ্টার বনাম সমারসেট	১৮৯৫
৩৮৩	গ্রেগরি,	নিউ সাউথ ওয়েলস বনাম কুইন্সল্যাণ্ড	১৯০৬
*৩৬৫	হিল,	সাউথ অষ্ট্রেলিয়া বনাম নিউ সাউথ ওয়েলস	১৯০০
৩৬৪	হাটন	এম, সি, সি বনাম অষ্ট্রেলিয়া	১৯৩৮
*৩৫৭	আবেল,	সারে বনাম সমারসেট	১৮৯৯
৩৫২	পন্সফোর্ড,	ভিক্টোরিয়া বনাম নিউ সাউথ ওয়েলস	১৯২৭
৩৪৫	ম্যাকর্টিনি,	অষ্ট্রেলিয়া বনাম নটস্	১৯২১
*৩৪৪	হেডলি	জামেকা বনাম লর্ড টেনিসন টীম	১৯৩২
৩৪৪	গ্রেস	এম, সি, সি বনাম কেণ্ট	১৮৭৬
*৩৪৩	পেরিণ	এসেক্স বনাম ডার্ব্বিশায়ার	১৯০৪
৩৪১	হার্ষ্ট	ইয়র্কশায়ার বনাম লীসেষ্টার	১৯০৫
৩৪০	ব্রাডম্যান	নিউ সাউথ ওয়েলস বনাম ভিক্টোরিয়া	১৯২৯
৩৩৮	রীড	সারে বনাম অক্সফোর্ড বিশ্ববিত্তালয়	১৮৮৮
৩৩৮	ব্ল্যাণ্ট	ওটাগো বনাম ক্যাণ্টারবারি	১৯৩২
*৩৩৬	হ্যামণ্ড	ইংলণ্ড বনাম নিউ জীল্যাণ্ড	১৯৩৩
৩৩৬	পন্সফোর্ড	ভিক্টোরিয়া বনাম সাউথ অষ্ট্রেলিয়া	১৯২৮
৩৩৪	ব্রাডম্যান	অষ্ট্রেলিয়া বনাম ইংলণ্ড	১৯৩০
৩৩৩	দলীপ সিংজী	সাসেক্স বনাম নরদাণ্ট্স	১৯৩০
৩২৫	স্তাণ্ডহাম	ইংলণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ	১৯৩০
৩২১	মর্ডক	নিউ সাউথ ওয়েলস বনাম ভিক্টোরিয়া	১৮৮২

* নট আউট

টেষ্ট ম্যাচ রেকর্ড

সবচেয়ে বেশী অষ্ট্রেলিয়ান ইনিংস—৬ ডিক্লেয়ার্ড ৭২৯, লর্ডস, ১৯৩০

সবচেয়ে বেশী ইংলিশ ইনিংস—৭ ডিক্লেয়ার্ড ৯০৩, ওভাল ১৩১৮

সবচেয়ে কম অষ্ট্রেলিয়ান ইনিংস—৩৬, এজবাষ্টন, ১৯০২

সবচেয়ে কম ইংলিশ ইনিংশ—৫৩, লর্ডস, ১৮৮৮

সর্ব্বোচ্চ স্কোরার (অষ্ট্রেলিয়ার)—ব্রাডম্যান, ৩৩৪, লীডস ১৯৩০

সর্ব্বোচ্চ স্কোয়ার (ইংলণ্ডের)—হাটন ৩৬৪, ওভাল, ১৯৩৮

সর্ব্বোচ্চ পার্টনারশিপ (ইংলণ্ড)—হবস ও রোডস, ৩২৩, মেলবোর্ণ, ১৯১১-১২

সর্ব্বোচ্চ গড়পড়তা—১৬০১,২৯ উইকেটে, লর্ডস, ১৯৩০

সর্ব্বনিম্ন গড়পড়তা—২৯১,৪০ উইকেটে লর্ডস, ১৮৮৮

সর্ব্বোচ্চ মোট

১১০৭ ভিক্টোরিয়া বনাম নিউ সাউথ ওয়েলস, ১৯২৬-২৭

১০৫৯ ভিক্টোরিয়া বনাম টাসমেনিয়া, ১৯২২-২৩

৯০৩ এম্, সি, সি বনাম অষ্ট্রেলিয়া, ওভাল, ইংল্যাণ্ড, ১৯৩৮

প্রথম উইকেট পার্টনারশিপ

৫৫৫ সাটক্লিফ (৩১৩) ও হোম্‌স্ (২৪২), ১৯৩২

দ্বিতীয় উইকেট পার্টনারশিপ

৫৪১ ব্রাডম্যান ও পন্সফোর্ড ১৯৩৪

স্পোর্টসে পৃথিবীর রেকর্ড

*১০০ মিটার দৌড় জে, ওয়েন্স (আমেরিকা) ১০.২ সেকেণ্ড
*২০০ মিটার দৌড় মেটকাফ (আমেরিকা) ২০ ৩/৫ „
*৪০০ মিটার দৌড় হারবিস (জার্মানী) ৪৬.০ „
*৮০০ মিটার দৌড় হারবিগ (ঐ) ১ মিনিট ৪৬.৬ „
*১৫০০ মিটার দৌড় লাভলক (নিউজিল্যাণ্ড) ৩ ” ৪৭.৮ „
৩০০০ মিটার দৌড় হোকার্ট (ফিনল্যাণ্ড) ৮ মিনিট ১৪ ৪/৫ সেকেণ্ড
৫০০০ মিটার দৌড় ম্যাককি (ফিনল্যাণ্ড) ১৪ „ ৩১ ১/৫ „
*১০,০০০ মিটার দৌড় ম্যাককি (ফিনল্যাণ্ড) ১৪ মিনিট ৮.৮ সেকেণ্ড
মারাথন (২৬ মাইল ৩৮৫ গজ) কে, সোন (জাপান)
২ ঘণ্টা ২০ মিনিট ১৯.২ সেকেণ্ড
৫০,০০০ মিটার হাঁটা গ্রীণ (ইংলণ্ড) ৪ ঘণ্টা ১৩ মিনিট ১০ সেকেণ্ড
৪০০ মিটার হার্ডল গ্লেন হার্ডিন (আমেরিকা) ৫০ মিনিট ৬ সেকেণ্ড
*১৬০০ মিটার রিলে আমেরিকা ৩ মিনিট ৮ ১/৫ সেকেণ্ড
* উচ্চ লাফ জনসন (আমেরিকা) ৬ ফিট ৯ ৩/৪ ইঞ্চি
* লম্বা লাফ ওয়েন্স (আমেরিকা) ২৬ ফিট ৮ ১/৪ ইঞ্চি
হপ, ষ্টেপ ও লাফ তাজিমা (জাপান) ৫২ ফিট ৫ ৭/৮ ইঞ্চি
পোল ভল্ট সেফ্টন (আমেরিকা) ১৪ ফিট ১১ ইঞ্চি
ডিস্কাস ছোঁড়া শ্রোডার (জার্ম্মেণী) ১৭৪ ফিট ২ ১/২ ইঞ্চি
* জাভেলিন ছোঁড়া জার্ভিনেন (ফিনল্যাণ্ড) ২৫৩ ফিট ১/২ ইঞ্চি
হাতুড়ি ছোঁড়া ব্লাক (জার্মানী) ১৯৩ ফিট ৭ ১/২ ইঞ্চি
এক মাইল দৌড় উডারসন (ইংলণ্ড) ৪ মিনিট ৬.৪ সেকেণ্ড

* ওলিম্পিক খেলায় কৃত রেকর্ড

দুই মাইল দৌড়	ডি, আর, লাশ (আমেরিকা)	৮ মিনিট ৫৪
চার মাইল দৌড়	ইসোহোলো (ফিনল্যাণ্ড)	১৯ মিনিট ১১
দশ মাইল দৌড়	নুর্মি (ফিনল্যাণ্ড)	৫০ মিনিট ১৫½
১০০ গজ দৌড়	ওয়েন্স (আমেরিকা)	৯.৪
২০০ গজ দৌড়	প্যাডক (আমেরিকা)	১৯
২৫ মাইল দৌড়	ফানেলি (ইতালি)	২ ঘণ্টা ২৬ মি. ১০.৮

স্ত্রীলোকদের স্পোর্টস্ রেকর্ড

*উচ্চ লাফ	ডোরোথি অডহাম (ইংলণ্ড)	৫ ফিট ৫¼ ইঞ্চি
লম্বা লাফ	কে, হিতোমি (জাপান)	১৯ ফিট ৮¼ইঞ্চি
*১০০ মিটার দৌড়	ওয়ালাসিউইক (পোলাণ্ড)	১০.৫ সেকেণ্ড
*ডিস্কাস ছোঁড়া	মাওরমেজার (জার্ম্মাণী)	১৫৮ ফিট ৪½ ইঞ্চি
*জাভেলিন ছোঁড়া	মিলড্রিড ডিড্রিকসন (আমেরিকা)	১৮৪ ফিট ৪ ইঞ্চি
১০০ মিটার সাঁতার	দেহুদেন (হল্যাণ্ড)	১ মিনিট ৪৬ সেকেণ্ড
১০০ গজ সাঁতার	দেহুদেন (হল্যাণ্ড)	৫৯½ সেকেণ্ড
৪০০ গজ সাঁতার	" "	৫ মিনিট ৯½ সেকেণ্ড
এক মাইল সাঁতার	দেওয়ার (কানাডা)	২৩ মিনিট ৩২½ সেকেণ্ড
৮০ মিটার হার্ডল	মিস ডিড্রিকসন (আমেরিকা)	১১.৫ সেকেণ্ড
২০০ মিটার দৌড়	এইচ, ষ্টিফেন্স (আমেরিকা)	২৩½ সেকেণ্ড

*এই রেকর্ডগুলি ওলিম্পিক খেলায় হয়।

কয়েকটি বিশেষ রেকর্ড

একদমে রেলের দৌড়—

ষ্টীমলাইন "করোনিশন এক্সপ্রেস" (ইংল্যাণ্ড) ট্রেণ ঘণ্টায় ১২৫ মাইল গতিতে ১৯৩৮ ছুটিয়া পৃথিবীতে দ্রুত বাষ্পীয় রেল যাত্রার রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে।

প্যারাস্যুট অবতরণ—

বৈমানিক জেভডো কিনোস এরোপ্লেন হইতে লাফ দিয়া ২০,০০০ ফিট নামিবার পর প্যারাস্যুটের দড়ি টানিয়া উহা খোলেন। বাকি ২০০ ফিট প্যারাস্যুটের সাহায্যে আস্তে আস্তে নামিয়া আসেন। ইহা পৃথিবীর রেকর্ড।

উর্দ্ধ বায়ু মণ্ডলে আরোহণ—

১। সোভিয়েট বেলুন 'অসোয়া ভিয়াকিম', ৩০শে জানুয়ারী ১৯৩৪ সালে ১২·৮ মাইল উপরে ওঠে।

২। সোভিয়েট বেলুন 'ইউ, এস, আর', ১৯৩৩-এর সেপ্টেম্বরে ১১½ মাইল উপরে ওঠে।

৩। আমেরিকান বৈমানিক জি, টি, সেটল্ ১৯৩৩-এর নভেম্বরে প্রায় ১১ মাইল উপরে ওঠে।

৪। প্রফেসর পিকার্ড ১৯৩২-এ ১০·১২ মাইল উপরে ওঠে।

৫। মস্কোতে একটি অটোমেটিক ষ্ট্রোটোস্ফিয়ার সশব্দ বেলুন ১৩০,০০০ ফিট উপরে উঠে। বেলুনটিতে কোন যাত্রী ছিল না। সোভিয়েট রাশিয়া এই উচ্চতাকে পৃথিবী রেকর্ড বলিয়া দাবী করে।

৬। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বেলুন 'দ্বিতীয় এক্সপ্লোরার' সাহায্যে আমেরিকান বৈমানিক ষ্টিভেন্স ও এণ্ডাসন ১২ই নভেম্বর ১৯৩৫ সালে ৭২,৩৯৫ ফিট উপরে ওঠেন। ঐ তারিখ পর্য্যন্ত ইহাই সর্ব্বোচ্চ রেকর্ড।

মোটর সাইকেল রেকর্ড—

হাঙ্গেরির আর্ণেষ্ট হেন ঘণ্টায় ১৭১'৬৭৪ মাইল বেগে মোটর সাইকেল চালিয়ে ইংলণ্ডের রাইটের রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। রাইট ঘণ্টায় ১৫০'৭ মাইল বেগে চালাইয়াছিলেন।

সমুদ্রের নীচে পৌঁছার রেকর্ড—

আমেরিকার প্রফেসার বেবে একটি বেথিস্ফিয়ারের সাহায্যে বারমুডা দ্বীপের নিকট সমুদ্রের নীচে ৩,০২৮ ফিট পর্য্যন্ত নামিয়াছিলেন।

ঘোড়দৌড়ের রেকর্ড—

কল বয় ও ফেলষ্টীড ডার্ব্বির দৌড়ে ১ মাইল ৪ ফারলং ২৯ গজ দুই মিনিটে গিয়াছিল।

মোটর দৌড়ের রেকর্ড—

ইংল্যাণ্ডের জন কব ঘণ্টায় ৩৬৮'৮৫ মাইল বেগে মোটর গাড়ী চালিয়েছিলেন।

অবিরাম সন্তরণের রেকর্ড—

এলাহাবাদে রবিন চট্টোপাধ্যায় ৮৮ ঘণ্টা ১২ মিনিট অবিশ্রান্ত সাঁতার কাটিয়া পূর্ব্ব রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছেন। বুয়েনস আয়াসের পেদ্রো ক্যানডিওটির রেকর্ড—৮৭ ঘণ্টা ১৯ মিনি। কলিকাতার প্রফুল্ল ঘোষের রেকর্ড ৭৯ ঘণ্টা ২৪ মিনিট। জার্ম্মান বালিকা রুথ লিটজিগের রেকর্ড ৭৮ ঘণ্টা ৪৬ মাইল।

অবিরাম সাইকেল চালানোর রেকর্ড—

অষ্ট্রেলিয়ার ওসি নিকলসন উপর্য্যুপরি ৩৬৫ দিনে ৪৩০,০০ মাইল সাইকেল চালাইয়া নূতন রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন।

হাতকড়ি বদ্ধ অবস্থায় অবিরাম সাঁতারের রেকর্ড—

প্রফুল্ল ঘোষ ৭১ ঘণ্টা ১৩ মিনিট সাঁতার কাটিয়া রবিন চট্টোপাধ্যায় ৬৩ ঘণ্টার রেকর্ড ভঙ্গ করেন। রবিন চট্টোপাধ্যায় পুনরায় ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ ৭২ ঘণ্টা ২৫ মিনিট সাতার কাটিয়া রেকর্ড স্থাপন করেন।

দ্রুত গতির রেকর্ড—

			প্রতি ঘণ্টায় মাইল
মোটর বোট	স্যার এম, ক্যাম্পবেল		১৪১'৭৪
মোটর গাড়ী	জন কব		৩৬৮'৮৫
মোটর সাইকেল	আর্ণেষ্ট হেন		১৭১'৬৭৮
মোটর বেবি গাড়ী	কোলরাশ		১৪০'৭
এরোপ্লেন	ওয়েণ্ডেল (জার্ম্মানী)		৪৩৭½
পৃথিবীর আবর্ত্তন		প্রায়	১০০০
শব্দ		„	৭৪০
পিস্তলের গুলি			৫৪৫'৫
রাইফেলের গুলি	(স্প্রিংফীল্ড বুলেট)	১২৭০	(১০০০ গজে)
মানুষের গতি	উডারসন	৪ মিঃ ৬⅘ সেঃ	১ মাইল
হাঁটার গতি	পি, বার্ণাড	৬ „ ২১⅘ „	১ „
সাতারের গতি	ফ্লানাগান	২০ „ ৪⅘ „	১ „

জাতীয় কংগ্রেস

উদ্দেশ্য—ভারতবাসীদের দ্বারা ন্যায্য ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে পূর্ণ স্বরাজ (সম্পূর্ণ স্বাধীনতা) লাভ করাই জাতীয় মহা সমিতির উদ্দেশ্য।

সভ্য হইবার নিয়ম—১৮ বৎসর বয়স্ক লোক যে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বিশ্বাস করে সে কংগ্রেসের প্রাথমিক সভ্য (Primary member) হইতে পারে। সভ্য হইবার জন্য একটি সাক্ষীসহ লিখিত দরখাস্ত পেশ করিতে হইবে। বার্ষিক চাঁদা চার আনা। প্রতি বৎসরে ৩১শে আগষ্টের পূর্ব্বে প্রতি বৎসর চাঁদা দিয়া সভ্য থাকিতে হইবে।

কংগ্রেস প্রদেশ

নিম্নলিখিত প্রদেশগুলি কংগ্রেস প্রদেশ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

প্রদেশ	ভাষা	সহর
অন্ধ্র	তেলুগু	মাদ্রাজ
আসাম	অসমীয়া	গৌহাটি
বিহার	হিন্দুস্থানী	পাটনা
বাংলা	বাংলা	কলিকাতা
বোম্বাই (সহর)	মারহাটি ও গুজরাটী	বোম্বাই
দিল্লী	হিন্দুস্থানী	দিল্লী
গুজরাট	গুজরাটী	আহমেদাবাদ
কর্ণাটক	কন্নদ	ধারওয়ার
কেরল	মালায়ালম	কলিকট
মহাকোশল	হিন্দুস্থানী	জব্বলপুর

প্রদেশ	ভাষা	সহর
মহারাষ্ট্র	মারহাটি	পুনা
নাগপুর	মারহাটি	নাগপুর
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	পুস্তু	পেশোয়ার
পাঞ্জাব	পাঞ্জাবী	লাহোর
সিন্ধু	সিন্ধী	করাচী
তামিলনাদ্	তামিল	মাদ্রাজ
যুক্ত প্রদেশ	হিন্দুস্থানী	লক্ষ্ণৌ
উৎকল	ওরিয়া	কটক
বেরার	মারহাটি	আকোলা

কংগ্রেস সভাপাত ও অধিবেশন

(প্রথম অধিবেশন ১৮৮৫)

অধিবেশনের স্থান	সভাপতি
১। বোম্বাই (১৮৮৫)	উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী
২। কলিকাতা (১৮৮৬)	দাদাভাই নৌরজী
৩। মাদ্রাজ (১৮৮৭)	বদরুদ্দীন তায়াবজী
৪। এলাহাবাদ (১৮৮৮)	জে, ইয়ুল
৫। বোম্বাই (১৮৮৯)	স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ
৬। কলিকাতা (১৮৯০)	স্যার ফিরোজশা মেটা
৭। নাগপুর (১৮৯১)	আনন্দ চার্লু
৮। এলাহাবাদ (১৮৯২)	উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী
৯। লাহোর (১৮৯৩)	দাদাভাই নৌরজী
১০। মাদ্রাজ (১৮৯৪)	এ, ওয়েব
১১। পুণা (১৮৯৫)	সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

অধিবেশনের স্থান	সভাপতি
১২। কলিকাতা (১৮৯৬)	রহিমতুল্লা সিয়ানী
১৩। অমরাবতী (১৮৯৭)	শঙ্করণ নায়ার
১৪। মাদ্রাজ (১৮৯৮)	আনন্দমোহন বসু
১৫। লক্ষ্ণৌ (১৮৯৯)	রমেশচন্দ্র দত্ত
১৬। লাহোর (১৯০০)	নারায়ণ চন্দাবরকার
১৭। কলিকাতা (১৯০১)	দীনেশ ওয়াচা
১৮। আহমেদাবাদ (১৯০২)	সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী
১৯। মাদ্রাজ (১৯০৩)	লালমোহন ঘোষ
২০। বোম্বাই (১৯০৪)	স্যার হেনরি কটন
২১। কাশী (১৯০৫)	গোপালকৃষ্ণ গোখেল
২২। কলিকাতা (১৯০৬)	দাদাভাই নৌরজী
২৩। মাদ্রাজ (১৯০৭)	রাসবিহারী ঘোষ
সুরাট (১৯০৭)	
২৪। লাহোর (১৯০৯)	মদনমোহন মালবীয়
২৫। এলাহাবাদ (১৯১০)	সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ
২৬। কলিকাতা (১৯১১)	বিষ্ণুনারায়ণ দার
২৭। পাটনা (১৯১২)	আর. এন. মুধোলকার
১৮। করাচী (১৯১৩)	নবাব সৈয়দ মহম্মদ
২৯। মাদ্রাজ (১৯১৪)	ভুপেন্দ্রনাথ বসু
৩০। বোম্বাই (১৯১৫)	সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ
৩১। লক্ষ্ণৌ (১৯১৬)	অম্বিকাচরণ মজুমদার
৩২। কলিকাতা (১৯১৭)	আনি বেশান্ত
৩৩। দিল্লী (১৯১৮)	মদনমোহন মালবীয়
বোম্বাই (বিশেষ অধিবেশন)	হাসান ইমাম

	অধিবেশনের স্থান		সভাপতি
৩৪।	অমৃতসর	(১৯১৯)	পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু
৩৫।	নাগপুর	(১৯২০)	সি, বিজয়রাঘব আচারিয়ার
	কলিকাতা (বিশেষ অধিবেশন)		লালা লজপত রায়
৩৬।	আহমেদাবাদ	(১৯২১)	হাকিম আজমল খাঁ
৩৭।	গয়া	(১৯২২)	চিত্তরঞ্জন দাশ
৩৮।	কোকনদ	(১৯২৩)	মৌলানা মহম্মদ আলি
	দিল্লী (বিশেষ অধিবেশন)		আবুল কালাম আজাদ
৩৯।	বেলগাঁও	(১৯২৪)	মহাত্মা গান্ধী
৪০।	কানপুর	(১৯২৫)	শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু
৪১।	গৌহাটি	(১৯২৬)	শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার
৪২।	মাদ্রাজ	(১৯২৭)	ডাঃ এম. এ. আনসারী
৪৩।	কলিকাতা	(১৯২৮)	পণ্ডিত মতিলাল নেহরু
৪৪।	লাহোর	(১৯২৯)	পণ্ডিত জহরলাল নেহরু
৪৫।	করাচী	(১৯৩১)	বল্লভভাই প্যাটেল
৪৬।	দিল্লী	(১৯৩২)	শেঠ রণছোড় লাল
৪৭।	কলিকাতা	(১৯৩৩)	মিসেস্ জে, এম, সেনগুপ্ত
৪৮।	বোম্বাই	(১৯৩৪)	বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ
৪৯।	লক্ষ্ণৌ	(১৯৩৫)	পণ্ডিত জহরলাল নেহরু
৫০।	ফৈজপুর	(১৯৩৭)	পণ্ডিত জহরলাল নেহরু
৫১।	হরিপুর	(১৯৩৮)	সুভাষচন্দ্র বসু
৫২।	ত্রিপুরী	(১৯৩৯)	সুভাষচন্দ্র বসু (পরে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ)
৫৩।	রামগড়	(১৯৪০)	আবুল কালাম আজাদ

কংগ্রেসের বর্ত্তমান ওয়ার্কিং কমিটি (১৯৪০-৪১)

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (সভাপতি)
শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু
বল্লভভাই প্যাটেল
খাঁ আবদুল গফুর খাঁ
শেঠ যমুনালাল বাজাজ (কোষাধ্যক্ষ)
সি, রাজাগোপাল চারিয়ার
বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ
পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ বাই
জে. বি. কৃপালনী (সেক্রেটারী)
ভুলাভাই দেশাই
প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ
পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু
মিঃ আসফ আলি
ডাঃ সৈয়দ মামুদ

ব্যবস্থা পরিষদসমূহে কংগ্রেসী সদস্য

প্রদেশ	কংগ্রেস সদস্য	মোট সদস্য
আসাম	৩৫	১০৮
বাঙ্গালা	৫৫	২৫০
বিহার	৯৫	১৫২
উড়িষ্যা	৩৬	৬০
মধ্যপ্রদেশ	৭১	১১২
বোম্বাই	৮৮	১৭৫
মাদ্রাজ	১৫৯	২১৫
যুক্তপ্রদেশ	১৩৩	২২৮
সিন্ধু	৮	৬০
পাঞ্জাব	১৮	১৭৬
সীমান্তপ্রদেশ	১৯	৫০

হিন্দু মহাসভা

লক্ষ্য—হিন্দুরাষ্ট্র অর্থাৎ হিন্দুজাতি, হিন্দু সভ্যতা, হিন্দু রাজনীতির (polity) অগ্রগতি, শক্তি ও গৌরব বৃদ্ধি করাই হিন্দু মহাসভার লক্ষ্য এবং এই জন্য ন্যায্য ও উচিৎ উপায়ে হিন্দুস্থানের জন্য পূর্ণ স্বরাজ অর্থাৎ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করা হিন্দু মহাসভার লক্ষ্য।

উদ্দেশ্য—(১) হিন্দু সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করা (২) হিন্দু স্বার্থ রক্ষা ও দাবী করা, অস্পৃশ্যতা দূর করা ও তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর অবস্থা উন্নত করা (৪) হিন্দু নারীর আদর্শ পুনর্জ্জীবিত ও উন্নত করা (৫) গো-রক্ষা করা (৬) হিন্দুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করা ও সামরিক ভাব জাগ্রত করা (৭) যাহারা হিন্দু সমাজ ত্যাগ করিয়াছে তাহাদের ফিরাইয়া আনা এবং অন্যান্যদের হিন্দু সমাজে আনা (৮) অনাথ আশ্রম এবং উদ্ধারাশ্রম স্থাপন করা (৯) হিন্দুদের ধর্ম্ম, শিক্ষা, সমাজ, অর্থ এবং রাজনৈতিক স্বার্থ এবং দাবী দৃঢ় করা (১০) হিন্দু ও অহিন্দুর মধ্যে সখ্যতা স্থাপন করা।

হিন্দু ধর্ম্মের অর্থ—সিন্ধু হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত এই ভারতবর্ষ যাহারা নিজের পিতৃভূমি এবং পবিত্রভূমি বলিয়া মনে করে তাহারাই হিন্দু। অর্থাৎ ভারতবর্ষে স্থাপিত ধর্ম্ম যেমন বৈদিক, সনাতনধর্ম্ম, বুদ্ধধর্ম্ম, জৈনধর্ম্ম, শিখধর্ম্ম, আর্য্যসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ ইত্যাদি ভুক্ত সকলেই হিন্দু।

সভাপতি—বিনায়ক দামোদর সভারকর

কার্য্যকরী সভাপতি—ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সহঃ সভাপতি—ডাঃ মুঞ্জে, সার মন্মনাথ মুখার্জ্জি, ভাই পরমানন্দ, দেওয়ান বাহাদুর, রামস্বামী শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত এল. পি. ভোপাৎকার এবং শ্রীযুক্ত খাপার্দ্দে।

সাধারণ সম্পাদক—ডাঃ বরাদারজুলু নাইডু

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীআশুতোষ লাহিড়ী এবং জি. ডি. কেটকর

কোষাধ্যক্ষ—লালা নারায়ণ দত্ত

১৯৪১ সালের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ :—শ্রীযুক্ত সভারকর (বোম্বাই), পণ্ডিত রামকৃষ্ণ পণ্ডিত (মহাকোশল), শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ (রাজপুতানা), শ্রীযুক্ত মামারাও জোগলেকার (বেরার) শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বাঙ্গলা), রায় বাহাদুর হরিশচন্দ্র (দিল্লী) শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র (পাঞ্জাব), লালা হরিরাম শেঠ (আযোধ্যা), শ্রীযুক্ত নারায়ণ আয়ার (তামিলনাডু), শ্রীযুক্ত এম. ভি. গণপতি (মাদ্রাজ), শ্রীযুক্ত রামস্বামী চৌধুরী (অগ্র), শ্রীযুক্ত বীরুমল বেগরাজ (সিন্ধু) শ্রীযুক্ত জি. কে. গডবোল (কর্ণাটক), পণ্ডিত টি. ভরত মিশ্র, শ্রীযুক্ত ভি. জি. দেশপাণ্ডে (নাগপুর), শ্রীযুক্ত আনন্দপ্রিয় (গুজরাট)।

মুসলিম লিগ

১৯৪১ সালে মাদ্রাজে যে মুসলিম লিগের বাৎসরিক সভা হয় তাহাতে লিগের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তন করা হয়। এক্ষণে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এইরূপ—(১) ভারতবর্ষে যে সব প্রদেশ কাছাকাছি অবস্থিত, সেগুলিকে অবশ্যক মত পরিবর্ত্তিত ও একত্রিত করিয়া কতকগুলি সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করাই লিগের উদ্দেশ্য। সে সব স্থানে যেমন উত্তর-পশ্চিমে কিম্বা পূর্ব্ব-ভারতে যেখানে মুসলিমরা সংখ্যাধিক্য—এই সব স্থান একত্রিত করিয়া স্বাধীন রাজ্য পরিণত করা হইবে। এবং এই সব দেশই হইবে মুসলিমদের মাতৃভূমি। এই সব দেশগুলি ছোট ছোট autonomous প্রদেশে ভাগ করা হইবে। (২) এই সব প্রদেশে যে সব সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতি বাস করে তাহাদের ধর্ম্ম, কৃষ্টি, আর্থিক,

রাজনৈতিক অন্যান্য অধিকার তাহাদের পরামর্শ অনুসারে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি এই ভারত শাসন আইনের মধ্যে লিপিবদ্ধ থাকিবে। (৩) যে প্রদেশে মুসলিমরা সংখ্যালঘিষ্ঠ—সেই সব প্রদেশে মুসলিমদের পরামর্শ অনুসারে তাদের ধর্ম্ম, কৃষ্টি, আর্থিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য অধিকার রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি ভারত শাসন আইনের মধ্যে লিপিবদ্ধ থাকিবে। ইহাই মুসলিম লিগের পাকিস্থান পরিকল্পনা।

লিগের স্থায়ী সভাপতি—কোয়া-দি-আজম মহম্মদ আলি জিন্না

ভারত সরকার

বড়লাট

মার্কুইস অফ লিনলিথগো, পি. সি., কে. টি., জি. এম. এস. আই; জি. এম. আই. ই; ও. বি. ই; ডি. এল, টি. ডি. (বেতন মাসিক ২০,৯০০৲ টাকা)।

প্রধান সেনাপতি

জেনারেল ক্লড জন আয়ার অচিনলেক, সি. বি; সি. এস. আই; ডি. এস ও; ও. বি. ই. (বেতন মাসিক ৮৩৩৩৲ টাকা)।

বড়লাটের শাসন পরিষদ

সার জেরেমি রেইসম্যান—(অর্থ বিভাগ)

সার রেজিন্যাল্ড ম্যাক্সওয়েল—(সরাষ্ট্র বিভাগ)

সার মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁ—(আইন ও সরবরাহ বিভাগ)

সার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী—(শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগ)

সার রামস্বামী মুদালিয়র—(বাণিজ্য ও শ্রম বিভাগ)

মিঃ এ. জি. ক্লো—(যানবাহন বিভাগ)

ভারতীয় বিচার বিভাগ

ফেডারেল কোর্ট

প্রধান বিচারপতি—সার মরিস গায়ার, কে, সি, এস, আই,
(বেতন মাসিক ৭০০০ টাকা)

বিচারপতি—এম, আর, জয়াকর ও স্যার এইচ বোমণ্ট
(বেতন প্রত্যেকে মাসিক ৫০০০ টাকা)

এডভোকেট জেনারেল—সার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র

হাইকোর্ট সমূহের প্রধান বিচারপতি

কলিকাতা—সার স্থারল্ড ডার্ব্বিশায়ার (বেতন বার্ষিক ৭২,০০০ টাকা)

বোম্বাই—সার জন বোমণ্ট (বেতন বার্ষিক ৬০,০০০ টাকা)

মাদ্রাজ—সার আলফ্রেড লীচ (বেতন বার্ষিক ৬০,০০০ টাকা)

পাটনা—সার এ, টি হ্যারিস (বেতন বার্ষিক ৬০,০০০ টাকা)

পাঞ্জাব—সার ডগলাস ইয়ং (বেতন বার্ষিক ৬০,০০০ টাকা)

এলাহাবাদ—মি. এইচ, এল, বি ব্রাউণ্ড (বেতন বার্ষিক ৬০,০০০ টাকা)

নাগপুর—সার গিলবার্ট ষ্টোন (বেতন বার্ষিক ৫০,০০০ টাকা)

অযোধ্যা (চীফকোর্ট)—মি, জি, এইচ, টমাস (বেতন বার্ষিক
৪৮০০০ টাকা)

হাইকোর্টের জজের সংখ্যা

হাইকোর্ট	জজের উর্দ্ধসংখ্যা	হাইকোর্ট	জজের উর্দ্ধসংখ্যা
মাদ্রাজ	১৫	লাহোর	১৫
বোম্বাই	১৩	পাটনা	১১
কলিকাতা	১৯	নাগপুর	৭
এলাহাবাদ	১২	অযোধ্যা চীফকোর্ট	৭
সিন্ধু জুডিশিয়াল কমিশনার	৫	সীমান্ত প্রদেশ জুডিশিয়াল কমিশনার	২

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট

আসাম

গবর্ণর—সার রবার্ট নীল রীড আই. সি. এস (১৯৩৭ এর মার্চ্চ মাসে নিযুক্ত ; বেতন ৫৫০০৲ টাকা)

মন্ত্রীমণ্ডল (ইউনাইটেড দল)

সার মহম্মদ সাহুল্লা—প্রধান মন্ত্রী

খাঁ বাহাদুর সৈদুর রহমান

আবদুল মতিন চৌধুরী

মিস মেভিস ডান

হীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

খাঁ বাহাদুর মদাব্বির হোসেন চৌধুরী

মহেন্দ্রনাথ সাইকিয়া

রোহিণীকুমার চৌধুরী

মৌলবী মুনাওয়ার আলি

রূপনাথ ব্রহ্ম

বাঙ্গালা

গবর্ণর—লেঃ কর্ণেল সার জন আর্থার হার্ব্বার্ট (১৯৩৯-এর নবেম্বর মাসে নিযুক্ত ; বেতন ১০,০০০৲ টাকা)

মন্ত্রীমণ্ডল (কোয়ালিশন)

মৌলবী আবুল কাসেম ফজলুল হক—প্রধান মন্ত্রী ও শিক্ষাসচিব

হুসেন শহীদ সুরাবর্দ্দী—অর্থ, শ্রম ও বাণিজ্যসচিব

খাজা সার নাজিমুদ্দীন—সরাষ্ট্রসচিব

সার বিজয়প্রসাদ সিংহরায়—রাজস্বসচিব

মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী—পূর্ত্তসচিব

নবাব মশারফ হোসেন—বিচার ও আইনসভাসচিব

মৌলবী তমিজুদ্দীন খাঁ—কৃষি ও শিল্পসচিব

নবাব খাজা হবিবুল্লা—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও স্বাস্থ্যসচিব

মুকুন্দবিহারী মল্লিক—সমবায় সচিব

প্রসন্নদেব রায়কত—বন ও আবগারীসচিব

বিহার :—

গবর্ণর—সার টমাস ষ্টুয়ার্ট (বেতন ৮৩৩৩।/৪ পাই)

কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডল পদত্যাগ করায় গভর্ণরের বিশেষ ক্ষমতাবলে শাসনকার্য্য চলিতেছে। পরামর্শদাতা—

ই. আর. কাজিন্স, আই. সি. এস

আর. ই. রাসেল, আই. সি. এস

বোম্বাই :

গবর্ণর—সার লরেন্স রজার লুমলি (১৯৩৭-এর সেপ্টেম্বরে নিযুক্ত ; বেতন ১০০০৲ টাকা)

কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডল পদত্যাগ করায় গভর্ণরের বিশেষ ক্ষমতাবলে শাসনকার্য্য চলিতেছে। পরামর্শদাতা—

সার গিলবার্ট ওয়াইলস, আই. সি. এস

জে. এ. ম্যাডান, আই. সি. এস

এইচ. এফ. নাইট, আই. সি. এস

মধ্যপ্রদেশ :

গবর্ণর—সার এইচ. জে. টোয়াইনাম আই. সি. এস।

কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলপদত্যাগ করায় গবর্ণরের বিশেষ ক্ষমতাবলে শাসনকার্য্য চলিতেছে। পরামর্শদাতা—

সার জি. পি. বার্টন আই, সি, এফ

এইচ. সি. গ্রীনফিল্ড আই. সি. এস

মাদ্রাজ ঃ

গবর্ণর—সার আর্থার হোপ (বেতন ১০০০০৲ টাকা),

কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডল পদত্যাগ করায় গবর্ণরের বিশেষ ক্ষমতাবলে শাসনকার্য্য চলিতেছে। পরামর্শদাতা—

জি. টি. বোগ আই. সি. এস

এইচ. এম, হুড, আই. সি. এস

টি. জি. রাদারফোর্ড আই. সি. এস

সীমান্তপ্রদেশ ঃ

গবর্ণর—সার জর্জ্জ কানিংহাম (১৯৩৭-এর মার্চ্চে নিযুক্ত)

কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডল পদত্যাগ করায় গবর্ণরের বিশেষ ক্ষমতাবলে শাসনকার্য্য চলিতেছে। পরামর্শদাতা—

লেঃ কর্ণেল সার আর্থার পার্সন্‌স্‌

যুক্তপ্রদেশ ঃ

গবর্ণর—সার মরিস হ্যালেট আই. সি. এস. (১৯৩৯-এর ডিসেম্বরে নিযুক্ত ; বেতন ১০,০০০৲ টাকা)

কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডল পদত্যাগ করায় গবর্ণরের বিশেষ ক্ষমতাবলে শাসনকার্য্য চলিতেছে। পরামর্শদাতা—

পি. ডব্লিউ. মার্শ আই. সি. এস

পান্নালাল, আই. সি. এস

টি. শ্লোন. আই. সি. এস

উড়িষ্যা

গবর্ণর—সার উইলিয়াম হথর্ণ লুইস (১৯৪১-এর এপ্রিলে নিযুক্ত)

কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডল পদত্যাগ করায় গবর্ণরের বিশেষ ক্ষমতাবলে শাসনকার্য্য চলিতেছে। পরামর্শদাতা—

ই. সি. এনসরেজ আই. সি. এস

পাঞ্জাব

গবর্ণর—সার বার্ট্রাণ্ড জেমস গ্লান্সি (বার্ষিক ১০০,০০০)

মন্ত্রীমণ্ডল (ইউনিয়নিষ্ট)

মেজর সর্দ্দার সার সিকন্দর হায়াৎ খাঁ—প্রধান মন্ত্রী

সর্দ্দার দাসুন্দা সিং—রাজস্ব সচিব

রাও বাহাদুর চৌধুরী সার ছোটু রাম—উন্নয়ন সচিব

মিঃ মনোহর লাল—অর্থ সচিব

মেজর নবাবজাদা মালিক খিজর হায়াৎ খাঁ তিওয়ানা—পূর্ত্ত সচিব

মিঞা আবদুল হায়ে—শিক্ষা সচিব

সিন্ধু

গবর্ণর—সার হিউ ডাও, আই. সি. এস (১৯৪১-এর এপ্রিলে নিযুক্ত)

মন্ত্রীমণ্ডল

খাঁ বাহাদুর আল্লা বক্স—প্রধান মন্ত্রী

নিচলদাস ছোটুমল বাজিরানি

স্যার গোলাম হোশেন হেয়াদাৎউল্লা

পীর ইলাহি বক্স

পীরজাদা আবদুল সত্তর

রাও সাহেব গোকুলদাস মেওয়ালদাস

ভারতীয় রাষ্ট্রবিধি, ১৯৩৫

যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা :—ভারতীয় করদরাজ্যসমূহের জনসংখ্যায় অন্ততঃ অর্দ্ধেক যে কয়টি রাজ্যে মিলিয়া হয়, সেই কয়টী রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে চাহিলে ও কেন্দ্রীয় উচ্চকক্ষের অন্ততঃ অর্দ্ধেক আসন পূর্ণ করিতে সক্ষম হইলে এবং ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য রাজার নিকট আবেদন জানাইলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবার সময় প্রত্যেক ভারতীয় রাজ্যে একটি অধিরোহণ পত্রে স্বাক্ষর করিয়া স্বীয় রাজ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বড়লাট, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদ, শাসনপরিষদ ও রাষ্ট্রীয় আদালতের কর্ত্তৃত্ব মানিয়া লইতে হইবে।

গবর্ণরের প্রদেশ, চীফকমিশনারের প্রদেশ ও যে সকল ভারতীয় রাজ্য অধিরোহণ পত্রে স্বাক্ষর করিবে তাহাদিগকে লইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে।

যুক্তরাষ্ট্রের শাসন পরিষদ :—যুক্তরাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তৃত্ব বড়লাট কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে। যে সকল বিষয়ে কেন্দ্রীয় পরিষদের আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা থাকিবে কেবল সেই সকল বিষয়ের উপর এই পরিষদের কর্ত্তৃত্ব খাটিবে। প্রদেশগুলির জন্য নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে কেন্দ্রীয় শাসনপরিষদ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। অধিরূঢ় রাজ্যসমূহ অধিরোহণ পত্রে যে সকল বিষয়ে কেন্দ্রীয় পরিষদে কর্ত্তৃত্ব মানিয়া লইবেন কেবল সেই সকল বিষয়ে কেন্দ্রীয় শাসনপরিষদের কর্ত্তৃত্ব খাটিবে।

বড়লাটের নিজস্ব বিভাগ ঃ—বৈদেশিক, সামরিক ও পাদ্রীবিভাগ বড়লাটের নিজের হাতে থাকিবে ; এইগুলির উপর কেন্দ্রীয় পরিষদের কোন কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না। এই সব বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য বড়লাট তিনজন উপদেশক নিজ দায়িত্বে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। ইঁহাদের বেতন

ভাতা প্রভৃতি তিনি নিজেই নির্দ্ধারিত করিবেন এবং ইঁহাদের সহিত কেন্দ্রীয় পরিষদের কোন সম্পর্ক থাকিবে না।

বড়লাটের বিশেষ দায়িত্ব :—নিম্নলিখিত কয়টি বিষয়ে বড়লাটের বিশেষ দায়িত্ব থাকিবে এবং এই সকল বিষয়ে ব্যবস্থাপরিষদের কর্ত্তৃত্ব উপেক্ষা করিয়া তিনি হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন :—(১) ব্রিটিশ ভারত বা তাহার কোন অংশে জনসাধারণের শান্তি ভীষণভাবে ভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা ; (২) যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্টের আর্থিক বনিয়াদ ও সুনাম রক্ষা ; (৩) সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থরক্ষা ; (৪) উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের ও তাঁহাদের উপর নির্ভরশীল আত্মীয়স্বজনের স্বার্থরক্ষা ; (৫) ব্রিটিশ অধিবাসীদের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য্য নিবারণ ; (৬) ইংলণ্ড অথবা ব্রহ্মে প্রস্তুত মালের উপর অতিরিক্ত আমদানী শুল্ক ধার্য্য নিবারণ ; (৭) ভারতীয় রাজ্য ও রাজাদের স্বার্থরক্ষা এবং (৮) নিজ দায়িত্বে তাঁহার যে সব কাজ করার কথা সেগুলি যথাযথভাবে করা।

বড়লাটের আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা

(১) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপরিষদের অধিবেশন বন্ধ থাকার সময় প্রয়োজন মনে করিলে বড়লাট অর্ডিনান্স জারী করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন অনুভব করিলে বড়লাট অর্ডিনান্স জারী করিতে পারিবেন।

(৩) বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন অনুভব করিলে বড়লাট নিজ দায়িত্বে আইন প্রণয়ণ করিতে পারিবেন।

রাষ্ট্রবিধির অচল অবস্থা :—বড়লাট যদি মনে করেন যে রাষ্ট্রবিধি অনুসারে কেন্দ্রীয় শাসন পরিচালিত হওয়া অসম্ভব, তাহা হইলে তিনি ঘোষণাপত্র জারী করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব নিজহস্তে লইতে পারিবেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের উপর কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন

না। এই ঘোষণাপত্র জারী করার সঙ্গে সঙ্গে উহা ভারত সচিব মারফৎ পার্লামেন্টকে জানাইতে হইবে।

মন্ত্রীমণ্ডল :—বড়লাটের মন্ত্রীমণ্ডলের সংখ্যা দশজনের অতিরিক্ত হইবে না। বড়লাট স্বয়ং মন্ত্রী নির্ব্বাচন করিবেন এবং মন্ত্রীমণ্ডলের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। মন্ত্রীরা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য হইবেন। মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার ছয়মাসের মধ্যে কেহ ব্যবস্থাপরিষদের সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হইতে না পারিলে ছয়মাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীত্ব শেষ হইবে। বৈদেশিক, সামরিক ও পাদ্রীবিভাগ ছাড়া অপর সকল বিভাগ মন্ত্রীদের হাতে থাকিবে।

বড়লাটের আর্থিক উপদেশক :—অর্থনীতি বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য বড়লাট একজন আর্থিক উপদেশক নিযুক্ত করিতে পারিবেন। যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক বনিয়াদ ও সুনাম ঠিক রাখা সম্বন্ধে ইনি বড়লাটকে উপদেশ দিবেন। অর্থসচিব ও ইঁহার কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ পৃথক।

যুক্তরাষ্ট্রের এডভোকেট জেনারেল :—যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একজন এডভোকেট জেনারেল বড়লাট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন। ইঁহার কর্ত্তব্য হইবে আইন ঘটিত বিষয়ে বড়লাটকে উপদেশ দেওয়া। দেশের প্রত্যেক আদালতে উপস্থিত হইবার অধিকার ইঁহার থাকিবে।

যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপরিষদ :—রাষ্ট্রীয় পরিষদ নামে উচ্চকক্ষ এবং ফেডারেল এসেম্বলি নামে নিম্নকক্ষ লইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ গঠিত হইবে। প্রত্যেকটি আইন বিধিবদ্ধ করিতে হইলে রাজার প্রতিনিধিস্বরূপ বড়লাটের সম্মতি প্রয়োজন হইবে। উচ্চকক্ষে ব্রিটিশভারতের ১৫৬ জন ও ভারতীয় রাজ্য হইতে ১০৪ জন প্রতিনিধি থাকিবে। নিম্নকক্ষে ব্রিটিশ-ভারতের ২৫০ জন ও ভারতীয় রাজ্য হইতে ১২৫ জন প্রতিনিধি থাকিবে। উচ্চকক্ষের ১৫৬ জনের মধ্যে ১৫০ জন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি হইবেন এবং ৬ জন বড়লাট কর্ত্তৃক মনোনীত সদস্য হইবেন। উচ্চকক্ষ স্থায়ী পরিষদ হইবে, একেবারে সমস্ত পরিষদ ভাঙ্গিয়া পুনর্নির্ব্বাচন হইবে না। ৯ বৎসরের

জন্য উহাতে সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন ও প্রতি ৩ বৎসর অন্তর এক তৃতীয়াংশ সদস্যের কার্য্যকাল শেষ হইবে। নিম্নকক্ষ প্রতিবারে ৫ বৎসরের জন্য গঠিত হইবে। বড়লাট ইচ্ছা করিলে তৎপূর্ব্বেও এই পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন। পরিষদের অধিবেশন বড়লাট আহ্বান করিবেন।

স্পীকার :—প্রত্যেক কক্ষের জন্য একজন স্পীকার ও একজন ডেপুটি স্পীকার নির্ব্বাচিত হইবেন। ১৪ দিনের নোটিশ দিয়া সমস্ত সদস্যের অধিকাংশের ভোটে স্পীকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করা যাইবে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্ব্বাচন :—রাষ্ট্রীয় পরিষদে (১) সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রত্যক্ষভাবে সাধারণ, শিখ ও মুসলমান সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন। প্রার্থীদের বয়স অন্যূন ত্রিশ বৎসর হওয়া চাই।

(২) সমগ্র ভারতের আংলো ইণ্ডিয়ান, ইউরোপীয় ও খৃষ্টানগণ পৃথক-ভাবে একত্র হইয়া ঐ কক্ষের জন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন।

(৩) ভারতীয় রাজ্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রতিনিধি ভারতীয় রাজারা মনোনীত করিবেন।

নিম্নকক্ষে পরোক্ষ নির্ব্বাচন হইবে। প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের নিম্ন কক্ষের সদস্যগণ ঐ প্রদেশের জন্য নির্দ্দিষ্ট সাধারণ, শিখ ও মুসলমান প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন। ইউরোপীয়, আংলো ইণ্ডিয়ান ও ভারতীয় খৃষ্টান ও স্ত্রীলোক ভোটদাতারা পৃথকভাবে একত্র হইয়া তাঁহাদের স্ব স্ব প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন।

শিল্প, বাণিজ্য, জমিদার, শ্রমিক প্রভৃতির প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের জন্যও পৃথক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারতীয় রাজ্যসমূহ জনসংখ্যার অনুপাতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি মনোনীত করিবেন।

ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যেরা বেতন লইতে পারিবেন।

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট

গবর্ণরের প্রদেশ :—মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাংলা, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, সিন্ধু ও সীমান্তপ্রদেশ গবর্ণরের প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত হইবে। মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশের উড়িয়া ভাষাভাষী অঞ্চলসমূহ উড়িষ্যার সহিত যোগ দিয়া নূতন উড়িষ্যাপ্রদেশ গঠিত হইয়াছে। সিন্ধুকে বোম্বাই প্রদেশ হইতে পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বেরার হায়দরাবাদের নিজামের সার্ব্বভৌমত্বের অধীন হইলেও উহার শাসনকর্ত্তৃত্ব মধ্যপ্রদেশের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তৃত্ব :—গবর্ণর অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের সহায়তায় প্রাদেশিক শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবেন। তাঁহাকে সাহায্য করিবার ও উপদেশ দিবার জন্য একটি মন্ত্রীমণ্ডল থাকিবে। তবে মন্ত্রীদের উপদেশ গ্রহণ করা না করা গবর্ণরের ইচ্ছাধীন। গবর্ণর মন্ত্রীদের কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন, ইহাদের পদচ্যুত করিবার ক্ষমতাও গবর্ণরের থাকিবে। মন্ত্রীদের কোন উপদেশ গবর্ণর গ্রহণ না করিলে সে সম্বন্ধে আদালতে কোন মামলা হইতে পারিবে না।

মন্ত্রীদের বেতন :—মন্ত্রীদের বেতন নির্দ্ধারণ করিবার জন্য প্রত্যেক প্রদেশ আইন প্রণীত হইবে; কিন্তু বাজেটে মন্ত্রী বেতনের উপর কোন ভোটাভুটি হইতে পারিবে না। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কোন বেতন ছাঁটাই প্রস্তাব আসিতে পারিবে না; তাঁহাদের কার্য্যের সমালোচনা করিবার জন্য অনাস্থা প্রস্তাব উঠিতে পারিবে।

গবর্ণরের বিশেষ দায়িত্ব :—গবর্ণরের নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ ক্ষমতা থাকিবে :—(১) প্রদেশের কোন স্থানে বিশেষভাবে শান্তির ব্যাঘাত ঘটিলে তাহার প্রতিকার সাধনের ব্যবস্থা অবলম্বন; (২) সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা; (৩) উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের ও তাঁহাদের আত্মীয়বর্গের আইনসঙ্গত স্বার্থরক্ষা; (৪) শাসন-সংস্কার বহির্ভূত অঞ্চলের শান্তি ও সুশাসন

রক্ষা; (৫) ভারতীয় রাজ্য ও রাজাদের স্বার্থ ও সম্ভ্রম রক্ষা; (৬) বিপ্লববাদের প্রতিকার; (৭) বিপ্লববাদ সম্পর্কিত গুপ্তসংবাদ পুলিশ ছাড়া অপরে যাহাতে না জানিতে পারে তজ্জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন; (৮) অর্ডিনান্স জারী করার ক্ষমতা; (৯) শাসন কার্য্য অচল হইলে ঘোষণাপত্র জারী করিয়া প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তৃত্ব আপনার হাতে লইয়া আসা; (১০) ব্যবস্থাপরিষদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গবর্ণরের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা।

এডভোকেট জেনারেল:—প্রত্যেক প্রদেশের জন্য একজন এডভোকেট জেনারেল থাকিবেন। ইনি পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবেন এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে আইনসংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দিবেন। এডভোকেট জেনারেলের ব্যবস্থাপরিষদে বক্তৃতা করিবার অধিকার থাকিবে।

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদ:—মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাংলা, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও আসামে দ্বি-কক্ষ পরিষদ ও অন্যান্য প্রদেশে এক কক্ষ পরিষদ থাকিবে। ভারতবর্ষের প্রদেশসমূহে এই প্রথম দ্বি-কক্ষ পরিষদ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইল।

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদ পাঁচ বৎসরের জন্য গঠিত হইবে। উচ্চ কক্ষ রাষ্ট্রীয় পরিষদে অনুকরণে গঠিত হইবে। ব্যবস্থাপরিষদের সদস্যগণ বেতন-ভোগী হইতে পারিবেন। প্রাদেশিক আইনে তাঁহাদের বেতনের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইবে। একই ব্যক্তি একই সময়ে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় উভয় ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য হইতে পারিবেন না। প্রত্যেক প্রাদেশিক পরিষদে নিম্ন কক্ষের জন্য একজন স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার এবং উচ্চ কক্ষের জন্য একজন সভাপতি ও সহকারী সভাপতি থাকিবেন।

সদস্যদের অধিকার:—প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদে বক্তৃতার স্বাধীনতা থাকিবে, পরিষদে প্রদত্ত বক্তৃতা বা ভোটের জন্য কোন সদস্যের নামে আদালতে মামলা আনয়ন করা যাইবে না। তবে পরিষদে হাইকোর্টের জজদের কার্য্যের সমালোচনা করিবার অধিকার সদস্যদের থাকিবে না।

ব্যবস্থাপরিষদের আসন ভাগ :—১৮টি স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন কেন্দ্র থাকিবে :—(১) সাধারণ অর্থাৎ হিন্দু ; (২) তপশীলভুক্ত জাতির সদস্যগণের জন সংরক্ষিত সাধারণ আসন ; (৩) মুসলমান ; (৪) ইউরোপীয়, (৫) এংলো ইণ্ডিয়ান, (৬) ভারতীয় খৃষ্টান, (৭) শিখ (কেবল পাঞ্জাবে) ; (৮) সাধারণ নারী ; (৯) শিখ নারী, (১০) মুসলমান নারী, (১১) এংলো ইণ্ডিয়ান নারী, (১২) ভারতীয় খৃষ্টান নারী, (১৩) শিল্প ও বাণিজ্য প্রধানতঃ ব্রিটিশ ; (১৪) ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্য ; (১৫) জমিদার, (১৬) শ্রমিক, (১৭) বিশ্ববিদ্যালয় ও (১৮) অনগ্রসর স্থান ও জাতি।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ফলে এই পৃথক নির্ব্বাচন পদ্ধতির সৃষ্টি হইয়াছে। পুণাচুক্তির ফলে তপশীলভুক্ত জাতির জন্য পৃথক-নির্ব্বাচন ব্যবস্থা না করিয়া সাধারণ আসনের কয়েকটি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আইন প্রণয়ন :—ব্যবস্থাপরিষদ কোন আইনের প্রস্তাব পাশ করিলে গবর্ণরের সম্মতি না পাওয়া পর্য্যন্ত উহা আইনে পরিণত হইবে না। তবে তিনি ইচ্ছা করিলে স্বয়ং উহাতে সম্মতি না দিয়া বড়লাটের সম্মতির জন্য পাঠাইয়া দিতে পারিবেন। গবর্ণর অথবা বড়লাটের সম্মতিপ্রাপ্ত আইন এক বৎসরের মধ্যে রাজা বাতিল করিতে পারিবেন।

চীফ কমিশনারের প্রদেশ ঃ—(১) ব্রিটিশ বেলুচিস্থান, (২) দিল্লী, (৩) আজমীর মারোয়াড়, (৪) কুর্গ, (৫) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং (৬) পন্থ পিজলোদা চীফ কমিশনারের অধীন থাকিবে। বড়লাট চীফ কমিশনারের সাহায্যে ঐ সকল স্থানের শাসন কার্য্য পরিচালনা করিবেন।

ব্রিটিশ বাণিজ্য ও কোম্পানী রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা ঃ—ভারতে আমদানী ব্রিটিশ মালের উপর বৈষম্যমূলক আমদানী শুল্ক ধার্য্য ও ভারতে যে সকল বিলাতী কোম্পানী ব্যবসা করিতেছে তাহাদের উপর বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্র বা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদের থাকিবে না।

ফেডারেল রেলওয়ে বোর্ড

রেলওয়ে নির্ম্মাণ ও পরিচালনের সমস্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতা ফেডারেল রেলওয়ে বোর্ডের হাতে থাকিবে। বোর্ডে সাতজন সদস্য থাকিবেন, তন্মধ্যে তিনজনকে বড়লাট মনোনীত করিবেন একজনকে সভাপতি পদে নিযুক্ত করিবেন।

দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বোর্ডকে কার্য্য পরিচালনা করিতে হইবে। এই বোর্ড যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবেন কিন্তু ঐ পরামর্শ তাঁহাদের উপর বাধ্যতা-মূলক হইবে না। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, অর্থনীতি অথবা শাসনকার্য্যে অভিজ্ঞতা না থাকিলে কেহ বোর্ডের সদস্য হইতে পারিবেন না।

রেলওয়ে পরিচালনের প্রত্যক্ষ ক্ষমতা রেলওয়ে চীফ কমিশনারের হাতে থাকিবে। ইনি বড়লাট কর্ত্তৃক বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে নিযুক্ত হইবেন। রেলওয়ে কমিশনারকে সাহায্য করিবার জন্য একজন অর্থনীতি কমিশনার থাকিবেন। এই দুইজন বোর্ডের সদস্য হইবেন না।

রেলওয়ে ট্রাবিউনাল ঃ—রেলওয়ে সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্র আদালতের একজন বিচারককে সভাপতি ও আটজন সদস্যের একটি প্যানেল হইতে দুইজনকে লইয়া একটি রেলওয়ে ট্রাবিউনাল বড়লাট কর্ত্তৃক গঠিত হইবে। রেলওয়েকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করার ক্ষমতাও ট্রাবিউনালের থাকিবে।

রেলওয়ে মাশুল কমিটি ঃ—রেলওয়ের মাশুল সম্বন্ধে বিরোধ নিষ্পত্তি করিবার জন্য একটি রেলওয়ে মাশুল কমিটি বড়লাট কর্ত্তৃক গঠিত হইবে।

বিচার পরিষদ

একজন প্রধান বিচারপতি ও ছয় জন বিচারক লইয়া যুক্তরাষ্ট্র আদালত গঠিত হইবে। রাজা প্রয়োজন বোধ করিলে বিচারক সংখ্যা বাড়াইতে

পারিবেন। এই আদালত দিল্লীতে বসিবে। (১) সরাসরি মামলা গ্রহণ করিবার, (২) ব্রিটিশ ভারতের এবং অধিকার রাজ্যের হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইন সংক্রান্ত প্রশ্ন সম্পর্কে আপীল গ্রহণ করিবার, এবং (৩) গবর্ণমেণ্ট সমূহকে আইন সংক্রান্ত পরামর্শ দানের ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্র আদালতের থাকিবে। এই আদালতের সিদ্ধান্ত সমগ্র ভারতে প্রযোজ্য হইবে।

প্রিভি কাউন্সিল— রাষ্ট্রবিধি সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়া যুক্তরাষ্ট্র আদালত সরাসরিভাবে যে সকল মামলা গ্রহণ করিয়া বিচার করিবেন তাহার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ঐ আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকেও প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করা চলিবে। অন্যান্য সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ঐ আদালতের অনুমতিক্রমে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করা চলিবে।

পাঁচ বৎসর হাইকোর্টের জজীয়তী না করিলে অথবা দশ বৎসর ব্যারিষ্টারী বা হাইকোর্টের ওকালতী না করিলে কেহ এই আদালতের বিচারক পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। প্রধান বিচারপতিকে অন্যূন ১৫ বৎসরের ব্যারিষ্টার অথবা এডভোকেট হইতে হইবে।

হাইকোর্ট— কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, এলাহাবাদ, লাহোর, পাটনা, অযোধ্যা চীফকোর্ট, মধ্যপ্রদেশ, সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু জুডিশিয়াল কমিশনারের কোর্ট—এই কয়টি উচ্চ আদালত হাইকোর্ট বলিয়া পরিগণিত হইবে। রাজার সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষে প্রয়োজন হইলে আরও হাইকোর্ট গঠন করা যাইবে। হাইকোর্টের জজের সংখ্যা রাজা নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন এবং তিনিই হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত করিবেন। ষাট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত জজেরা কার্য্য করিতে পারিবেন। জেলা জজ নিযুক্ত করিবার ভার গভর্ণরের হাতে থাকিবে।

সরকারী চাকুরী

সরকারী কর্ম্মচারীদের কার্য্যকাল রাজার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। কাহাকেও পদচ্যুত করিতে হইলে বা নিম্নপদে নামাইয়া দিতে হইলে তাহাকে তাহার বক্তব্য বলিবার সুযোগ দিতে হইবে। যিনি কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবেন তিনি ভিন্ন তাঁহার অধীনস্থ কেহ ঐ সকল কর্ম্মচারীর কাহাকেও পদচ্যুত করিতে পারিবেন না।

দেশরক্ষা বিভাগ—যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের পর প্রধান সেনাপতি আর শাসন পরিষদের সদস্য থাকিবেন না। সামরিক বিষয় সম্বন্ধে পরামর্শ দানের জন্য বড়লাট তখন একজন উপদেশক নিযুক্ত করিবেন। নূতন রাষ্ট্রবিধি অনুসারে সামরিক বিভাগকে কেবল ব্যবস্থা পরিষদ নহে, কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদের হাত হইতেও ছাড়াইয়া লওয়া হইবে। সামরিক কমিশন দেওয়ার ক্ষমতা রাজার অথবা তৎকর্ত্তৃক ভারপ্রাপ্ত অপর ব্যক্তির হাতে থাকিবে।

সিভিল সার্ভিস—ভারত সচিব ভারতীয় সিভিল সার্ভিস, মেডিকেল সার্ভিস ও পুলিশ সার্ভিসে লোক নিয়োগ করিবেন। ইঁহাদের বেতন নির্দ্ধারণ পদোন্নতি, ছুটি, পেন্সন প্রভৃতি ভারত সচিব কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে।

ইংলণ্ডে একজন ভারতীয় হাই কমিশনার থাকিবেন। বড়লাটের পক্ষে ইংলণ্ডে দ্রব্যাদি ক্রয় ও কণ্ট্রাক্ট করাই ইঁহার প্রধান কাজ। ইনি ভারতীয় তহবিল হইতে বার্ষিক ৩০০০ পাউণ্ড বেতন পাইবেন।

পাবলিক সার্ভিস কমিশন—যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি এবং এক বা ততোধিক প্রদেশের জন্য একটি করিয়া পাবলিক সার্ভিস কমিশন থাকিবে। সরকারী চাকুরীতে লোক নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণ করা ইহার প্রধান কর্ত্তব্য হইবে। তবে ইহাদের সুপারিশ বড়লাট বা গবর্ণরদের উপর বাধ্যতামূলক হইবে না।

ভারত সচিব

ভারত সচিবের ইণ্ডিয়া কাউন্সিল পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। অতঃপর উহাতে ছয়জন সদস্য থাকিবেন। ইঁহাদের সহিত পরামর্শ করা বা না করা এবং কোন পরামর্শ গ্রহণ করা না করা ভারত সচিবের ইচ্ছাধীন হইবে। পাঁচ বৎসরের জন্য প্রত্যেক উপদেশক নিযুক্ত হইবেন ও প্রত্যেকে বার্ষিক ৭৩৫০ পাউণ্ড বেতন পাইবেন।

যুদ্ধ-বিবরণ

বর্ত্তমান যুদ্ধের কারণ

হিটলারকে সন্তুষ্ট করিয়া যুদ্ধ ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন যে চেষ্টা করিতেছিলেন তাহার অবসান হয় মিউনিক চুক্তিতে। ১৯৩৮-এ অষ্ট্রিয়াকে জার্ম্মাণ রাইশের অন্তর্ভুক্ত করিবার পর হিটলার দাবী করেন যে চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেন অঞ্চল জার্ম্মাণ অধ্যুষিত বলিয়া উহাকেও জার্ম্মাণ রাইশের অন্তর্ভুক্ত করা হউক। ঐ বৎসরেরই সেপ্টেম্বর মাসে মিউনিক সহরে জার্ম্মেণী, ইতালি, বৃটেন ও ফ্রান্স এই চারিটি দেশের প্রতিনিধিগণ এক বৈঠকে সমবেত হইয়া স্থির করেন যে সুদেতেন ল্যাণ্ড জার্ম্মেণীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। ইহাই মিউনিক চুক্তি নামে পরিচিত। কিন্তু মিউনিক চুক্তির পরেই বোঝা যায় যে জার্ম্মেণীকে তুষ্ট করিয়া চলা সম্ভবপর নহে।

সুদেতেন দখল করিবার পর জার্ম্মেণী চেকোশ্লোভাকিয়াকে ভাঙ্গিয়া শ্লোভাকিয়া ও রুথেনিয়া এই দুইটি পৃথক রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে এবং ১৯৩৯-এর ১৪ই মার্চ্চ জার্ম্মাণ সৈন্য প্রাগে প্রবেশ করিয়া চেক জাতিকে জার্ম্মাণ রাইশের রক্ষণাধীনে আনয়ন করে। শ্লোভাকিয়া এবং রুথেনিয়াও জার্ম্মাণীর তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

চেকোশ্লোভাকিয়ার পর জার্ম্মেণীর দৃষ্টি পড়ে রুমানিয়ার উপর। জার্ম্মেণী রুমানিয়ার সহিত একটি বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদন করে এবং উহার ফলে তৈল খনি সম্পর্কে বহু সুবিধা আদায় করে। ইহার পর ১৯৩৯-এর ২২শে মার্চ্চ জার্ম্মেণী লিথুনিয়াকে মেমেল বন্দর ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করে।

এইবার পোলাণ্ডের প্রতি জার্ম্মেণীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। ১৯৩৯-এর মার্চ্চ

মাসেই সে পোলাণ্ডের নিকট নিম্নলিখিত দাবীগুলি উপস্থিত করে :—(১) ডানজিগ সহর প্রত্যর্পণ এবং (২) পোলিশ করিডরের ভিতর দিয়া মূল জার্ম্মেণী এবং পূর্ব্ব প্রুশিয়ার মধ্যে সংযোগ সাধনের জন্য রাজপথ ও রেলপথ নির্ম্মাণের অধিকার। বিগত যুদ্ধের পর পোলাণ্ডকে বন্দরের সুবিধা দিবার জন্য 'ডানজিগ ফ্রি সিটি'র সৃষ্টি হয় এবং ডানজিগে যাতায়াতের সুবিধার জন্য পোলাণ্ডকে জার্ম্মেণীর খানিকটা অংশ ছাড়িয়া দেওয়া হয়; এই স্থানকেই পোলিশ করিডর' বলে। ডানজিগের শতকরা ৯৬ জন অধিবাসী জার্ম্মাণ এবং করিডরেরও অধিকাংশ লোক জার্ম্মাণী। ৩১শে মার্চ্চ বৃটেন ঘোষণা করে যে পোলাণ্ডের স্বাধীনতা বিপন্ন হইলে তাহাকে সামরিক সাহায্য দেওয়া হইবে; রুমানিয়া এবং গ্রীসকেও অনুরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। রাশিয়ার সহিত সন্ধি করিবার জন্য বৃটেনের ব্যর্থ হয়, রাশিয়া জার্ম্মেণীর সহিত ২৩শে আগষ্ট অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তি স্বাক্ষরের পরেই বোঝা যায় যুদ্ধ অনিবার্য্য।

ডানজিগ অধিকার

৩০শে আগষ্ট জার্ম্মেণী ডানজিগ দখল করে এবং হিটলার পূর্ব্বোক্ত দাবী বেতারবার্ত্তা মারফৎ জগৎ সমক্ষে ঘোষণা করেন। ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ ভোর ৫টা ৪৫ মিনিটে পোলাণ্ডকে কোন চরমপত্র না দিয়াই জার্ম্মাণ সৈন্য পূর্ব্ব প্রুশিয়া হইতে পোলাণ্ড আক্রমণ করে।

পোলাণ্ড অধিকার

পোলাণ্ড আক্রমণের সংবাদ পাইয়া বৃটেন ঐ দিবস রাত্রি ৯টা ৪০ মিনিটে জার্ম্মেণীকে এক চরমপত্র দিয়া পোলাণ্ড হইতে সৈন্য অপসারণের দাবী জ্ঞাপন করে এবং ১১টার সময় জার্ম্মেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ঐ দিনই বেলা

৫টায় ফ্রান্সও যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ১৫ দিনের মধ্যেই জার্ম্মেণী পোলাণ্ড কবলিত করিতে সক্ষম হয়। ১৭ই সেপ্টেম্বর প্রাতে রুশ সৈন্য পোলাণ্ডে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্ব পোলাণ্ডের রুশ জনগণকে রাশিয়ার রক্ষণাধীনে আনয়ন করে।

রুশ-ফিনল্যাণ্ড যুদ্ধ

ফিনল্যাণ্ডের নিকট রাশিয়া দাবী করে পেট্রোগ্রাডের নিরাপত্তারক্ষার জন্য ফিন উপসাগরের কয়েকটি দ্বীপ এবং উত্তরে পেটসামো তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক, দক্ষিণপূর্ব্ব অঞ্চলের সামরিক ঘাঁটি অপসারিত করা হউক, আয়ালাণ্ড দ্বীপপুঞ্জে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের চেষ্টা বন্ধ করা হউক এবং ফিনল্যাণ্ড রাশিয়ার সহিত সামরিক চুক্তি সম্পাদন করুক। ফিনল্যাণ্ড রাশিয়ার দাবী মানিতে অস্বীকার করে এবং ৩০শে নবেম্বর রাশিয়া ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ করে। ১৯৪০-এর ১৩ই মার্চ্চ পরাজিত ফিনল্যাণ্ড রাশিয়ার সহিত সন্ধি করে।

ইতালির যুদ্ধ ঘোষণা

১৯৪০-এর ১১ই জুন ইতালি বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আফ্রিকায় প্রথম দিকে সাফল্য লাভের পর ইতালি গ্রীস আক্রমণ করে কিন্তু গ্রীস ইতালিকে আলবেনিয়ার ভিতর হটাইয়া দিতে সক্ষম হয়। অতঃপর ইতালি আফ্রিকায় বৃটিশবাহিনীকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় এবং লিবিয়ার সম্পুর্ণরূপে পরাজিত হয়।

ইয়োগোশ্লাভিয়া ও গ্রীক অধিকার

১৯৪১ সালের ৬ই এপ্রিলে জার্ম্মাণী ইয়োগোশ্লাভিয়ার উপর যুদ্ধ ঘোষণা করে। হিটলার ঘোষণা করেন যে ঐ দেশে ইংরাজ সৈন্যদের আসিতে দেওয়া হইয়াছে। এবং পূর্ব্বে জার্ম্মাণীর সহিত যে সন্ধি হইয়াছিল তাহা

নূতন **Pro-British** মন্ত্রীদল হঠাৎ নাকচ করিয়া দেয় এবং ঐ দেশের জার্ম্মাণদের উপর অত্যাচার আরম্ভ হয়। এই অজুহাতে জার্ম্মাণী যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং দেশটি দখল করে।

১৯৪১ সালের ৬ই এপ্রিলে গ্রীককে একটী চরম পত্র পাঠান হয় যে গ্রীসে ইংরাজ সৈন্য প্রবেশ করিতেছে—তাহাদের প্রবেশে বাধা দিবার জন্য জার্ম্মাণরা গ্রীক রাজ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। সঙ্গে সঙ্গেই গ্রীক্ ও জার্ম্মাণের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। জার্ম্মাণরা গ্রীস দখল করে এবং গ্রীক গভর্ণমেণ্ট গ্রীস ত্যাগ করিয়া ক্রিট দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেখানেও ইংরাজ, গ্রীক ও জার্ম্মাণদের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতে থাকে এবং কয়েকদিন যুদ্ধের পর জার্ম্মাণরা ক্রিট অধিকার করে।

যুদ্ধের তারিখ

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯, ৫-৩০ মিনিট সকালে জার্ম্মাণী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে।

৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৯, সোভিয়েট রুশিয়া পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে।

২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৯, জার্ম্মাণী ও সোভিয়েট রুষিয়া পোল্যাণ্ড ভাগ করিয়া লয়।

৩০শে অক্টোবর, সোভিয়েট রুষিয়া ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ করে।

১২ই মার্চ্চ ১৯৪০, সোভিয়েট রুষিয়া ও ফিনল্যাণ্ডের সন্ধি স্বাক্ষর হয়।

৯ই এপ্রিল ১৯৪০, জার্ম্মাণী ডেনমার্ক দখল করে।

৯ই এপ্রিল ১৯৪০, জার্ম্মাণী নরওয়ে আক্রমণ করে।

১০ই মে ১৯৪০, জার্ম্মাণী হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, লাক্সেমবার্গ আক্রমণ করে।

১৪ই মে ১৯৪০, হল্যাণ্ড জার্ম্মাণীর বশ্যতা স্বীকার করে।

২৭শে মে ১৯৪০, বেলজিয়াম জার্ম্মাণীর বশ্যতা স্বীকার করে।

১০ই জুন ১৯৪০, ইটালীর যুদ্ধ ঘোষণা—ইংরাজ এবং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে।

১৪ই জুন ১৯৪০, জার্ম্মাণ সৈন্য কর্ত্তৃক প্যারিস দখল।

২২শে জুন ১৯৪০, ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীর মধ্যে সন্ধি স্থাপন।

৬ই এপ্রিল ১৯৪১, জার্ম্মাণ সৈন্য কর্ত্তৃক ইয়োগোশ্লাভিয়া এবং গ্রীস আক্রমণ।

২২শে জুন ১৯৪১, জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক রুষিয়া আক্রমণ।

বর্ত্তমান যুদ্ধে কে কোন দেশ দখল করিয়াছে

জার্ম্মেণী	অধিকার	করিয়াছে—	পোলাণ্ডের অর্দ্ধেক, ডানজিগ, মেমেল, নরওয়ে, ডেনমার্ক, হলাণ্ড, বেলজিয়াম, লুক্সেমবুর্গ, এবং ফ্রান্সের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল, ইয়োগোশ্লাভিয়া, গ্রীস, ক্রিট দ্বীপ
রাশিয়া	"	"	লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া, এস্থোনিয়া, বেসারাবিয়া, উত্তর ব্যুকোভিনা, পোলাণ্ডের অর্দ্ধেক এবং ফিনল্যাণ্ডের কতকাংশ।
ইতালি	"	"	আলবেনিয়া এবং বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড।
হাঙ্গেরী	"	"	ট্রানসিলভানিয়ার অধিকাংশ।
বুলগেরিয়া	"	"	দক্ষিণ দোব্রুজা।
স্পেন	"	"	তাঞ্জিয়ার।
ইংলণ্ড	"	"	ডাচ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ।

সমর সম্ভারের মূল্য

ক্রুজার ট্যাঙ্ক	১৮৬৩০০	বড় বম্বার	২ লক্ষ ৭০ হাঃ টাঃ
ইনফ্যান্টি ট্যাঙ্ক	১৮৬৩০০	মাঝারি বম্বার	১ " ৯৮ " "
ছোট ট্যাঙ্ক	৬০,০০০	ফাইটার প্লেন	১ " ৪০ " "

বিমানমারা কামান	২৭৫০০০ "	এসকর্ট জাহাজ	৫৫	"		"
৬"হাউইটজার কামান	৪৩০০০ "	মাইনতোলা জাহাজ	৮	"		"
৪. ৫" ঐ	৩০০০০ "	মোটর টর্পেডোবোট	৬	"		"
ভাইকার্স মেসিনগান	১৮০০ "	মোটর প্রহরীজাহাজ	২	"	৫০ "	"

বর্ত্তমান যুদ্ধে নির্ব্বাসিত রাজা ও সভাপতি

চেকোশ্লোভাকিয়ার সভাপতি এডোয়ার্ড বেনেশ

পোলাণ্ডের সভাপতি মোশিস্কি

নরওয়ের রাজা হায়াকন

হল্যাণ্ডের রাণী উইলহেলমিনা

রুমানিয়ার রাজা ক্যারল

গ্রীসের রাজা জর্জ্জ

ইয়াগোশ্লাভিয়ার রাজা পিটার

বিশ্বের সৈন্যদল (১৯৩৯)

	স্থলসৈন্য	বিমানসৈন্য
বেলজিয়াম	৮৪২,০০০	৭৫০০
বৃটেন	৯৫০,০০০	১৮০,০০০
চীন	৩০,০০,০০০	১৫০০
ফ্রান্স	৫২,৬৩,০০০	২১৭০০০
জার্ম্মেনী	৬৮,৫০,০০০	৩৩৮০০০
গ্রীস	৬৯৫,০০০	৬২০০
ইতালি	৭৪,১৫,০০০	২১৮,০০০
জাপান	৬২,৭১,০০০	৫৩,০০০
হল্যাণ্ড	৬৬০,০০০	৬০০

নরওয়ে	১৩,৫০০০	১০০০
পর্টুগাল	২,১৫,৮০০	৯৮৬
রুমানিয়া	১৮,০০,০০০	১৫৪৭২
রাশিয়া	৭১,৫০,০০০	১৫০,০০০
স্পেন	৯৫০,০০০	৪০,০০০
সুইডেন	৬২৫,০০০	১১০০০
তুরস্ক	৭১০,০০০	৩৫০০
যুগোশ্লাভিয়া	১৮৪০০০০	৭০০০
আমেরিকা	৫৮৭০০০	২৮২৫৬
বৃটিশ সাম্রাজ্য	১৫১০০০০	১৮৯৭০০

বর্ত্তমান যুদ্ধে বৃটেনের ব্যয়

গড়পড়তা দৈনিক ব্যয় নিম্নলিখিতরূপে বাড়িয়াছে :—

১৯৪০-এর এপ্রিল……দৈনিক সাড়ে সাত কোটি টাকা

১৯৪০-এর সেপ্টেম্বর……” ১৩ কোটি টাকা

১৯৪০-এর ডিসেম্বর……” ১৮ ” ”

১৯৪০-৪১ সালে যুদ্ধের জন্য বৃটেনের প্রায় ৪০০০ কোটি টাকা ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা।

যুদ্ধে ভারতীয় সাহায্য

সমর বিভাগের রসদ

সৈন্যদলকে আধুনিক পদ্ধতিতে সুসজ্জিত করিতে হইলে অস্ত্র শস্ত্র, গোলা-বারুদ, পোষাকপরিচ্ছদ প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ৪০,০০০ দফা দ্রব্য প্রয়োজন হয়। মেকানাইজড বাহিনীর গাড়ী ও সরঞ্জাম প্রভৃতি বাবদ আরও ২০,০০০ দফা জিনিষ দরকার হয়। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ৮ মাসের মধ্যেই ভারতীয় অস্ত্র নির্ম্মাণ কারখানাগুলি পূর্ব্বে যে পরিমাণ অস্ত্র নির্ম্মাণ করিত তাহা অপেক্ষা ৬।৭ গুণ বেশী তৈয়ারি করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

সৈন্যদল বৃদ্ধি

যুদ্ধের প্রথম ৮ মাসে ভারতীয় সৈন্যদলে ৫৩০০০ অতিরিক্ত লোক লওয়া হইয়াছে। ১৯৪০ এর ৩১ শে মার্চ্চ ভারতীয় প্রধান সেনাপতি ঘোষণা করেন যে আরও এক লক্ষ সৈন্য শীঘ্রই সংগ্রহ করা হইবে। ভারতীয় নৌবহরও বাড়ানো হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

বিমান সৈন্য বৃদ্ধি

ভারতীয় বিমানপোত বহরের সংখ্যা ৩ ফ্লাইট হইতে ১২ ফ্লাইট করা হইবে স্থির হয়। পাইলটের কার্য্য শিখিবার জন্য ৩৫০ লোক লওয়া হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় এবং ১৮ হাজার ভারতীয় যুবক দরখাস্ত প্রেরণ করে, তন্মধ্যে ৪০০০ জনের প্রয়োজনানুরূপ যোগ্যতা ছিল।

সৈন্যদল ভারতীয় করণ

ভারতীয় অফিসারের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ১৯৩৯ এর ডিসেম্বরের পর হইতে দুইটি পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। প্রথম দেরাডুন ইণ্ডিয়ান মিলিটারী একাডেমিতে ১৮ হইতে ২০ বৎসর বয়স্ক শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভের সময় আড়াই বৎসর হইতে কমাইয়া দেড় বৎসর করা হইয়াছে। দ্বিতীয় মৌ সহরে একটি নূতন স্কুল খোলা হইয়াছে। এই দুইটি পন্থা একযোগে অবলম্বন করিবার ফলে ১৯৪১এর প্রথম হইতেই বার্ষিক ১১০০ অফিসার পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

সাপ্লাই বোর্ড

যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষ হইতে যে সব রসদ সরবরাহ করা প্রয়োজন হইবে তাহার ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত ১৯৩৯ সালের ২৬ শে আগষ্ট একটি সরবরাহ বিভাগ খোলা হয় এবং বড়লাটের শাসনপরিষদের সদস্য সার মহম্মদ জাফরুল্লার উপর উহার ভার দেওয়া হয়। সরবরাহ বিভাগের সকল কার্য্য সাধারণতঃ দুইজন ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর মারফত সম্পাদিত হয়। একজন অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের ডিরেক্টর জেনারেল সার গুথ্রি রাসেল, অপর জন্য রসদ সরবরাহের ডিরেক্টর জেনারেল কর্ণেল ই উড। প্রধান সেনাপতি এবং সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্যের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করেন অর্ডনান্সের মাষ্টার জেনারেল বোম্বাই, বাঙ্গালা, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও সিন্ধুতে একজন করিয়া কণ্ট্রোলার নিযুক্ত করা হইয়াছে। এবং ইহাদিগকে পরামর্শ দিবার জন্য একটি করিয়া পরামর্শদাতা কমিটি গঠিত হইয়াছে। কণ্টোলারদের প্রধান কার্জ তাঁহাদের নিজ নিজ কেন্দ্রে যে সব দ্রব পাওয়া যায় তাহা সংগ্রহ করা ও জাহাজে প্রেরণের ব্যবস্থা করা।

ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ্চ বোর্ড

১৯৪০-এর ১লা এপ্রিল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ্চ বোর্ড গঠিত হইয়াছে। ইহার জন্য মোট ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। তন্মধ্যে এক লক্ষ টাকা বোর্ড পরিচালনে ব্যয় হইবে, অবশিষ্ট অর্থ গবেষণা ও বৃত্তি প্রভৃতিতে ব্যয়িত হইবে। নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া বোর্ড গঠিত হইয়াছে:—সার রামস্বামী মুদালিয়র (চেয়ারম্যান), প্রধান ষ্টোর্স কণ্ট্রোলার (সহঃ সভাপতি), ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ নাজির আমেদ, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ সার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর (ডিরেক্টর), সার এইচ. জি. মোদী, সার সৈয়দ সুলতান আহমদ, শ্রীযুক্ত কস্তুর ভাই লালভাই, লালা শ্রীরাম, মিঃ পি, এফ. জি ওয়ারেন, ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা, এবং সার অর্দ্দেশির দালাল। এ যাবৎ বোর্ড প্রায় ২০০ পরিকল্পনা পরীক্ষা করিয়াছেন।

১৯৪১ সালের লোক গণনা

ভারতীয় প্রদেশ

	১৯৪১	১৯৩১
মাদ্রাজ	৪৯,৩৪১,০০০	৪৪,২০৫,০০০
বেলুচিস্থান	৫০০,০০০	৪৬০,০০০
উড়িষ্যা	৮,৭১৪,০০০	৮,০০০,০০০
আসাম	১০,২০২,০০০	৮,৬২৩,০০০
*বাংলা	৬০,৩৬৮,০০০	৫০,১১৪,০০০
সিন্ধু	৪৫,২১,২৯০	
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৫,৪০০,০০০	৪,৭০০,০০০
মধ্য প্রদেশ ও বেরার	১৬,৮০০,০০০	
বোম্বাই	২০,৮৫৭,০০০	১৭,৯৯২,০৫৩
পাঞ্জাব	২,৭৭,৭৫,০০০	

*দেশীয় রাজ্য ব্যতীত, ১৯৪১

সহর

নাগপুর	৩,০০,০০০	ইন্দোর	২০০,০০০
পাটনা	১৭৯,০০০	কলিকাতা	২১,২০,০০০
কটক	৭৪,২০০	পেশোয়ার	১৭৪,০০০
আজমীর	১৪৭,০০০	বোম্বাই সহর	১৪,৯০,০০০

আমেদাবাদ	৫৯২,০০০	রেঙ্গুন	২২৬,৫৯
পুণা	২৩৪,০০০	করাচী	৩৫৯,৪৯৭
শোলাপুর	২০৪,০০০	মাদ্রাজ	৭৭৭,০০০
হায়দ্রাবাদ	৭২৮,৪১৯	বরোদা	১৫৩,০০০
জব্বলপুর	১৮৪,০০০		

হিন্দু ও মুসলমান, ১৯৪১

পাঞ্জাব

		শতকরা	শতকরা বৃ
মোট সংখ্যা	২,৭৭,৭৫,০০০		
মুসলিম	১৫৭,৯৮,০০০	৫৬·৮৪	১৮·৪
হিন্দু	৭৩,৮৮,০০০	২৬·৬	১৬·৬
শিখ	৩৭,২৮,০০০	১৩·৪২	২৮·৪

সিন্ধু

		শতকরা
মোট সংখ্যা	৪,৫২১,২৯৩	
মুসলিম	৩,১৯৪,৮৩৯	২৪
হিন্দু	১,০৬৪,৯৬৭	৭০